ফেরারী ফৌজ

উৎপল দত্ত

কলিকাতা-৬

আমাদের কল্পনাদি’কে

অর্থাৎ অগ্নিযুগের অগ্নিশিখা

কল্পনা দত্তকে

ভূমিকা

"ফেরারী ফৌজ" নামটি সাহিত্যের দিগ্‌দর্শক প্রেমেন্দ্র মিত্রের দেয়া। তাঁর বিখ্যাত কবিতার নাম এ নাটকে যুক্ত করতে আদেশ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।

একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন: ফেরারী ফৌজ ঐতিহাসিক নাটক নয়। অথচ অন্য অর্থে ঐতিহাসিকও বটে। কোনো বিশেষ ব্যক্তিবর্গ বা বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাকে এ নাটকে চিত্রিত করা হয়নি। আবার তিরিশ দশকের প্রথম ভাগের পূর্ব বাংলায় জেগে-ওঠা যুবকদের বজ্রকঠিন মুখগুলোকে সাধারণভাবে সামগ্রিকভাবে এ নাটকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে।

অভিনয়-কালে কেউ কেউ এর মধ্যেকার দু-একটি তথ্যকে অনৈতিহাসিক বলে সমালোচনা করেছিলেন। যাঁরা তা করেছিলেন তাঁরা সকলেই বয়ঃকনিষ্ঠ এবং বোধহয় সে যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। যাঁরা প্রত্যক্ষ সে বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন সেই প্রবীণ বিপ্লবীদের মত কিন্তু ভিন্ন। এর গঠনগুলির সমালোচনা তাঁরা করেছিলেন, কিন্তু তথ্য-সংক্রান্ত কোনো ভুলই ফেরারী ফৌজ-এ নেই এ কথা ব'লে আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

এ নাটক-রচনা ব্যাপারে লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ ও মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনেতা ও কুশলীরা যে সাহায্য আমাকে করেছেন তজ্জন্য তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতি

বিনীত—

উৎপল দত্ত

লেখকের অন্যান্যগ্রন্থ

নাটক—

ছায়ানট

অংগার

ঘুম নেই

মেঘ (চিত্রে রূপায়িত)

এক

ভুবনডাঙা গীর্জা ময়দানে হ্যাজাগ বাতির নীলাভ আভায় যাত্রা হচ্ছে।
অদূরে গোথিক কায়দায় গীর্জার দরজা।
পালার নাম সমাজ,
রচয়িতা মুকুন্দ দাস।
বৃদ্ধেরা বসেছেন রোয়াকের ওপর,
জমিদার বাবুর আশেপাশে।
ছেলেবুড়ো কৃষকের দল বসেছে মাটির উপর।
চিকের পেছনে মেয়েরা।
পালা জমে উঠেছে।
বিবেকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়—তার পঞ্চমে আকুল স্বর।
দর্শকরা হায় হায় করে ওঠেন।
গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করেন এক দীর্ঘাকার পুরুষ,
গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ি-পরা।
দেশমাতৃকা-বন্দনা করছেন বিবেক।
চোখে জল আসে দর্শকের।

কৃষক (১)—কেডারে ? গান গাইয়া আগুন জ্বালাইয়া দেয় কেডা রে ?

কৃষক (২)—মায়ের দুধ খাইছিল বটে। নাম কি ?

বৃন্দাবন—শ্‌ শ্‌ শ !

[বিবেক গান থামিয়ে হঠাৎ উদাত্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করেন]

বিবেক—ভাই, আর সহা যায় না—রক্তের বন্যায় ডুবল রে দেশ, ডুবল জমিজমা, আর সহা যায় না। প্রাণ দিয়েছেন শতেক শহীদ। কারাগারে রুদ্ধ কত বীর। চট্টগ্রামে সূর্য সেন দিল মুক্তি পথের নিশানা। আর সহা যায় না।

—(গান)—

কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী—

[উত্তেজিত জনতা জয়ধ্বনি করে ওঠে আবার]—

দেশের ডাক এসেছে ভাই, ফুল খেলবে এখনো ? কলকাতায় মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় অভিযুক্ত বীরদের মামলা চালাবার জন্যে অর্থ সাহায্য চাই।

[নজরুলের গান গাইতে গাইতে বিবেক মেলে ধরেন তাঁর উত্তরীয়। পয়সা, টাকা পড়তে থাকে অজস্র। হাতের বালা খুলে দেন মহিলারা, গলার হার, আঙুলের আংটি। কৃষকেরা যে যা পারে দিতে থাকে। গায়ের আলোয়ান খুলে দেয় একজন।]

কৃষক—কেবল নামটা কইয়া যাও। তুমি পীর, তুমি গাজি। নামটা কইয়া যাও।

বিবেক—অধমের নাম মুকুন্দ দাস।

কৃষক—তুমি আল্লার ফেরিশতা।

মুকুন্দ—আমি তোর ভাই রে, আমি তোর ঘরের ছেলে।

—(আবার গান ধরেন)—

গাজনের বাজনা বাজা
কে মালিক কে সে রাজা
দে রে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি—
লাথি মার ভাঙরে তালা
যতসব বন্দীশালায় আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি।

[বাইরে মোটর গাড়ির শব্দ হয়; একটা ছোটখাট সোরগোল। বিশেষ করে শিশু ও বালকরা উঠে পালাতে থাকে। চিকের আড়াল থেকে মহিলারা তাদের ছেলে বা নাতির নাম ধরে ডাকতে থাকেন। জমিদার ব্রজেন চৌধুরী উঠে দাঁড়ান। ইন্‌স্‌পেক্টর হিতেন দাশগুপ্ত প্রবেশ করেন, সংগে পুলিশ। গান থেমে যায়। হিতেন মঞ্চে গিয়ে ওঠেন, হাতে কাগজ।]

হিতেন—মুকুন্দ দাস আপনার নাম ?

মুকুন্দ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হিতেন—১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের নাট্যাভিনয় আইন বলে আপনার এই অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হোলো। এ নাটকের পাণ্ডুলিপি সব ক'টা আমার হাতে দিন।

[একজন ভীত সন্ত্রস্ত অভিনেতা যাত্রার খাট এনে পুলিশের হাতে দেয়]

আপনাকে আমার সংগে আসতে হবে।

মুকুন্দ—গ্রেপ্তার করছেন ?

হিতেন—আজ্ঞে না, তবে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে আপনাকে উপস্থিত হ'তে হবে।

মুকুন্দ—চলুন। ভাইরে, চল্লিশ কোটি লোককে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করবেন, জানতে ইচ্ছে করে।

[বিপ্লবী কবি মুকুন্দ দাসকে নিয়ে যায় পুলিশ]

হিতেন—কর্তারা সব ঘরে যাও। রাত অনেক হয়ে গেছে। মাঠের মধ্যে ঠাণ্ডা লাগবে।

[জনতা ছত্রভংগ হয়ে যায়; হারিকেন নিয়ে কেউ কেউ রওনা হয় গৃহাভিমুখে। অনেকে আবার ছোট ছোট দল বেঁধে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে আলোচনা করতে থাকে।]

ব্রজেন—ও হিতেন বাবু! আরে শুনুন না, মশাই।

[হিতেনবাবু এগিয়ে যান]

ব্যাপারটা কি ? ভাল গায়, মশাই। অনেকদিন এমন হৃদয়গ্রাহী পালা শুনি নি।

হিতেন—তা আপনারাও যদি এসব seditious propaganda-র পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহলে তো—

হরিশ—না, না, পৃষ্ঠপোষকতার প্রশ্নই ওঠে না। কর্তাবাবু বলছিলেন লোকটার ঈশ্বরদত্ত গলা।

হিতেন—সেই জন্যেই ওকে silence করা বেশী প্রয়োজন। চলি, ব্রজেনবাবু।

[হিতেন চলে যান]

ব্রজেন—হুঁ। জানতাম ব্যাপার গুরুতর।

[illegible]—কি ?

ব্রজেন—ঘরের পাশে ঘোগে বাসা বেঁধেছে।

হরিশ—তার মানে ?

ব্রজেন—চণ্ডীগ্রামে বোমার কারখানা পেয়েছে পুলিশ।

হরিশ—চণ্ডীগ্রামে !!!

ব্রজেন—ভুবনডাঙায় বাস উঠিয়ে দেবে বোধহয়। শান্তি রায় না কে এক সূর্য সেনের চ্যালাকে খুঁজছে পুলিশ।

হরিশ—শান্তি রায় ? ভুবনডাঙায় শান্তি রায় কেউ নেই।

ব্রজেন—সেই যা বাঁচোয়া। ঐ হিতেনবাবুর সংগেই কথা হচ্ছিল আজ সকালে। হিতেন দাশগুপ্ত রংপুরের বদ্যি, এডুকেটেড লোক।

[illegible]—শেষকালে ভুবনডাঙায় ওসব উৎপাত। [illegible]।

ব্রজেন—চাটগাঁয়, ঢাকায় কি হচ্ছে ওসব নিয়ে কখনো তো মাথা ঘামাই নি, এবার বোধহয় ঘামিয়ে ছাড়লে !

হরিশ—[গলা নামিয়ে] ঢাকায় শুনছি ম্যাজিস্ট্রেটকে মেরেছে ?

ব্রজেন—প্রাণে মারতে পারে নি, চোখে লেগেছে। বেচারা কানা হ'য়ে গেছে জন্মের মতন।

হরিশ—কি নাম যেন সাহেবের ?

ব্রজেন—ডার্নো। বড় ভাল লোক। রমনায় আমাদের বাড়ীতে এসেছেন কতবার। বলতেন, চৌধুরী, তোমার স্ত্রীর হাতের মিঠে আলুর পিঠে খাবো।

বৃন্দাবন—কুমিল্লায় এলিসন সাহেবকে দুটো ছোঁড়া ঢুকে—ব্যস। মেমটার কি কান্না! চোখে দেখা যায় না!

হরিশ—আর চাটগাঁয় যা হোলো সে তো আর কহতব্য নয়। আচ্ছা ব্যাপারটা কি বলুন তো কর্তামশায়, সূর্য সেনকে ধরতে পারছে না কেন? এত আই. বি., সি. আই. ডি. নিয়ে—

বৃন্দাবন—ঠিক এইটিই হচ্ছে বিপদ, [illegible], যতক্ষণ সূর্য সেন বেঁচে থাকবে দে আর ইন্‌ভিন্‌সিব্‌ল্‌।

হরিশ—এখানে ওসব চলবে না, বৃন্দাবন, আমাদের চিন্তার কিছু নেই। কত কাণ্ডই তো হচ্ছে দেশজুড়ে। এই ভুবনডাঙায় আঁচড়টুকু লাগে নি। এখানে একটা ঐতিহ্য আছে, আধ্যাত্মিকতা আছে। আত্মানমবিদ্ধি—নিজেকে চিনতেই দিন কেটে যাচ্ছে আমাদের, ওসব হট্টগোল সহ্য হয় না।

ব্রজেন—কিচ্ছুই বলা যায় না ভট্টাচার্য মশায়, আপনারাই ভরসা যজমান শিষ্যদের একটু ভারতীয় দর্শনে দীক্ষিত করুন তো পণ্ডিতমশাই। এই বন্দুকবাজী যে নাস্তিক পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে আমদানি এটা বুঝতে কি কষ্ট বুঝি না। ভাল কথা, ঘোষেদের বয়স্থা কন্যার এখনো বিবাহ হোলো না, এটা কি ভাল কথা?

[অন্য প্রান্তে কৃষকদের জটলায় অত্যন্ত নিম্নস্বরে কথা হচ্ছে]

কৃঃ (১)—সূর্য স্যানরে ধরবার পারে নাই। ঘর জ্বালাইছে, মায়ের কোল থেইকা দুগ্ধপোয্য শিশুরে কাইড়া লইয়া আছাড় মারছে। তবু এক মরদের মু দিয়া একটি বাতও বারায় নাই।

কৃঃ (২)—সূর্য স্যান কই আছেন অখন?

কৃঃ (১)—কেমনে জানুম? সর্বত্র আছেন। আছেন ক্ষ্যাতে, লাঙলের ফলায়, শড়কির ডগায়। আছেন গঞ্জে, হাটে। আছেন আমাদের শিনায়।

কৃঃ (২)—সূর্য স্যান মানুষ নয়, দেবতা।

কৃঃ (৩)—না গো মোড়ল। মানুষ। তবে সে মান্‌ষের চক্ষে আছে আগুন।

কৃঃ (১)—আর বুকে আছে ভালবাসা, এই যেমন মুকুন্দ কবিরে দেখলা।

কৃঃ (২)—যদি তেনারে ধইরা ফেলায়? ফাঁসি দিব, না?

কৃঃ (১)—দিউক। এক সূর্য স্যান যাউক, তার স্থানে আসব আর একজন। তারপর আর এক। চণ্ডীগ্রামে আইছে শান্তি রায়, শুনছ নি? গোরার ব্যাটারা মহকুমা চইষ্যা ফেলতে আছে শান্তি রায়ের ধরবার লাইগ্যা। পাইব না।

কৃঃ (২)—তাঁরা দেবতা। অদৃশ্য হইয়া যান।

কৃঃ (৩)—না গো মোড়ল। গাঁয়ের মানুষ তাগো লুকাইয়া রাখে। শান্তি রায়রে লুকাইয়া রাখছিল মড়াইয়ের ভিতর। চণ্ডীগ্রামের সাধন ডোম—তার ঘরে।

কৃঃ (২)—কেমন চেহারা শান্তি রায়ের? কার্তিকের মতন, না?

কৃঃ (৩)—কেমনে কমু? কইতে পারত সাধন ডোম আর তার বুড়া বাপ। দুইটারে ধইর‍্যা লইয়া গেছে সদরে, ঘর দিছে জ্বালাইয়া।

কৃঃ (১)—বন্দেমাতরম্‌ উচ্চারণ করলে ব্যাত মারে পিঠে।

কৃঃ (২)—বাঁইচ্যা থাকুক গরীবের বন্ধু শান্তি রায়। যেইখানেই থাকুক, তার মরণ নাই।

(৩)—খোদা তারে বাঁচাইবে। নয়া কারবালার হাসান হোসেনরে খোদাতালা বাঁচাইয়া রাখব।

[গীর্জার ঘণ্টাগুলো বাজতে শুরু করে সুমধুর সুরে! গানের আভাসও পাওয়া যায় ভেতর থেকে]

ব্রজেন—কাল বড়োদিন। আজ সাহেবদের উপাসনা আছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ইলিশ কিনতে গেলাম বলে ছ' আনা সের।

—তাও যা ইলিশ, পুকুরের ইলিশ।

—ইলিশ কি বলছেন, কলমি শাকের দাম বাড়ছে।

[নীলমণি আসেন, খর্বাকৃতি, ব্যস্ত সমস্ত। কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে—
মীরজাফর বাহাদুর তশরীফ আনতে আছেন। অনেকে হেসে ওঠে।
নীলমণি গায়ে মাখেন না।]

ব্রজেন—আসুন নীলমণিবাবু।

নীলমণি—একি ? যাত্রা হচ্ছে না ?

হরিশ—ব্যান্ড্। সে এক কাণ্ড মশাই, বসুন না, বলছি।

নীলমণি—নাও! কাজকম্ম সেরে ছুটতে ছুটতে আসছি। হয়েছিল কি ?

ব্রজেন—সিডিশাস!

[ফিস্ ফিস্ করে তিনজনে বোঝাতে থাকেন নীলমণিকে]

[এক যুবক, তার নাম অশোক, গলায় মাফ্লার, এক থলি বই নিয়ে নিসে এ'সে দাঁড়ায় এককোণে; বসে একটু পরে। বিচলিত, উদ্বিগ্ন। ঘন ঘন ওঠা-বসা থেকেই বোঝা যায় তা।]

নীলমণি—ভালই হয়েছে বাবা, ঝামেলায় কাজ নেই। বারুদের স্তূপের ওপর বসে আছি, বুঝলেন না ? সেখানে আর আগুনের ফুলকিতে কাজ নেই।

ব্রজেন—কেও ? অশোক না ?

[চমকে উঠে দাঁড়ায় অশোক। তারপর এগিয়ে যায় চুপ।]

পড়তে গিয়েছিলে ?

অশোক—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব্রজেন—বাবা কেমন আছেন ?

অশোক—ভাল। তবে চোখ নিয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। নিজে লিখতে পারছেন না।

[illegible]—এঃ, হে হে হে। কি যেন বইটা লিখছেন ?

অশোক—মধ্যযুগে বাংলার কুটিরশিল্প।

ব্রজেন—ভ্যালুয়েবল রিসার্চ।

[নীলমণি অবজ্ঞার হাসি হাসেন]

বইটা শেষ করতেই হবে। তোমরা সাহায্য করো তো ?

অশোক—হ্যাঁ। বাবা বলে যান, শচী লেখে।

ব্রজেন—বেশ, বেশ, বউমা আছে কেমন ? কলেজে পড়া বউ আনার সুবিধেও আছে, কি বলো ?

[অশোক লজ্জা পায়। নীলমণি কটু হাস্য করেন]

কটি ছেলেপুলে ?

অশোক—আজ্ঞে একটি মেয়ে।

ব্রজেন—তা কি করা হচ্ছে আজকাল ?

অশোক—এম. এ. টা দেব ঠিক করেছি। মাস্টার মশায়ের কাছে পড়ছি।

নীলমণি—আরো পড়বে ?

অশোক—বাবার হুকুম।

নীলমণি—চলছে কি করে ?

অশোক—বাবার পেনশনের টাকায়। আচ্ছা।

[সে একটু আড়ালে সরে দাঁড়ায়। অনতিদূরে দাঁড়িয়ে জ্যোতির্ময়—তার হাতে এক থলি বই—তাকে দেখছিল। এগিয়ে আসে। অশোক ঘড়ি দেখে।]

অশোক—কটা বাজে ?

জ্যোতির্ময়—বাজারের মুখে পুলিশ আছিল ; তেঁই হেতু ইস্পিডটা কিছু ব্যাহত হইছে। আড্ডা ফাঁইন্দা বসছ যে !

অশোক—doesn't matter !

জ্যোতির্ময়—মাল এরাইভ করছে ?

অশোক—না।

[জ্যোতির্ময় অশোকের সংগে থলি বদল করে]

অশোক—এই অপেক্ষা করে থাকাটাই ভয়ানক।

জ্যোতির্ময়—কি, নার্ভ ফেইল করতে আছে ?

অশোক—না। তবে একেবারে শহরের মধ্যে—

জ্যোতির্ময়—স্থানটা ডিসাইড করছে শান্তিদা।

অশোক—হ্যাঁঃ! ডিসাইড করা সহজ। শান্তিদাকে চোখে দেখেছ কখনো ?

জ্যোতির্ময়—না। নর্ হ্যাভ্ ইউ। আউয়ার্স নট টু কোশ্চেন হোয়াই। চলি।

[হন্ হন্ করে এগিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে।
বেলপাতা দেয় অশোককে]

ভুইল্যা গেছিলাম। বিল্বপত্র। গুড্ লাক।

[জ্যোতির্ময় চলে যায়। মোটর গাড়ির শব্দ হয়। সার্জেণ্ট ও দুজন আর্দালি আসে আগে, পেছনে উইলমট, পুলিশ সুপার। দ্রুতপদে সাহেব গীর্জায় ঢুকে যান। সার্জেণ্টও। আর্দালিরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। জনতা ত্রস্তপদে পথ ছেড়ে দেয়। এক বৃদ্ধা ছুটে এসে নাতিকে টেনে ঘরে নিয়ে যেতে থাকেন। নাতি প্রতিবাদ জানায়। বৃদ্ধা বলেন :]

বৃদ্ধা—সাহেব! সাহেব আইছে, গোরা! খপ্ কইরা লইয়া যাইব!

[শিশু সভয়ে ঠাকুরমার কোলে লুকোয়। সবার গলা নেমে এসেছে]

ব্রজেন—উইলমট—পুলিশ সাহেব—টেগার্টের শিষ্য।

নীলমণি—চণ্ডীগ্রামকে শুনছি একেবারে টেররাইজ করে দিয়েছে।

এক যুবক—হ্যাঁ, আধখানা গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

[সবাই চমকে ওঠে]

নীলমণি—হ্যাঁ, ভারী আমার সূর্য সেনের স্যাঙাৎ এলেন! কেমন করে জানলে ? বলে চণ্ডীগ্রাম থেকে মাছি গলতে পারছে না, আর তালেবর খবর নিয়ে এলেন! অ—সভ্য!

যুবক—আমাদের ঘর পুড়িয়েছে!

হরিশ—পোড়াবেনা? তোমরা বোমা নির্মাণ করবে, সাহেবদের হত্যা করবে, আর ওরা নাসিকায় তৈল দিয়ে দিবানিদ্রা ভোগ করবে?

যুবক—আমার বাবা গভর্ণমেণ্ট প্লীডার।

নীলমণি—তা যুদ্ধে দু'একটা নিরপরাধ লোক মরেই। ও হয়ই।

যুবক—হ্যাঁ, তাই যুদ্ধে দু'একটা সাহেব মরবেই। ও হয়ই।

নীলমণি—অ-সভ্য!

যুবক—আমার বাবাকে মেরেছে—চাবুক, লাথি, বন্দুকের কুঁদো—

~~ব্রজেন—আস্তে, আস্তে~~

নীলমণি—মেরেছে, বেশ করেছে।

যুবক—চণ্ডীগ্রামে পুলিশ এল কেন বলতে পারেন? জানল কি করে?

ব্রজেন—এতো মহাজ্বালায় পড়লাম।

যুবক—নীলমণিবাবু, গত হপ্তায় চণ্ডীগ্রামে গিয়েছিলেন কেন?

নীলমণি—আমার পিস্-শাশুড়ীর বাড়ি ওখানে—তোমার কাছ থেকে পাসপোর্ট নিয়ে যেতে হবে?

যুবক—আপনি গেলেন, আর পরদিনই পুলিশ পৌঁছলো। হোসেনাবাদে আপনার কে থাকে? মামা-শ্বশুর?

[অনেকে হাসে]

নীলমণি—মানে?

যুবক—গত মাসে হোসেনাবাদ গেলেন, পরদিনই লাইব্রেরী খানা-তল্লাসি করল পুলিশ।

কৃষক (১)—(গেয়ে ওঠে)

আলিবর্দির ভগ্নিপতি
চক্রান্ত যার মীরজাফরি
লেইপ্যা দিল চূণ-কালি
স্বদেশের মুখে।

[উচ্চহাস্য। নীলমণি ক্ষেপে ওঠেন]

নীলমণি—অ-সভ্য! অ-ভদ্র! উসকো মাটিতে বেড়াল হাগে! কিছু বলি না, তাই যার যা ইচ্ছে শুনিয়ে যায়।

[যুবককে টেনে সরিয়ে নেয় অনেকে]

দেখছেন ব্রজেন বাবু! দেখছেন! রাস্তায় ছেলেরা ছড়া কাটে। বাড়িতে গুণ্ডারা ইঁট মারে! কি অপরাধ? না, কিছু পয়সা আছে আমার! হিংসুটে!

হরিশ—ছেড়ে দিন ওদের কথা। সমষ্টির মধ্যে যখন ব্যষ্টির বিলুপ্তি ঘটে, তখনই দেখা দেয় নাস্তিক্য ভাব। তখন অধ্যাত্মবাদ নৈব নৈব চ। এরা দেশকে কি বুঝবে? ভারতের মর্মবাণী যে ল্যাংটা থেকে ভগবচ্চিন্তা তা এই অর্বাচীনরা কি বুঝবে?

ব্রজেন—যাক্ সেসব কথা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ঘোষেদের মেয়েটা বেহায়া বেহদ্দ হয়ে উঠেছে। বাড়ির ছাদে—বুঝলে—ছাদে উঠে কাপড় শুকোয়, চুল বাঁধে, আর পাড়ার যত ছোকরার বুক ধড়ফড় করে। এর একটা বিহিত করতে হয়।

[illegible]—ছিদাম ঘোষকে ডেকে ধাতানি দিয়ে দেখলে হয়।

ব্রজেন—ডেকেছিলাম। বলে মা-মরা মেয়ে—ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়া যায় না।

[illegible]—আবার এদিকে গণেশ বাঁড়ুয্যের বিধবা ভাজটা ভারী বেলেল্লাপনা শুরু করেছে—রোজ পুকুরে নাইতে যায়, আর পরাশর নাপিতটা বুঝলে—

[ফিস্ ফিস্ করেন—সবাই বিশ্রীশব্দে হেসে ওঠেন। ফাদার ফ্ল্যানাগান আসেন—কালো ক্যাসক পরা, ক্যাথলিক পাদ্রী। সবাই নমস্কার করে। এক-আধজন পা ছোঁয়]

ফাদার—[পরিষ্কার বাংলায়]ঃ ভক্তিতেও সংযম শিক্ষা করুন। পা ধরার প্রয়োজন কি? রামগতি, ছেলেটাকে ইস্কুলে দেবে না?

কৃষক (২)—ফাদার, আমার কি আপত্তি আছে? তবে গাঁয়ের লোক কয় বলে জাত যাইব—

ফাদার—লেখাপড়ার জাত নেই। জব্বর ভাই, ছেলে ভাল আছে?

জব্বর—হাঁ, ফাদার সাহেব।

ব্রজেন—আসুন, ফাদার।

ফাদার—যাত্রা বন্ধ করে দিয়েছে শুনলাম।

ব্রজেন—হ্যাঁ, সিডিশাস পালা।

ফাদার—চিন্তাকে যেদিন মানুষ শিকল পরায়, সেইদিন বুঝবেন সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চনায়িত—না না, বঞ্চিত হোলো।

নীলমণি—ফাদারের মতামত চট্ করে বোঝা যায় না। আমাদের ভাগ্য ভাল সাহেবরা এসেছিল, নইলে এখনো স্ত্রীদের চিতায় তুলে জ্যান্ত পোড়াতাম।

ফাদার—[হাসেন]ঃ দাসত্ব না করেও মানুষ সংস্কার মুক্ত হতে পারে। রামমোহন রায় তো সাহেব ছিলেন না।

নীলমণি—মনেপ্রাণে সাহেব ছিলেন। বিদ্যাসাগরও।

[ফাদার জোরে হেসে ওঠেন, তারপর হাসতে হাসতেই বলেন]

ফাদার—ঈশ্বর দেশদ্রোহিতাকে চরম পাপ গণনা করেন।

নীলমণি—[চটে ওঠেন] সরকারকে মেনে চলা তো যীশুর আদেশ। তিনিই তো বলেছিলেন—রেণ্ডার আনটু সীজার দা থিংস্ হ্যাট আর সীজার্স।

ফাদার—সরকারকে মেনে চললে তিনি ক্রসে প্রাণ দিতেন? [নীলমণি থতমত খান] যীশু সে যুগের সূর্য সেন।

ব্রজেন—একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে?

হরিশ—মন্থরা কি? ভূতের মুখে রামনাম।

নীলমণি—ইংরেজের মুখে সূর্য সেনের নাম শুনলে গা জ্বালা করে।

ফাদার—আমি ইংরেজ নই, আইরিশ। আমার দেশ চারশো বছর ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে অবশেষে স্বাধীনতা প্রাপ্তি করেছে।

নীলমণি—তা বলে আপনি এইসব খুনোখুনি সমর্থন করেন ?

ফাদার—কেন ? ধরিয়ে দেবেন ?

[নীলমণি ক্রুদ্ধ হয়ে থেমে যান]

ফাদার—না, খুনোখুনি সমর্থন করি না। যীশু বলেছিলেন—he that takes the sword shall perish by the sword! কিন্তু আমি ওদের শ্রদ্ধা করি। ওরা ভুল করছে। কিন্তু কি মহান ওদের ভুল। আধ্যাত্মিকতার গলিত শবের আলিংগন ছাড়িয়ে ওরা অসীম আকাশে, ঈশ্বরের ঐ আঙিনায় ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। (দুরে ষ্টীমারের বাঁশি বাজে। ফাদার ঘড়ি দেখেন.) গোয়ালন্দের ষ্টীমার এল। (হাসেন) কেন জানি না—ঐ বাঁশীর মধ্যে আমি কিসের হাতছানি পাই। (একটু নীরব থেকে) আয়ার্ল্যাণ্ডে ডি ভ্যালেরার সিন ফাইন দলও ভুল করেছিল। তবু ওরা জিতেছে। ভুল করলেও ঈশ্বর মার্জনা করেন, কিন্তু নির্ভুল ধর্মাচার অনেক সময়েই পাপ হয়ে ওঠে। করুক, ভুল করুক ওরা। তারপর একদিন they will beat their swords into ploughshares and there will be no more war!

[ফাদার চলে যান]

নীলমণি—এরা হোলো সাহেবদের চাকর ক্লাস। শাদা চামড়ার কালা আদমি।

[সবাই হাসেন]

হরিশ—যা বলেছেন। এসেছে তো আমাদের জাত মারতে। মহান ব্রাহ্মণ্যধর্মকে বাগে আনতে না পেরে এখনো লোক খেপাবার চেষ্টা করছে।

[illegible]

ব্রজেন—কতকগুলো ডোম চাঁড়াল বাগ্‌দীকে তো যীশু ভজিয়ে গরু খাইয়ে খেষ্টান করেছে। দুটো অমনি বাগ্‌দী মাইন্দারকে ঋণ অনাদায়ে উচ্ছেদ করেছিলাম গত পৌষে। তা এই পাদ্রীব্যাটা কালেক্টার সাহেবকে ধরে এমন তুমুল কাও বাধিয়েছিল—মনে আছে ?

হরিশ—মনে নেই আবার।

ব্রজেন—একটা পুরো বছর সদরে যাতায়াত করতে হয়েছিল। প্রজা খেপিয়ে পার্বণী আদায় প্রায় বন্ধ করেছে। কিন্তু কিস্যু করার উপায় নেই।

[illegible]—কেন ? সোজা পুলিশে খবর দিয়ে—

নীলমণি—রাখুন, পুলিশ! শাদা চামড়া! কিছু করতে গেলে ছোটলাট পর্যন্ত টান পড়বে। অ—সভ্য!

ব্রজেন—যাই হোক, এখানে ওসব দাংগাবাজি চলবে না, চলতে পারে না। কি বলেন, ভট্টচার্যি মশাই ?

হরিশ—নিশ্চয়ই না। এখানে শান্তি, এখানে বটবৃক্ষের ছায়ার ন্যায় আতপ-নিবারণী ধর্মের রাজত্ব। ঐ মেঘনা নদীই রক্ষা করেছে আমাদের। ওপারে যাই ঘটুক, এপারে তার প্রতিধ্বনিও পৌঁছুবে না।

[গীর্জায় গান শুরু হয়—অশোক উঠে গীর্জার দ্বারদেশের সামনে একবার ঘুরে আসে। রুমাল দিয়ে ঘাম মোছে, ঘড়ি দেখে। একটা সোরগোল করতে করতে জনা পাঁচ ছয় কৃষক আসে]

ব্রজেন—ওরে, আস্তে, আস্তে, গীর্জায় সাহেবরা গান গাইছে

জয়কেষ্ট—কত্তামশায়, একটা বিহিত কইরা দ্যান—

হরিশ—কলহ স্থগিত রেখে, মোদ্দা কথাটা উত্থাপন করো।

জয়কেষ্ট—জব্বরের খাসী আবার আমার পালংশাক খাইয়া গেছে। গেল অঘ্রাণে ওর কুঁকড়াগুলি ঘরে ঢুইক্যা সবখানে হাইগ্যা গেছে। আর আজ ওর খাসী আইস্যা আমার নবজাত পালংশাক খাইয়া ছড়াইয়া ছয়লাপ করছে। এর একটা বিচার করেন।

ব্রজেন—জব্বর, তোর কি বলার আছে।

জব্বর—হুজুর, খাসী খাইছে কবুল করি, আমারে জুতা মারেন—কিন্তু এই জয়কেষ্ট সে খাসীরে ধইরা কাইট্যা খাইয়া ফেলছে। এইটা কি উচিত হইছে? দুই আনার পালংশাক খাইছে বইল্যা—

জয়কেষ্ট—দুই আনায় তোমার বাপের হেই কেনা যায়। আমার সাড়ে চার আনার পালংশাক—

জব্বর—তার লাইগ্যা তুমি তিন টাকার খাসী খাইলা কোন আক্কেলে? খোদার খাসী! আমার নসীবনটা কাঁইদ্যা মরতেছে!

জয়কেষ্ট—খামুই তো, খাসী খামুই তো। আমার ক্ষেতে পাইছি তারে, যা মন নেয় তাই করুম।

জব্বর—দ্যাখেন বাবু শালার কথা শুনেন।

ব্রজেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর। কি বলেন, ভট্‌চার্যি মশাই?

হরিশ—ভুবনডাঙায় এমনটা বড় একটা ঘটে না। ব্রজেন বাবুর রাজত্বে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, আর তোদের এমন আস্পর্ধা!

ব্রজেন—জব্বর, ও পালংশাকের দাম সাড়ে চার আনা ধরা যায় না। তার চেয়ে বেশিই ধরতে হবে। মেহনৎ আছে, জমির কারকিৎ আছে। তার জন্যে দু আনা ধরো। তারপর পালংশাকটা ও খেত, তার একটা দাম ধরতে হবে তো নাকি? আরো চার আনা ধরো।

জব্বর—তাই বইল্যা তিনটাকার খাসী!

~~ব্রজেন~~ হরিশ—তুমিই বা খাসী বেঁধে রাখো নি কেন?

জয়কেষ্ট—হেই খাসীরে গাঁয়ের সর্বত্র দেখি। ক্যান? রশি নাই? বাঁধ দিতে পারে না?

জব্বর—তাই বইল্যা তুমি খাসী খাইলা কি লাইগ্যা হালা?

ব্রজেন—শাকের ওপর জয়কেষ্টর মায়াও তো একটা পড়ে গেছে—তার জন্যে কত ধরব, বলুন তো নীলমণিবাবু?

নীলমণি—ছ'গণ্ডা পয়সা ধরা উচিত।

[illegible]—বড় কম ধরছেন। ওটা আটগণ্ডা ধরুন।

ব্রজেন—তা হলে হোলো গে তোমার—একটাকা আড়াই গণ্ডা পয়সা।

[গীর্জার গান থামে। দরজা খুলে যায়। উইলমট ও সার্জেণ্ট বেরিয়ে আসেন, সংগে সংগে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। বুড়ির নাতিটি আবার এসে দাঁড়িয়েছে—সে সাহেব দেখবে। সবাই সরে দাঁড়ায়। সাহেবরা চলে যাচ্ছেন, এমন সময়ে বালক বলে ওঠে—]

বালক—বন্দেমাতরম্!

[সাহেব দাঁড়িয়ে পড়েন। ভয়ে সবাই আঁৎকে ওঠে। বৃদ্ধ এসে পড়েছেন—ভয়ে তিনি পাষাণবৎ দাঁড়িয়ে পড়েন। বালক খিল খিল করে হেসে ওঠে]

বন্দেমাতরম্!

[সাহেব ও সার্জেণ্ট কি বলাবলি করেন]

বন্দেমাতরম্!

[সাহেব এগিয়ে আসেন, সার্জেণ্ট বেরিয়ে যায়। সাহেব এসে ছেলেটিকে কাছে ডাকেন। বালক এগিয়ে যায়। সে হাসছে।]

সেলাম সাহেব বন্দেমাতরম্।

[সার্জেণ্ট ও হিতেনবাবু আসেন। সাহেব ও হিতেন কি পরামর্শ করেন]

হিতেন—এটি কার ছেলে?

[কেউ জবাব দেয় না। হিতেন ব্রজেনবাবুদের দিকে এগোন]

কার ছেলে ওটি?

ব্রজেন—ওটা? ওটা বোধকরি শিবু মণ্ডলের ছেলেটা, না?

জববর—না, না, শিবুর পোলার আজ দুইদিন জ্বর।

হিতেন—এস তো খোকা!

[বালক এগিয়ে আসে]

বাবার নাম কি বলো তো?

[বালক হাসে]

বালক—বন্দেমাতরম্। ইন্‌ক্লাব বিন্দাবর! ইন্‌ক্লাব বিন্দাবর!

[সাহেব আর হিতেন আবার আলোচনা করেন। এবার সাহেব এসে ছেলেটিকে এক প্রচণ্ড পদাঘাত করেন! সংগে সংগে বৃদ্ধা ছুটে আসেন।]

বৃদ্ধা—সাহেব, সাহেব, ও আমার নাতি গো। মাইরো না, আর মাইরো না।

হিতেন—কোথায় থাক তোমরা?

বৃদ্ধা—কলাবাগানে। ঐ যে ঘর।

হিতেন—ছেলের নাম কি?

বৃদ্ধা—শিবু মণ্ডল।

[হিতেন ও একজন আর্দালি বেরিয়ে যায়। বৃদ্ধা নাতিকে কোলে নিয়ে আদর করতে থাকেন।]

মুখপোড়া! কি করলি? ঘরে আগুন লাগাইয়া দিলি হতভাগা!

[জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়। সাহেব এক পা এগোতেই সব থেমে যায়। হিতেনবাবু ফিরে আসেন, সংগে শিবু মণ্ডল। সে ভয়ে কাঁপছে।]

হিতেন—এটা তোমার ছেলে?

শিবু—হ্যাঁ, হুজুর, ধর্মাবতার!

হিতেন—ছেলেকে বন্দেমাতরম্ বলতে শিখিয়েছ?

শিবু—আমি শিখাই নাই বাবু সাহেব, আপনি শিখছে। আমারে ছাইড়্যা ছান হুজুর, ওরে চাবকাইয়া পিঠের ছাল তুইল্যা লইমু। শিবের কিরে হুজুর, মা কালীর দিব্যি, ওরে মাইর‍্যা হাড় গুড়া কইরা দিমু।

[সাহেব ও হিতেন পরামর্শ করেন]

হিতেন—কাল সকালে থানায় আসবে ছেলেকে নিয়ে।

শিবু—[কেঁদে ফেলে] হুজুর ! থানায় যাইবার পারমু না, হুজুর।

হিতেন—সাড়ে দশটার সময়ে। সাহেবের হুকুম।

[সাহেবরা চলে যান। পেছনে অশোক। শিবু ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেকে টেনে তোলে চুল ধ'রে]

শিবু—তোরে কাইট্যা ফালাইমু।

[একটা বাঁশের কঞ্চি তুলে নেয়]

বৃদ্ধা—শিবু, এই শিবু, শিবু—পোলাটারে মারবি নাকি ? শিবু !

[একটা গুলির শব্দ। কোলাহল। ছুটে ঢোকে অশোক। হাতে পিস্তল। ঢুকেই ছুটে যায় গীর্জার পাশের গলিতে। পলকে ব্রজেন বাবুরা যে যে দিকে পারেন ছুট দেন। হিতেন, সার্জেণ্ট ও আর্দালিরা আসে—সবার হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র।]

হিতেন—কোনদিকে গেছে ?

[জব্বর অম্লানবদনে অন্য এক দিক দেখিয়ে দেয়]

হিতেন—কেউ নড়বে না।

[হিতেন চলে যান জব্বর প্রদর্শিত পথে, সংগে এক আর্দালি]

সার্জেণ্ট—Is there a doctor anywhere near ?

[কেউ জবাব দেয় না। সব ভয়ে কাঁপে। সার্জেণ্ট গীর্জার দিকে ছুটে যায়। দরজায় করাঘাত করতে গিয়ে নজরে পড়ে মাটিতে পড়ে আছে একটা মাফ্‌লার। মাফ্‌লারটা তুলে নেয় সার্জেণ্ট, কি ভাবে। তারপর পিস্তল বার করে গীর্জার পাশের গলির দিকে পা বাড়ায়। মুহূর্তে একলাফে বেরিয়ে আসে অশোক—হাতে বোমা। ছুঁড়ে মারে। আগুনের ঝিলিক দিয়ে ভীষণ শব্দে বোমা ফেটে যায়। প্রাণভয়ে সার্জেণ্ট ছোটে। আর্দালি হুইস্‌ল্ বাজাতে থাকে। ধোঁয়া কেটে যেতে দেখা যায় অশোক নেই। সার্জেণ্ট ফিরে আসে তারস্বরে হুইস্‌ল্ বাজাতে বাজাতে। হিতেন বাবুরা ফিরে আসেন।]

সার্জেণ্ট—He was hiding there all the time ! bombed his way out, the bastard !

[হিতেন সোজা এসে জব্বরকে ধরেন]

হিতেন—ভুল রাস্তা দেখালি কেন ?

[হেঁচকা টানে জামা ছিঁড়ে দেন। আর্দালিরা তাকে বেঁধে ফেলে খুঁটির সংগে। একটা গাড়ি এসে থামে। পুলিশ ঢোকে জনা চার-পাঁচ। সার্জেণ্ট বেল্ট খুলে মারতে থাকে জব্বরকে। পুলিশরা আরো দুজনকে বেঁধে ফেলে—একজন শিবু মণ্ডল। বৃদ্ধা পদাঘাতে পড়ে যান। কয়েকজন ছুটে যায় এদিক ওদিক। তিনজনকেই চাবুক মারছে সেপাইরা। তাদের আর্তনাদে আকাশ মুখরিত হয়ে ওঠে।]

আগুন লাগাও ঐ ঘরগুলিতে ! চৌবে !

[কয়েকজন ছুটে যায়। এদিকে আর কজন ধরে আনে নীলমণি ও ব্রজেনকে। জব্বর অজ্ঞান হয়ে গেছে দেখে, সার্জেণ্ট এসে ধরেন নীলমণিকে।]

সার্জেণ্ট—He was here right through ! I saw him. who was that boy with the books ? Speak up !

নীলমণি—আই ডাজ্ নট সী। আই নোজ্ নাথিং। আই ডাজ নট্ সী হিজ ফেস্। আই রান এওয়ে। আই ডাজ্ নট সী।

[সার্জেণ্ট বাধতে থাকেন নীলমণিকে। হিতেন বাধা দেন।]

হিতেন—He is a friend, don't beat him.

[হিতেন সরিয়ে আনেন নীলমণিকে]

নীলমণি—আই রান্স্ এওয়ে। হাউ আই ক্যান সী। আই ডাজ নট সী !

হিতেন—থামুন না, মশাই, আমার সংগে ইংরেজি বলছেন কেন ?

সার্জেণ্ট—May be the other bloke knows.

হিতেন—ব্রজেন বাবু!

[ব্রজেনবাবু ঠক্ ঠক্ করে কাঁপেন]

ছেলেটা কে?

[ব্রজেনবাবু ডুকরে কেঁদে ওঠেন]

উইলমট সাহেবকে মারলে কে?

ব্রজেন—হিতেনবাবু, ভুবনডাঙার সর্বনাশ হয়ে গেল। বাঁচাতে পারলাম না। শান্তি রায়ের স্যাঙাৎরা আমাদের সর্বনাশ করে গেল!

হিতেন—ছেলেটাকে চেনেন?

ব্রজেন—হ্যাঁ, দাদা, সেটাই তো ট্রাজেডি। অমন ভাল ছেলেটা! অমন বাপের ছেলে—

হিতেন—কে? কার কথা বলছেন?

নীলমণি—আই ডাজ নট নো। আই ডাজ্ নট সী।

সার্জেণ্ট—সাইলেন্স্!

হিতেন—কে ছেলেটা?

ব্রজেন—যোগেন মাষ্টারের ছেলে অশোক চাটুয্যে। পয়োমুখ বিষকুম্ভ!

হিতেন—(অবাক) অশোক! যোগেনবাবুর ছেলে অশোক!

ব্রজেন—হ্যাঁ, একটু আগে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল! তখন কি জানি? হায় হায় ভুবনডাঙার সর্বনাশ হয়ে গেল।

[আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠল মঞ্চ। হিতেনবাবু বেরিয়ে যান সেপাই নিয়ে। চোবেরা ফিরে আসে। নূতন তিনজনকে বাঁধা হয় খুঁটির সংগে। বৃদ্ধা হঠাৎ চীৎকার করে ওঠেন।]

বৃদ্ধা—ওরে আমার শিবুরে! আমার পোলাটারে মাইরা ফেলছে! শিবু! শিবু!

[মৃতদেহ ধরে নাড়া দিতে থাকেন, যেন ঝাঁকুনি দিয়ে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনি]

পর্দা

দুই

ভুবনডাঙার জাহাজ-ঘাটার নাবিকরা, মাঝি-মাল্লারা, সারেং-টিণ্ডালরা আমোদ করে একটা বস্তিতে।

সেই বস্তিতে রাধারাণীর ঘর।

রাধা জগতের প্রাচীনতম ব্যবসায় লিপ্ত।

ঘরের প্রায় চারদিকেই চটের পর্দা টাঙানো, দরজায় জানলায়। নোংরা। তক্তপোষ আছে। নড়বড়ে টুল দুটো।

ঘরের মধ্যে অধ্যাপক দেবব্রত ঘোষ, জ্যোতির্ময়, কুমুদ, বিপিন এবং সিরাজুল ইসলাম আলোচনায় রত। একপাশে অশোক।

সকলেরই অপরিষ্কার পোশাক-আশাক। সিরাজুল স্পষ্টই একজন সারেং।

বাইরে থেকে মাঝে মাঝে উচ্চহাস্য ও মদ্যপানের গান ভেসে আসে।

সময় রাত্রি।

দেবব্রত—উইলমটের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতন। ওই জানালাটা খুললেই চোখে পড়ে কবরখানা। আর কবরখানায় আজ সারাদিন ধরে যা হয়েছে সেটা লক্ষনীয়। এই তল্লাটের যত কেষ্টবিষ্টু সাহেব সবাই জড়ো হয়েছিল এবং ঘণ্টা চারেক দাঁড়িয়েছিল বটগাছটার তলায়। এ থেকেই শান্তিদার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। সেই প্ল্যানটা আলোচনার জন্যে আজ আমরা এখানে জড়ো হয়েছি।

কুমুদ—কি প্ল্যান!

দেবব্রত—তার আগে সবাই একবার ভেবে নাও—এই প্ল্যানের গোপনীয়তা রক্ষা করতে জীবন দিতে প্রস্তুত আছ কিনা। সবাই জান দিয়ে এ প্ল্যানকে গোপন রাখবে?

বিপিন—এটা বলতি হবে?

দেবব্রত—শান্তিদার আদেশ— আগে জিগ্যেস করে নিতে হবে।

অনেকে—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

দেবব্রত—মুহূর্তের অসাবধানতায়ও একথা বার করা চলবে না—এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। প্ল্যানটা হচ্ছে--এ ঘর থেকে সুড়ংগ কেটে ঐ বটগাছটার তলা পর্যন্ত যেতে হবে। তাতে তিনমাস অসহ্য পরিশ্রম করতে হবে। পালা করে করে সুড়ংগ কাটতে হবে, দিনে রাত্রে। তারপর সুড়ংগ শেষ হলে—বোমার স্তূপ সাজাতে হবে কবরখানার তলায়। তারপর আরেকজনকে খতম করতে হবে। তাকে গোর দিতে আবার জমা হবে সবাই এস. পি., ডি. এস. পি., এ. এস. পি., জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আর্মস্ ইন্সপেক্টর, মায় ষ্টীমার কোম্পানীর এজেণ্টটি। আজ যেমন জড়ো হয়েছিল। তারপর—

[সবাই চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ]

দেবব্রত—এক আঘাতে এ এলাকার সব ক'টা শাসককে শেষ করার এই একটিই উপায়। চণ্ডীগ্রামের ডেনটা পুলিশের হাতে পড়ে গেছে। তারই জবাব দেয়া হবে এইভাবে। কি বলো তোমরা ?

জ্যোতির্ময়—প্রস্তাবটা কিঞ্চিৎ ওভার এমবিশাস্ হইছে।

কুমুদ—শান্তিদার প্ল্যান ঐ রকমই হয়। ওভার এমবিশাস্ না হলে শান্তিদা শান্তিদা হতেন না, হতেন জ্যোতির্ময় লাহিড়ী। আমার মত হচ্ছে—প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক্।

বিপিন—আমারও তাই মত।

জ্যোতির্ময়—হ, আমারো।

সিরাজুল—হইয়া যাউক।

[দেবব্রত অশোকের দিকে তাকান]

দেবব্রত—অশোক।

অশোক—সবাই যখন পক্ষে তখন প্রস্তাব গৃহীত হোলো। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত আপত্তি রইল।

কুমুদ—কিসের আপত্তি ? শান্তিদার হুকুম—

অশোক—Hero-worship is strongest where human life is cheapest! শান্তিদাকে কতখানি ভালবাসি তার প্রমান আগেও দিয়েছি। পরেও দেব। তা বলে আমার নিজের মত ঘোষণা করতে কে আমাকে বাধা দিতে পারে দেখতে চাই।

দেবব্রত—বলো। মত বলো। শান্তিদা তাই চান।

অশোক—এই হত্যাকাণ্ডের আবশ্যকতা কি ? প্রয়োজন কি ? উদ্দেশ্য কি ? একজন উইলমটকে মারলাম। তার জায়গায় আরেক পুলিশ সুপার আসবে। সে হবে উইলমটের চেয়েও হিংস্র, উন্মত্ত, নিষ্ঠুর। মেরে মেরে ইংরেজ রাজত্ব শেষ হবে ?

কুমুদ—একটা স্ফুলিংগ থেকেই অগ্নিকাণ্ড হয়। আমাদের পিস্তলের আগুন থেকেই পুরো দেশে দাবানল লেগে যাবে।

অশোক—অর্থাৎ আমরা এমনই অতিমানব যে আমাদের বীরত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশব্যাপী ভ্যাড়ার সামিল জনতা ক্ষেপে উঠে ঢুঁ মারতে সুরু করবে। মাপ করবেন, অমন ধৃষ্টতা আমার নেই।

দেবব্রত—চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতা অনেকটা তাই বটে। গণ জাগরণ তো হোলো না। মাঝখান থেকে—

[থেমে যান। কুমুদ তাঁর দিকে তাকায় রোষভরে]

কুমুদ—জনতা ভ্যাড়ার সামিল একথা আমি বলি নি, অশোকদাই বলেছে। আমি বলছি জনতা নেতৃত্ব চায়।

অশোক—সে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা রাখো তুমি ?

কুমুদ—আমি রাখি না, শান্তিদা রাখেন।

বিপিন—নিশ্চয়ই।

অশোক—মাষ্টারদা যেখানে পারেন নি, ভগৎ সিং যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন ? না, আমার মনে হয় শান্তিদাও পারেন না। কোনো লোক

একা পারেন না। জনতা নিজেই পারে সে কাজ করতে। নিজের সংগঠন সৃষ্টি করতে। লেনিন' বলেছেন—

[থেমে যায়। কুমুদ প্রায় গর্জে ওঠে]

কুমুদ—লেনিন বিদেশে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, আমরা সে পদ্ধতি নেব কেন ?

অশোক—নেব, কারণ—পরাধীনতা সব দেশেই এক—আফ্রিকায়, রাশিয়ায়, ভারতে। বিদেশী বর্জনকে অমন ridiculous limits-এ নিয়ে যেও না, কুমুদ, যে পিস্তলটা ব্যবহার করছ সেটাও বিদেশে তৈরী।

[সিরাজুল ও বিপিন হেসে ওঠে]

কুমুদ—আসলে অশোকদা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। উইলমট হত্যাটা হজম হয় নি এখনো।

অশোক—সেটা কোনো তর্ক হোলো না।

দেবব্রত—তাছাড়া কুমুদ, মানুষ মারতে দ্বিধা হওয়াটা লজ্জার বিষয় নয়।

অশোক—ভুল করছেন মাস্টারমশাই, মানুষ মারতে কোন দ্বিধা আমার হয় না। সাম্রাজ্যবাদী বদমাইশদের মানুষ বলেই গণ্য করি না আমি। আমার মনুষ্যত্ব জাহির করার জন্যে এতকথা বলছি না।

[উঠে জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়, অল্প একটু ফাঁক করে দেখে]

সিরাজুল—কি বলবার চাও খোলসা কইরা কও দেখি।

অশোক—বিপ্লবের জন্যে যদি মারতে হয়, মারব। প্রশ্ন হচ্ছে—এ পথে বিপ্লব আসবে কি ?

[একটু নীরবতা]

কুমুদ বলছে উইলমট হত্যা হজম হয় নি আমার। আমি বলছি—হয়েছে। মারবার আগে ভয় পেয়েছিলাম স্বীকার করছি—স্রেফ্ ধরা পড়ার ভয়, আর কিচ্ছু না। নিজের নিষ্ঠুরতায়, বিবেকহীনতায়

অবাক হয়ে গেছি। ট্রিগার টেপার পর থেকেই সে ভয়ও আর ছিল না। ছিল আরও দু'একটাকে মারার ইচ্ছে। আসল প্রশ্ন অন্যখানে—লোকে যদি না জেগে ওঠে তবে—তবে আমি, মাষ্টার মশাই,—জ্যোতির্ময়, সিরাজুল, বিপিন,—কুমুদ—শান্তিদা—কিসের জন্যে লড়ছি আমরা ?

[নীরবতা। রাধা আসে সংগে আবগারির লোক। সবাই মাতাল সেজে বসে—গান ধরে, অশোক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। আবগারির লোক এসে দেখে যায় ঘরটা]

আবগারি—চোলাই টোলাই নেই তাহলে ?

রাধা—আজ্ঞে না

[চলে যায়]

অশোক—বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করলাম। বলুন মাষ্টারমশাই।

কুমুদ—যে প্রস্তাব গৃহীত হোল অশোকদা সেটা কার্যে পরিণত করতে সাহায্য করবেন তো ?

সিরাজুল—ইটা কি কইলা, কুমুদ ? এঁ্যা ?

জ্যোতির্ময়—কুমুদদা অত্যন্ত ইম্‌পার্টিনেণ্ট হইয়া গেছে গা।

দেবব্রত—অশোকের ওপর শান্তিদার যে আস্থা, সে আমাদের কারুর ওপরে নেই, এটা মনে রেখো।

[কুমুদ মাথা নীচু করে].

সিরাজুলের ওপর ভার থাকবে এখানকার কাজ শেষ হলে আমাদের সবাইকে ষ্টীমারে করে পাচার করে দেয়া। পারবে ? গোয়ালন্দ পর্যন্ত।

সিরাজুল—পারুম। মাল্লাগো আর কইতে হইব না। শ্রমিক সম্প্রদায়রে দলে টানা দেখলাম অত্যন্ত সহজ। দুইখানা ইষ্টিমারের প্রায় প্রত্যেকটা মাল্লা, সারেং, টিণ্ডাল দলে আইছে—আর—

[রাধা ছুটে ঢোকে]

রাধা—কয়েকটা মাতাল !

[বেরিয়ে যায় আবার। সংগে সংগে অশোক চাদর মুড়ি দিয়ে তক্তপোষে শুয়ে পড়ে। বাকি সবাই মাতালের মতন এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। দেবব্রত শুয়ে পড়েন মেঝেতে। প্রায় সংগে সংগে দুজন মত্ত নাবিক প্রবেশ করে—রাধা তাদের বাধা দিচ্ছে।]

নাবিক (১)—ক্যান, বিবিজান, অন্দরে যাইতে দিবা না ক্যান? বুকের অন্দরে ঢুকছি আর মহলের অন্দরে যাইতে দিবা না ?

রাধা—এটা মানি মেহমানদের ঘর। যা ওখানে যা।

নাবিক (২)—মানী মেহমানরা তো কচুপোড়া গড়াগড়ি খায় দেখি—এঁ্যা ?

সিরাজুল—এ্যাই হালা ! কি চাই ?

নাবিক (১)—একটা শোওনের জায়গা খুঁজতে আছি !

সিরাজুল—যা, ইখানে নয়।

রাধা—শোওয়ার জায়গা চাও তো এতক্ষণ বলো নি কেন? ঐ যে ওদিকে।

নাবিক (২)—তোমারেও আসতে হইব। আসো। বিবিজান ! আসো !

রাধা—চলো বাপু, চলো। আর পারি না।

[নাবিকদের নিয়ে চলে যায় রাধা]

জ্যোতির্ময়—এই রাধাটা অত্যন্ত সুইট গার্ল। এরে শান্তিদা দলে টানলেন কেমনে ?

দেবব্রত—শান্তিদাকে ও পূজো করে। আর একটা অর্ডার আছে—অশোক, কোথায় আছ এখন ?

অশোক—সিরাজুলের ঘরে। ওর ভাই সেজে।

দেবব্রত—তাই থাকবে। বাড়ি যাবেনা। on no account ! বাড়ির ওপর নজর রেখেছে।

অশোক—বাড়িতে পুলিশ........ঢুকেছিল ?

দেবব্রত—হ্যাঁ। তবে সবাই ভাল আছেন। আমি রোজ খবর এনে দেব। তুমি এ বস্তি ছেড়ে বেরুবে না। দ্যাটস্ অল্। আগামী রবিবার এখানে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় আবার দেখা হবে। কোদাল বেলচা সব এসে যাবে। একজন একজন করে বাড়ি যাও।

অশোক—মাষ্টারমশাই, শান্তিদা এখন কোথায় ?

দেবব্রত—ভুবনডাঙায়।

জ্যোতির্ময়—ঠিকানা কি ?

দেবব্রত—[হাসেন] Five miles from no where ! মনে রেখো স্পাইতে শহর ভর্ত্তি।

[দেবব্রত চলে যান এদিক ওদিক দেখে নিয়ে]

সিরাজুল—কেমন দেখতে কেডা জানে ?

বিপিন—জেনে চারটে হাত বেরুবে ? ঘর যা।

সিরাজুল—হ্যাঁ যাই। অশোকদা মাথা ঢাইক্যা আইসো।

[সিরাজুল চলে যায়। কুমুদ অশোকের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।]

কুমুদ—অশোকদা, কিছু মনে করো না ভাই।

অশোক—পাগল হলি নাকি ?

কুমুদ—বৌদিকে দেখতে ইচ্ছে করে বুঝি ?

[অশোক হাসে]

অশোক—তা করে বইকি। তবে সেটা গৌণ।

জ্যোতির্ময়—রোমিও এণ্ড জুলিয়েট যে অতীব সুখাদ্য ড্রামা তার মূর্তিমান প্রমাণ—মানে প্রুফ্ আর কি—হইতেছেন এই কুমুদ মুখার্জী।

কুমুদ—তার মানে ?

জ্যোতির্ময়—ইউ হ্যাভ্ বিন কট্। ধরা পড়ছ। এবং প্রাণে প্রেম জাগরণের কারণে হে প্রতি বিষয়েই নারী কল্পনা করে।

কুমুদ—কি ? বলো কি পাগলের মতন ?

জ্যোতির্ময়—তোমার হেই দিক নাই হোই দিক আছে। মায়ের নাম পোঁটাচুন্নি, পোলার নাম চন্দনবিলাস। একখানা লেটার আমার হাতে আইছে।

কুমুদ—কি লেটার ?

[জ্যোতির্ময় চিঠি বার করে]

ওকি ? কোত্থেকে পেলে ?

জ্যোতির্ময়—বইয়ের মধ্যে লেটার রাখার হ্যাবিট ত্যাগ করা লাগে। আমারে ডি-ভ্যালেরার বক্তৃতামালা পড়তে দিছিলা। তার পেজ হাণ্ড্রেড এণ্ড্ ফর্টি টুতে দেখি এই প্রেমপত্র।

কুমুদ—পরের চিঠি পড়ো, তুমি তো আচ্ছা ছোটলোক, জ্যোতিদা।

জ্যোতির্ময়—কও, কানে দিছি কটন! এমন লিটারেচার পাঠের আনন্দে সকলই টলারেট করুন।

কুমুদ—চিঠি দাও।

অশোক—দিয়ে দাও, জ্যোতির্ময়।

জ্যোতির্ময়—লেখিকার নাম দেবযানী দাশগুপ্তা।

[চমকে উঠে অশোক ও বিপিন]

বিপিন—এ্যাঃ! বলো কি ? নিস্পেকটর হিতেন দাসগুপ্তের মেয়ে ?

জ্যোতির্ময়—কিউপিড—মানে বিলাতি মদনদেব—শুনি ব্লাইণ্ড।

অশোক—কুমুদ, একি করেছ !

কুমুদ—ছোটবেলা থেকে আমাদের ভাব।

অশোক—ও পুলিশের মেয়ে। অন্যমনস্কভাবেও যদি একটা কথা বেরিয়ে যায়—

[ফেটে পড়ে কুমুদ]

কুমুদ—সে আমি জানি—জানি আমাকে তার বিপ্লব শেখাতে হবে না। সব জানি আমি। মাসের পর মাস দেবযানীর সংগে দেখা করি না আমি।

জ্যোতির্ময়—সেই বিরহের কথা পুলিশের ডটার লিখছে এই চিঠিতে।

কুমুদ—প্রতি মুহূর্তে নিজের হাতে আমার বুক পুড়িয়ে ছাই করে দিই নি? এক কথায় দেবযানীকে জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিই নি? আজ তোমাদের কাছ থেকে শিখতে হবে না যে পুলিশের মেয়েকে ভালবাসা অপরাধ।

[একটু নীরবতা]

বিপ্লবীর যে ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই, তা আমি জানি। চিঠিটা দাও।

জ্যোতির্ময়—রিপ্লাই লিইখ্যো না!

[চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে কুমুদ। ম্লান হাসে]

কুমুদ—দেবযানী বড় সুন্দর দেখতে।

[তারপর বেরিয়ে যায় সে। একটু নীরবতা]

জ্যোতির্ময়—পোলাটা হার্ট' হইছে।

বিপিন—তবু এসব ব্যাপারে ঝুঁকি নেব কেমনে? যদি প্রেম করতি চায়তো এ লাইনে আসে কেন?

অশোক—শান্তিদা যেই হোন, প্রতি দিন অন্তহীন দায়িত্ব জমছে তাঁর মাথার ওপর। কারুর প্রেম, কারুর ঘরবাড়ি, কারুর প্রাণ প্রতিটির ভার বইছে একটা লোক। অদৃশ্য, শান্ত অমানুষিক একটা মানুষ। মাঝে মাঝে সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে জ্যোতির্ময়। মনে হয়—কি তাঁর অধিকার এতগুলো জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার।

বিপিন—এইসব বাজে কথাবার্তা! শান্তি রায় তার নিজের জান্য করতেছেন না কিছুই। তোমার স্বাধীনতা, আমার জমি, কুমুদের প্রেম, জ্যোতির্ময়ের পড়াশোনা—সব কিচ্ছুরে মুক্ত করতি, বড় করতি তাঁর সাধনা। এইসব কথা নিমকহারামি।

[বিপিন চলে যায়]

অশোক—বিপিন আমার কথাটা বুঝলো না। in fact, লক্ষ্য করছি, আজকাল কেউই আমার কথা বুঝতে পারছে না।

জ্যোতির্ময়—সময়ের আগে বর্ন্ হইয়া আমাগো হইছে ট্রাব্‌ল্। পস্টেরিটি বুঝব।

[রাধা আসে কেটলিতে চা নিয়ে]

রাধা—একি? সবাই চলে গেছেন?

জ্যোতির্ময়—না, আমরা আছি। দাও। টী! পরিশ্রমের পর টী খাইতে বড় ভাল। বাইচ্যা থাকো।

অশোক—তোমার খদ্দেররা গেছে?

রাধা—[হেসে] হ্যাঁ।

জ্যোতির্ময়—তুমি আশ্চর্য মাইয়া। ইংলণ্ডের নারীরত্ন সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট আর ভুবনভাঙার রাধারাণী দেবী স্বাধীনতা যুদ্ধের ভ্যানগার্ড। ত্থাও, আর একটু টী।

অশোক—তোমার ঘরে যে কাণ্ডকারখানা শুরু হবে রবিবার থেকে, খবর রাখো—?

রাধা—[ঘাড় নেড়ে] হ্যাঁ—।

জ্যোতির্ময়—হাউ? কেমনে?

রাধা—শান্তিদা বলেছেন।

অশোক—[স্তম্ভিত] শান্তিদা। কবে?

রাধা—আজ সকালে।

অশোক—তুমি শান্তিদাকে চেন?

রাধা—হ্যাঁ—। অনেকদিন থেকে।

জ্যোতির্ময়—বোঝো। আমাদের দেখা দেন না, আর এক প্রষ্টিটিউট্রে কৃপা করেন। কও দেখি কেমন চেহারা?

রাধা—বলতে মানা আছে—।

অশোক—নাও, ঝামা ঘষে দিয়েছে মুখে।

জ্যোতির্ময়—আমি অত্যন্ত ইনশাল্‌টেড্‌ হইলাম।

অশোক—রাধা শান্তিদার সংগে তোমার কদ্দিনের আলাপ?

রাধা—বছর খানেক।

অশোক—তুমি শান্তিদাকে ভালবাস, না?

[রাধা অবাক হয়ে তাকায়]

রাধা—ভালবাসা—মানে?

জ্যোতির্ময়—জিগায় তুমি তার লগে প্রেম করো কিনা?

রাধা—[জিভ কেটে] ছি।

জ্যোতির্ময়—ক্যান্‌? ছি ক্যান্‌? হোয়াই ছি? তোমার লগে প্রেম করতে পাইলে—শান্তিদাও প্রাউড হইব।

রাধা—একটা আগুন, একটা হাউইয়ের সংগে প্রেম করতে পারে কেউ?

[দুজন বিপ্লবী চুপ করে যায়]

আমার বাবা আন্দামান গিয়েছিলেন। ফেরেন নি। দশ বছর বয়স থেকে আমি স্বপ্ন দেখেছি শান্তিদার মতন—কেউ আসবে। লজ্জা ঘোচাবে। বাঁচবার অধিকার দেবে। তারপর—সে এল।

[নীরবতা]

সূর্য সেন ধরা পড়েন নি এখনো, না?

জ্যোতির্ময়—না। কল্পনা দত্তরে ধরছে, প্রীতি হুদ্দাদাররে মারছে।

রাধা—মেয়ে?

অশোক—হ্যাঁ, জানতে না?

রাধা—না। মেয়েরাও—মানে ওরাও—

[থেমে যায়]

অশোক—রাধা, তোমার ভয় করে না?

রাধা—করে। রাত্রে। যেদিন একা শুতে হয়। ঘামে সারা গা ভিজে যায়। আচ্ছা, ঐ যে মেয়েদের নাম করলেন—ওরা, ওরা গুলি চালায়? বন্দুক ধরে?

অশোক—নিশ্চয়ই।

রাধা—ওদের ভয় করে না, না ?

অশোক—করে হয়তো—। রাত্রে। ঘামে গা ভিজে যায়।

[একটু চুপ করে থাকে রাধা]

রাধা—পুলিশ ধরলে নাকি ছুঁচ ফুটিয়ে দেয়, জলে ডুবিয়ে দম আটকে দেয় ?

[অশোক জবাব দেয় না]

জ্যোতির্ময়—কিছু কিছু এক্‌সেস করে, তবে সিরিয়াস কিছু না।

[রাধা উঠে পড়ে]

রাধা—শান্তিদাকে দেখলে মনে জোর পাই—। আমি ওঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি—। কিছু খাবেন আপনারা ?

জ্যোতির্ময়—নো—

[রাধা চলে যায়।]

পুয়োর কিড—।

অশোক—ঐ যে বললাম—শান্তিদার দায়িত্ব ক্রমেই জমে উঠছে—। বেশ ছিল এরা ভুবনডাঙার নিশ্চল শান্তিকে আশ্রয় করে। হঠাৎ আমরা এসে পড়ে সে শান্তি তছ্‌নছ্‌ করে এদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছি—।

জ্যোতির্ময়—ভগবানরে ডাক্ অশোক, প্রে টু গড—। শান্তিদারে তিনি ষ্ট্রেংথ্ দেন—।

অশোক—ভগবান মানি না। জ্যোতির্ময়, তুমি পূজো করো ?

জ্যোতির্ময়—হ, এভ্‌রি ডে—।

অশোক—তারপর আবার জামার তলায় রিভলভার নিয়ে খুন করতে যাও ?

জ্যোতির্ময়—হ—।

অশোক—ভগবান তাতে খুশী হন ?

জ্যোতির্ময়—ধর্ম আর বিপ্লব যে কনট্রাডিক্টরি কেডা কইল ? ধর্ম-সংস্থাপনায় তিনি নিজেই আবির্ভূত হইতেন, আমরা প্রক্সি দিতে আছি মাত্র—।

[অশোক হাসে]

এইবার কও দেখি কি তোমার বক্তব্য, হোয়াট্ ইউ উইশ টু সে।

অশোক—জানি না। আই অ্যাম্ রেস্ট্লেস্।

জ্যোতির্ময়—কিসের লাইগ্যা ?

অশোক—একটা পথ, একটা আলোর জন্যে। হয়তো রাধার মতন শান্তিদাকে দেখতে পেলে ভাল হোতো—। বাট দেয়ার এগেন—সেটা ব্যক্তিপূজার কথা হয়ে গেল।—যাকে আমি ঘৃণা করি। একটা কাগজ বেরিয়েছে কলকাতায় লাঙল বোধহয় নাম—নজরুল ইসলাম তার সম্পাদক। কাগজটা পাওয়া যায় ?

জ্যোতির্ময়—ইম্পসিব্ল্।

অশোক—দুটো লেনিন, একটা ডি-ভ্যালেরা আর কয়েক কপি ছেঁড়া নির্বাসিতের আত্মকথা। মরে গেলাম ভাই। মন—শুকিয়ে যাচ্ছে—। উই আর অলরেডি ইন্ প্রিজন। চলো, ঘরে যাই—।

[দুজনে বেরিয়ে যায়। দূরাগত ষ্টিমারের হুইসিল আরেকটি বলিষ্ঠতর জগতের আহ্বান বয়ে আনে।]

পর্দা

তিন

ইন্‌টেলেকচুয়াল বলতে যা বোঝায় অশোকের পিতা প্রাক্তন শিক্ষক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সে রকম দেখতে নন।

বৃদ্ধ, অথর্ব, অকালে বুড়িয়ে গেছেন।

পাশে শচী বসে লিখছে। আলো জ্বলছে।

যোগেন—বিষ্ণুপুরে প্রাপ্ত টেরা কটা-র সময় নির্ধারণ করা দুরূহ। ক্লিণ্ডার্স পেটি-র পদ্ধতি প্রয়োগ করিলে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ বলিয়া অনুমান হয়। এদিকে প্রাচীন বিষ্ণুপুরের স্তরভেদ বিবেচনা করিলে ১১৭০-এর পূর্বে মৃৎশিল্পের উৎকর্ষ আশা করা যায় না—। অতএব দুইটি মিলাইয়া দেখিলে শাওনি টেরা-কটা-গুলির সৃষ্টিকাল ১১৭০ হইতে ১২০০-র মধ্যে ধরা যাইতে পারে। নাঃ, চোখ দুটো এবার যাবে বোধ হয়।

শচী—এখন আর কাজ নয়, শুয়ে থাকুন।

যোগেন—কদ্দিন হোলো, মা?

শচী—দু'মাস।

যোগেন—দু'মাস সধবার একাদশী পালন করছ—। অশোকটা কুলাংগার। কথা নেই, বার্তা নেই ঘূর্ণিবাত্যা বইয়ে দিল।

[বংগবাসী দেবী প্রবেশ করেন—সুঠাম, বলিষ্ঠ দেহ, চুলে পাক ধরেছে, মন সতেজ]

বংগবাসী—খাবে এখন?

যোগেন—না গো, একটু পরে।

বংগবাসী—শচী, কাপড় ছেড়ে এস, চুল বেঁধে দিই।

[শচী তৎক্ষণাৎ ধড়মড় করে উঠে পড়ে]

গা ধোবে না, শীত পড়েছে।

[শচী বেরিয়ে যায়। বংগবাসী টেবিল ল্যাম্পের আলোয় সেলাই করতে বসেন]

যোগেন—ঐ বইটা দাও তো।

বংগবাসী—এখন আর পড়ে না—। সন্ধ্যের পর এক লাইনও লেখাপড়া চলবে না।

যোগেন—তবে কি নিয়ে থাকব ?

বংগবাসী—চোখ বুঁজে থাক—।

যোগেন—এ্যাদ্দিন হয়ে গেল, তবু ঘরটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগে—।

[বংগবাসী জবাব দেন না]

যোগেন—আচ্ছা, কাউকে কিছু না বলে অমন একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া অশোকের উচিত হয়েছে ?

বংগবাসী—কেন ? তোমার ছেলে বড় হয়েছে,—নিজের ইচ্ছা মত কাজ করার অধিকার আছে—।

যোগেন—তবু মনে হয় আমরা কি এত পর যে একবার আলোচনা করা চলল না ?

বংগবাসী—এ সব কথা আলোচনা করা যায় না। ওদেরও আইন-শৃঙ্খলা আছে—।

যোগেন—তাই তো বলছি—। যাদের বুকে মুখ-রেখে পঁচিশ বছর কাটালো তাদের চেয়ে আপন আজ ওর দলের নেতারা।

বংগবাসী—ঐ রকম হয়। সেটা মেনে নিতে—শেখো, নইলে সারা জীবনে আর সুখ নেই।

যোগেন—তুমি বলবে ও দেশের ডাক শুনেছে—। আমি বলব—ওর আর একটু বিবেচনা করা উচিত ছিল—। দেশের চেয়েও বড় ডাক

আছে। জ্ঞানের। আমি যে বই লিখছি সেটা ওর শেষ হতে দেয়া উচিত ছিল। এ বই দেশের সামনে নূতন জ্ঞানের দরজা-খুলে দেবে—।

বংগবাসী—যে দেশের স্বাধীনতা নেই সে-দেশ, জ্ঞান দিয়ে কি করবে ?

যোগেন—জানি, জানি কি বলবে। চিরাচরিত কতকগুলি বক্তৃতা। তবু বলব—কিছু-লোক আছে যাদের বিপ্লবে যোগদান থেকে রেহাই পাওয়া উচিত—। তারা বৃহত্তর স্বার্থে বৃহত্তর কাজে নিযুক্ত। সবাইকেই যদি একই অমোঘ নিয়মে, একই জগন্নাথের রথের ধাক্কায় ময়দানে নেমে আসতে হয়, তবে সে বিপ্লব অন্ধ দেবতা—।

বংগবাসী—না, এ যুদ্ধ থেকে কারুর মুক্তি নেই। আমি অশোকের মা, আমি বলছি অশোক যদি ধরা পড়ে, ফাঁসীতে ঝোলে তবু আমার ততটা দুঃখ হবে না যা হোতো ও ক্লীব হয়ে ঘরে বসে থাকলে। লেখক-টেখক কারুর নিস্তার আছে বলে আমার মনে হয় না। তোমার পেন্‌শন বন্ধ করেছে ওরা,—খেতে পাই না পেটভরে—তবু বলব বেশ হয়েছে। অশোক চাটুয্যের পরিবার আমরা—আমাদের এ-সইতেই হবে।

[কড়া নড়ে ওঠে]

যোগেন—নিশ্চয়ই নীলমণি। গুপ্তচর। রোজ সন্ধ্যেবেলা হানা দিচ্ছে। খুব সাবধান একটা বেফাঁশ কথা—

[বংগবাসী দরজা খোলেন]

বংগবাসী—আসুন নীলমণিবাবু।

[নীলমণি প্রবেশ করেন]

নীলমণি—সিপাইটা এখনো রয়েছে দেখছি।

যোগেন—কি ?

নীলমণি—রাস্তার ওধারে গাছের তলায় পুলিশের লোকটা। তিনদিন ধরে দেখছি। অ—সভ্য।

[বংগবাসী চলে যান]

আছেন কেমন ?

যোগেন—ভাল।

নীলমণি—বউমা, বাচ্চা ?

যোগেন—ভাল।

নীলমণি—অর্থাভাব কি খুবই শোচনীয় অবস্থা ধারণ করেছে ?

যোগেন—হ্যাঁ।

নীলমণি—[গলা নামিয়ে] অশোকের কোনো খবর পেলেন ?

যোগেন—না। আর পেলেও বলব মনে করেছেন ?

[কাষ্ঠহাসি হাসেন নীলমণি]

নীলমণি—অশোক কিছু টাকা পেত আমার কাছে। বই কিনেছিলাম কিছু।

যোগেন—রেখে যান।

[নীলমণি টাকা ভরা খাম রাখলেন টেবিলে। বংগবাসী আসেন চা নিয়ে।]

নীলমণি—আহা বড় ভাল ছিল ছেলেটা।

বংগবাসী—এমন ভাবে কথা বলছেন যেন অশোক মারা গেছে।

নীলমণি—না, না, ছিঃ!

বংগবাসী—এটা কিসের খাম ?

নীলমণি—টাকা পেত অশোক।

বংগবাসী—সেতো পরশু দিয়ে গেছেন।

নীলমণি—কিছু বাকি ছিল।

বংগবাসী—না, বাকি ছিল না। কেন মিছে কথা বলছেন ?

নীলমণি—না, মানে, এমন ভাবে—

বংগবাসী—তুলে নিন ওটা।

[নীলমণি—টাকা পকেটস্থ করেন অত্যন্ত দ্রুত]

কেন টাকা দিয়ে যান আমরা বুঝি। একেবারে ঘাস খাই না।

যোগেন—আঃ, কি হচ্ছে ?

বংগবাসী—না, আজ বলতেই হবে সব। আপনার ধারণা টাকা দিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ঐ ভাবুক আপনভোলা লোকটাকে দালালে পরিণত করবেন।

নীলমণি—না, না, একি বলছেন ? যাঃ! আপনাদের ছেলে ওদের দলে চলে গেছে। ওদেরকে ধরিয়ে দেবেন এ আশা কি করে করব ?

বংগবাসী—টাকা সব পারে। অভাবে সব করে। আমাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিচ্ছেন আপনি। এরপর একদিন বলবেন—অশোককে ছেড়ে দেবেন কিন্তু শান্তিরায়কে ধরিয়ে দিতে হবে। ততক্ষণে আমরা কেনা গেলাম হয়ে গেছি—তাই হয়তো করে বসব।

যোগেন—আরো কি মনে হয় জানেন নীলমণিবাবু ? আপনি নিজের বিবেকের জ্বালায় আমাদের সাহায্য করেন।

নীলমণি—উনি আমার ভবিষ্যত বাতলাচ্ছেন, আপনি আমার বিবেক সুদ্ধ দেখে ফেলেছেন—কি অপরাধ করলাম বুঝতে পারছি নাতো !

যোগেন—কেন আর নিজেকে বঞ্চনা করছেন ? অশোককে কে আইডেন্টিফাই করেছে আমরা জানি।

নীলমণি—আমি না, ব্রজেনবাবু স্বয়ং।

যোগেন—ঐ একই কথা। আপনারা সবাই ব্রজেনবাবুর দলের লোক।

বংগবাসী—আপনার টাকা কি করে উপায় করেছেন সব আমাদের জানা আছে। ও ছুঁলে পাপ হয়।

[নীলমণি ওঠেন]

চা খেয়ে যান।

নীলমণি—আজ্ঞে না, গণ্ডারের চামড়া নয় আমার।

বংগবাসী—তাই নাকি? তবে আর একটা কথা মনে রাখবেন—এ বাড়িতে আর আসবেন না। পুলিশকে গিয়ে বলুন—এই একটা জায়গায় আপনার হার হয়েছে। একটা কথা বার করতে পারেন নি।

[দরজা খুলে দাঁড়ান বংগবাসী। নীলমণি দরজা পর্যন্ত যান।]

নীলমণি—কাজটা ভাল করলেন না।

যোগেন—ভয় দেখাচ্ছেন?

নীলমণি—টাকাটা রাখলে পারতেন।

বংগবাসী—দয়া করে চলে যান, ওখানটা গোবরজল দিয়ে ধুতে হবে।

[নীলমণি প্রায় পলায়ন করেন]

যোগেন—আমিও কতকগুলো কথা বলে ফেললাম। জীবনে ভাবি নি কারুর সংগে অভদ্রতা করতে পারব।

বংগবাসী—অশোকও কখনো ভাবে নি কাউকে প্রাণে মারতে পারবে।

[শচী আসে ফিতে, চিরুণী নিয়ে। বংগবাসী চুল বেঁধে দিচ্ছেন।]

যোগেন—পুতুল ঘুমিয়েছে?

শচী—হ্যাঁ।

যোগেন—বাপের জন্য কাঁদে?

শচী—কাঁদত। এখন আর কাঁদে না।

যোগেন—আর তুমি?

[শচী কথা বলে না]

বংগবাসী—কেঁদে চোখ ফোলাতো, ধমক খেয়ে খেয়ে থেমেছে।

শচী—আজকে রাস্তায় দেখি কয়েকটা ছেলে খেলছে। একজন সেজেছে শান্তি রায়, একজন আপনাদের ছেলে, আর বাকি সবাই পুলিশ। বাঁশের টুকরো দিয়ে পিস্তল তৈরী করে খুব গুলি চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দেখলাম পুলিশ সব পড়ে মরে গেল। আর শান্তি রায়রা পালিয়ে গেল ষ্টিমারে চড়ে।

যোগেন—হুঁ। কবে যে ঘরের ছেলে ঘরে আসবে ?

বংগবাসী—কেন আসবে ? ঐ নীলমণিদের হাতে পড়তে ? চলো, খেতে চলো।

out through R. C.

[সবাই খেতে যান। আলোটা নিয়ে যান ওঁরা। অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের পেছনে একটা ছোট জানলা খুলে যায়—একটা ছায়ামূর্তি ঢোকে ঘরে, আপাদমস্তক ঢাকা। সে হাঁপাচ্ছে। এমন সময়ে শচী ফিরে আসে।—যোগেনবাবু চশমাটা নিয়ে চলে যাচ্ছিল।]

ছায়ামূর্তি—শচী।

[চমকে ওঠে শচী। অশোক এগিয়ে আসে—হাতদিয়ে চেপে ধরে শচীর মুখ।]

আমি, আমি ! চীৎকার কোরো না, একটা কথা নয়।

[শচী জড়িয়ে ধরে স্বামীকে, বুকে মাথা রেখে কাঁদতে থাকে। তার গায়ে হাত বুলোয় অশোক]

ছায়ামূর্তি—একি ? কাঁদছ ? তোমাকে দেখে আমি কোথায় শক্ত হবো—না ভেঙে পড়ছ এভাবে।

শচী—দু-মাস। দুটো পুরো মাস। তোমাদের রাজনীতি বুঝি না, কিন্তু যে রাজনীতি তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে তাকে আমি মানব না, মানতে পারব না।

[ও ঘর থেকে বংগবাসীর কথা ভেসে আসে]

বংগবাসী—শচী, চশমা পেলি না ?

শচী—আসছি মা।—তুমি এখানে কেন? ধরা পড়ার ভয়ও নেই?

অশোক—থাকতে পারলাম না। ভাবলাম একবার দেখা করতেই হবে, যে করে হোক। এরপর যা ঘটবে আরো ভীষণ, আরো ভয়ংকর। আর হয়তো দেখাই হবে না। তাই—একবার চোখের দেখা দেখতেই হবে। এখানে আসতে বারণ করেছে শান্তিদা। তবু আসতে হোলো। পুতুল ঘুমিয়ে আছে, না?

শচী—ডাকছি দাঁড়াও।

অশোক—সেতার শিখছ?

শচী—শেখাবে কে? তবে তোমার সেতারটা সারিয়ে নতুন তার বেঁধে রেখেছি।

[শচী ছুটে চলে যায়। অশোক চট করে জানালাটা বন্ধ করে দেয়। প্রথমে আসেন বংগবাসী ল্যাম্প নিয়ে। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখেন—তারপর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেন অশোককে। ল্যাম্পটা তুলে দেখেন সন্তানের মুখ]

বংগবাসী—ভাল আছিস তো? অসুখ-বিসুখ করে নি তো?

অশোক—না, একটুও না।

বংগবাসী—তোর আবার যা চট্ করে ঠাণ্ডা লেগে যায়।

[প্রাণপণে চোখের জল ঠেকান মা]

মাফ্‌লার ছাড়া বেরিয়েছিস কেন?

[অশোক হাসে। মা কেঁদে ফেলেন। যোগেন আসেন, শচীর সংগে। অশোক প্রণাম করে]

যোগেন—You have made me so proud, my boy! চশমাটা আবার—

[শচী চশমা এনে দেয়—যোগেন সেটা পরে ছেলের মুখ দেখেন]

You look older, more handsome, more beautiful!

[শচী পুতুলকে নিয়ে আসে—তাকে কোলে তুলে নেয় অশোক]

অশোক—একি ? ভুঁড়ি হয়ে গেছে তোর ?

পুতুল—বাবা, এদ্দিন কোথায় ছিলে ?

অশোক—শ্বশুর বাড়ি।

পুতুল—আমাকে একটা পিস্তল দেবে ?

যোগেন—এই খেয়েছে! এখন থেকে কল্পনা স্ত হবার সাধ।

পুতুল—না, আমি খেলব।

যোগেন—শোনো গো, তোমার নাতনির কথা শোনো।

বংগবাসী—খেয়েছিস ?

অশোক—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এক্ষুনি চলে যেতে হবে।

যোগেন—দরজায় স্পাই দাঁড়িয়ে সব সময়ে।

অশোক—মাঠ ভেঙে খিড়কি দিয়ে এসেছি। ওখান দিয়েই হাওয়া হয়ে যাব। কেউ জানতেও পারবে না। বাবার বইয়ের চতুর্দশ অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে শুনে এত ভাল লাগল!

যোগেন—কোত্থেকে শুনলি !!

অশোক—সব জানি। শচীর যে মাঝে দাঁত ব্যথা হয়েছিল তাও জানি

শচী—কেমন করে জানলে ?

অশোক—রোজ রাত্রে শান্তিদার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসেন মাষ্টারমশাই।

যোগেন—শান্তি রায় কি সর্বভূতে বিরাজমান ?

শচী—শান্তি রায় কেমন দেখতে ?

অশোক—সত্যি কথা বলব ? এখনো চোখে দেখি নি।

বংগবাসী—জানি, জানি, বলা বারণ।

অশোক—না, মা, সত্যি বলছি।

যোগেন—কোথায় আছিস এখন ?

বংগবাসী—ওসব কি কথা ? দু'দণ্ড ঘরের কথা কও না বাপু।

[বংগবাসী বেরিয়ে যান] R. C.

পুতুল—বাবা, আমার জন্যে কি এনেছ ?

অশোক—আনব, আনব। কি চাস্ ?

পুতুল—পুঁতির হার চাই।

অশোক—কি রং ?

পুতুল—নীল। না, লাল।

অশোক—বেশ।

পুতুল—কখন আনবে ?

অশোক—এর পরের বার যখন আসব।

যোগেন—কংগ্রেস-এর অহিংস সংগ্রামের রেজলিউশন পড়েছিস ?

অশোক—হাঁা।

যোগেন—কি মনে হয় ?

অশোক—betrayal ! বিশ্বাসঘাতকতা। আমাদের লড়াইয়ে ঠেলে দিয়ে পেছন থেকে হঠাৎ—non-violence ! দক্ষিণ-পন্থীরা ক্ষমতা দখল করেছে, বাবা। ওরা চায় আমরা ধরা পড়ি। কোনো কোনো জেলায় ওরা সরাসরি পুলিশকে সাহায্য করছে।

[মা আসেন বাটি নিয়ে]

যোগেন—কিন্তু গান্ধীজী ! বলতে চান—

বংগবাসী—থামো দিকি, সব সময়ে বড় বড় কথা।

যোগেন—I am learning from son ! রাজনীতি শিখছি ছেলের কাছে।

অশোক—এটা কি এনেছ ?

বংগবাসী—পায়েস। খেয়ে ফেল্ চট করে।

অশোক—আরে, আমি খেয়ে এসেছি।

বংগবাসী—খা বলছি।

[অশোক বাটি নেয়। ঠিক সেই সময়ে প্রচণ্ড করাঘাতে দরজা কেঁপে ওঠে। একলাফে অশোক জানালার কাছে গিয়ে পড়ে। ফাঁক করেই আবার বন্ধ করে দেয়।]

অশোক—ঘিরে ফেলেছে !

[কি করবে কেউ ভেবে পায় না। বাইরে করাঘাতের বদলে এবার দরজা ভাঙার বিষম শব্দ শুরু হয়। নেপথ্যে—হিতেনবাবুর গলা শোনা যায়]—

হিতেন—দরজা খুলুন ! নইলে ভেঙে ফেলব ! অশোকবাবু সারেণ্ডার করুন।

[শচী পুতুলকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করে। অশোক রিভলবার বার করে। বংগবাসীদেবী হঠাৎ একটা দেয়াল আলমারি খুলে অশোককে তার মধ্যে ঠেলে দেন—। (R. up)—তারপর দরজা খোলেন।]

বংগবাসী—মাঝরাত্রে কিসের এই হট্টগোল ? কি চাই ?

[হিতেনবাবু তাঁকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে যান ঘরে, সংগে সেপাইরা]

পরের বাড়িতে না ডাকতে এমন করে ঢুকে পড়েন ?

হিতেন—(সেপাইদের) ঃ সার্চ করো।

[সেপাইরা অন্দরে চলে যায়]

যোগেন—কি হয়েছে ? বহুবার তো সার্চ করেছেন, আবার কি চাই ?

হিতেন—যোগেনবাবু, আপনি স্কলার, সাত্বিক লোক। মিথ্যা কথা আপনাকে মানায় না। মিথ্যে কথা বলার জন্যে যে সপ্রতিভ ভাব প্রয়োজন, আপনার তা নেই। অতএব দয়া করে ঝামেলা বাড়াবেন না।

বংগবাসী—তা, রাতদুপুরে বাড়িতে ডাকাত পড়লে গৃহস্বামীকে বাধ্য হয়েই কথা বলতে হয়।

হিতেন—অশোকবাবু কোথায় ?

বংগবাসী—অশোক ? মানে আমার ছেলে ?

হিতেন—হ্যাঁ। আপনার ছেলে।

বংগবাসী—এত রাত্রে এসব রসিকতার অর্থ ?

[নেপথ্যে ঝন্ ঝন্ করে থালাবাসন পড়ে যাওয়ার শব্দ হয়]

আর ওই জিনিসগুলো ওভাবে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলার কোনো প্রয়োজন আছে কি ?

হিতেন—আমার সেপাইরা একটু কঠোর প্রকৃতির লোক। ধরতে বললে বেঁধে আনে। কিছু মনে করবেন না। এখানে পায়েস কেন ?

বংগবাসী—উনি খাবেন মনে করেছিলেন, অতিথি-সৎকারের জন্য নয়।

হিতেন—সে তো বুঝতেই পাচ্ছি।

[ঘরময় হেঁটে বেড়ান হিতেনবাবু; যোগেন, বংগবাসী, শচী ও পুতুল তাঁকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। সেপাইরা ফিরে এসে জানায়—]

সেপাই—বহাঁ কোই নহি হ্যায়।

হিতেন—কোথায় লুকোলেন ওঁকে বলে ফেলুন না।

বংগবাসী—কাকে তাইতো বুঝতে পারছি না।

হিতেন—যিনি জানলা দিয়ে ঢুকেছিলেন—যিনি কাদামাখা স্যাণ্ডালের দাগ রেখে গেছেন এইখানটায়।

[সবাই চমকে ওঠে]

এখনো কি অম্লান বদনে সবাই মিথ্যে কথা বলবেন ? [চীৎকার] যোগেনবাবু, ভাল চান তো এই মুহূর্তে আপনার ছেলেকে হ্যাণ্ড ওভার করুন।

যোগেন—[রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ান] আমি এই বাড়ির মালিক। যদি কোনো আইন এখনো থাকে এদেশে, তবে এক্ষুনি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

হিতেন—খুনের আসামীকে লুকিয়ে রাখবেন এমন কোনো আইন এদেশে নেই। আমরা সার্চ করব।

যোগেন—সার্চ ওয়ারেণ্ট কই ?

হিতেন—সে সব পরে হবে।

[আরেকবার মেঝের ওপর দৃষ্টি রেখে হিতেন ঘরটা পর্যবেক্ষণ করেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ে পুতুলের ওপর।]

খুকী, এদিকে এস তো।

[ভয়ে শচী পুতুলকে জড়িয়ে ধরতে চায়—কিন্তু একজন সেপাই এগিয়ে আসতে সে ছেড়ে দেয়। মৃদু পদক্ষেপে পুতুল কাছে আসে]

এস না, কোনো ভয় নেই। কি নাম তোমার ?

পুতুল—শ্রীমতী গোপা চট্টোপাধ্যায়।

হিতেন—বাঃ, সুন্দর নাম। মিষ্টি নাম। এটা কি বলো তো ?

পুতুল—ঘড়ি।

হিতেন—হ্যাঁ। শোনো, টক্ টক্ টক্ টক্ ! নেবে এটা ?

পুতুল—হ্যাঁ।

হিতেন—আচ্ছা, পুতুল, তুমি তোমার বাবাকে ভালবাস ?

পুতুল—হ্যাঁ। বাবা আমাকে পুঁতির মালা দেবে ?

হিতেন—কবে দেবে ?

পুতুল—এর পরে যখন আসবে।

হিতেন—বাবা কোথায় ?

পুতুল—ঐ যে।

[পুতুল সোজা দেখায় আলমারির দিকে। শচী একটা চীৎকার করে ওঠে। হিতেন বাবু পিস্তল বার করেন। এবং নলটা ঠেকান পুতুলের মাথায়।]

হিতেন—কেউ নড়বেন না, কেউ চেঁচাবেন না। নইলে—এটা লোডেড্ রিভলভার, বুঝতেই পারছেন ! এবার খোলো দরজা।

[দু'জন সেপাই হেঁচকা টানে আলমারি খুলে দেয়—রিভলভার হাতে বেরিয়ে আসে অশোক]

হিতেন—[চীৎকার করে]—Don't be a fool ! ফেলে দিন রিভলভার ! নইলে আপনার মেয়ে—!! ট্রিগারটায় একটু চাপ পড়লেই !!

[অশোক সে দৃশ্য দেখে। তারপর ফেলে দেয় অস্ত্র। সংগে সংগে ওকে জাপটে ধরে সেপাইরা। হাতকড়া পরায়, কোমরে দড়ি। তারপর টানাহেঁচড়া করে নিয়ে যায় ওকে। অশোক শুধু বলে—]

অশোক—এই ধস্তাধস্তিটা বাইরে গিয়ে করলে হোতো না ?—

[শচী চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। যোগেন বাবু বসে পড়েন]

বংগবাসী—[শান্ত স্বরে] সন্তানকে তার পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করো ? আমি অভিশাপ দিচ্ছি তুমি নির্বংশ হবে। দেশের মানুষের অভিশাপ কুড়িয়ে যেদিন মরবে, কেউ কাঁদবে না, মুখে জল দেবার কেউ থাকবে না। আমি যদি সতী হই, আমার কথা ফলবে।

[হিতেন বাবু জবাব দেন না ! যাওয়ার সময়ে শুধু ঘড়িটা কেড়ে নেন পুতুলের হাত থেকে]

চার

ভুবনডাঙায় স্পেশাল পুলিশের ক্যাম্প পড়েছে।

ব্রজেনবাবুদের জাহাজঘাটার বাড়িটায়।

সুদৃশ্য বড় ঘরটাকে পুলিশ নিজের মত করে গুছিয়ে নিয়েছে।

পেছনে জানলা। ভোর হচ্ছে।

হিতেনবাবু জানলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালেন।

পর্দা সরিয়ে দিতে উষার আলো এসে পড়ল ঘরে।

টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছেন সাব্-ইন্স্পেক্টর প্রকাশ মুখুটি।

হিতেন—প্রকাশ বাবু! প্রকাশ বাবু!

প্রকাশ—স্যার।

হিতেন—এবার উঠুন, কত ঘুমোবেন?

প্রকাশ—তন্দ্রা এসে গেল হঠাৎ। কিছু·······কিছু বলল?

হিতেন—না। মুখ যেন সেলাই করা।

প্রকাশ—আমরা হাঁপিয়ে পড়লাম আর ছেলেটা—নাঃ! এদের মাথায় কিছু গোলমাল আছে। কিসের এত জেদ বুঝি না। মরবিই তো।

হিতেন—মরেও জিততে চায়, বুঝলেন না? তবে কথা বলতেই হবে ওকে। বলতে ও বাধ্য।

প্রকাশ—তিন দিন তিন রাত্রি ঘুমোতে দেয়া হয় নি। স্নায়ুতন্ত্রী সব ছিঁড়ে যাওয়া উচিত ছিল।

[হিতেন একটা কাগজ তুলে নিয়ে প্রায় নিজের মনেই আওড়ান]

হিতেন—শচী—পুতুল—চা ভালবাসে—সেতার বাজায়—favourite subject :—ইওরোপের ইতিহাস। আদর্শ :—লেনিন।—ধূমপান করে।

প্রকাশ—তিন দিন, তিন রাত্রি—৭২ ঘণ্টায় ঐটুকু বার করেছেন ?

হিতেন—ঐটুকু নয়, অনেক। তিল তিল করে তিলোত্তমার চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই কোথায় আছে কর্ণের কবচ-কুণ্ডল। আছে লোকটার চরম দুর্বল স্থান।

[প্রকাশ উঠে বেল্ট আঁটতে গিয়ে বলে ওঠেন]

প্রকাশ—এঃ, রক্ত লেগে আছে।

[রুমাল দিয়ে বেল্ট মুছে এঁটে নেন]

মাস্‌কিউলার পেইন অনুভব করছি, স্যার।

[পাশের ঘর থেকে একটা বিকট—চীৎকার ভেসে আসে]

হিতেন—ওটা কি ?

প্রকাশ—চণ্ডীগ্রামের ডেটিনিউদের একজনকে জেরা করছে, স্যার।

[হিতেনবাবু একটু কেঁপে ওঠেন, তারপর তৎপরতার সংগে ডেস্ক থেকে ব্র্যাণ্ডি বার করে এক ঢোঁক খেয়ে ফেলেন]

হিতেন—খাবেন ?

প্রকাশ—না, স্যার। আর্টিফিশিয়াল ষ্টিমুলেণ্টে আমি বিশ্বাস করি না। (হাসেন) আমার গোবধেই আনন্দ।

হিতেন—আপনার ষ্টিমুলেণ্ট অন্য ধরনের এটা সবাই জানে প্রকাশবাবু।

প্রকাশ—কি রকম ?

হিতেন—কলাবাগানের শিবু মণ্ডলের বউ সরস্বতী তো জানেই। হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে সে—।

প্রকাশ—আপনি ওকথা বিশ্বাস করেন ?

হিতেন—শুধু বিশ্বাস করি না, নিশ্চিত জানি—।

প্রকাশ—যা করেছি আপনার হুকুমে করেছি।

[টেবিলে প্রচণ্ড ঘুঁষি মারেন হিতেন]

হিতেন—মেয়েমানুষ ধর্ষণ করার হুকুম হিতেন দাশগুপ্ত দেয় নি।

প্রকাশ—হুকুম দিয়েছিলেন ঘরে আগুন দিতে। কোন্‌টা বড় অপরাধ বিবেচনা-সাপেক্ষ।

হিতেন—সাইলেন্স্‌। ষ্ট্যাণ্ড্‌ আপ্‌।

[উঠে দাঁড়ান প্রকাশবাবু, মুখে মৃদু ব্যংগের হাসি]

খুব সাবধান প্রকাশবাবু, খুব সাবধান। ইচ্ছে করলে আপনাকে এ্যারেষ্ট করতে পারি জানেন? সরস্বতীকে দিয়ে আপনার নামে কেস্‌ করাতে পারি।

প্রকাশ—আমার তাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই—স্যার—। এক কোমর কাদায় দাঁড়িয়ে জুতো পরিষ্কার আছে কিনা দেখার প্রয়োজন আছে কি?

[হিতেন সরে যান জানলার কাছে]

তবে একটা কথা মনে রাখবেন স্যার, দৈবাৎ অশোক চাটুয্যেকে গ্রেপ্তার করতে পেরে চাঁদ হাতে পেয়েছেন—। আবার অমনি হঠাৎ জন্‌সন্‌ সাহেবের বাদশাহি রোষে পড়তে পারেন, স্যার। ধরুন অশোক চাটুয্যে যদি মুখ না—খোলে। তখন আবার এই প্রকাশ মুখুটির ঠ্যাঙানির জোরই আপনার প্রধান সহায় হয়ে উঠবে। কলাবাগানে যেমন হয়েছিল।

হিতেন—[স্বাভাবিক শান্ত গলায়] নারীধর্ষণটা ভারতের ঐতিহ্য বিরুদ্ধ।

প্রকাশ—সেটা আমার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের বাদশাহি বকশিশ ধরে নিন না।

হিতেন—আখেরের কথা কখনো ভাবেন? যদি এই অশোক চাটুয্যে শিবু মণ্ডলরা জেতে? ইঁদুরের গর্ত দেখে রেখেছেন?

প্রকাশ—[হেসে] আপনার সংগে যেতে হবে তো? তবে আর ভয় করি না।

[হিতেন আর একটু ব্র্যাণ্ডি খান। আবার সেই তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে আসে]

হিতেন—আমার মনে হয় এই চীৎকার করাটাও ওদের একটা প্রতিরোধের কায়দা—। চীৎকার করলে ব্যথা কম হয়। দ্বিতীয়ত চীৎকারে মুখটা ভরে থাকে, আসল কথা বেরোবার জায়গা থাকে না। কি মনে হয় ?

প্রকাশ—মারি, চীৎকার করে। মারের কারণটা যেমন জানি না, চীৎকারের তাৎপর্যটাও তেমনি বুঝি না।

হিতেন—একেবারে বরফ হয়ে গেছেন ? শুনেছিলাম আপনি এম. এ. পাশ ?

প্রকাশ—নিশ্চয়ই। আপনিও তো—

হিতেন—আমি সামান্য গ্র্যাজুয়েট। তাহলে প্রকাশবাবু, সম্পর্কটা পরিষ্কার হয়ে গেল ; কি বলেন ? ইতিহাসের এক সংকট মুহূর্তে দুই দুর্ধর্ষ শিক্ষিত দার্শনিক গুণ্ডার অস্থায়ী সন্ধি—।

প্রকাশ—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

[এ. এস. আই. এসে সেলাম করেন]

হিতেন—কি ব্যাপার ?

এ. এস. আই.—একত্রিশ নম্বর সেলের বন্দী রক্তবমি করছে, স্যার—।

হিতেন—একত্রিশ নম্বর কে ? রক্তবমি ? ডেটিনিউ না আণ্ডার-ট্রায়াল ?

এ. এস. আই.—ডেটিনিউ, স্যার—।

প্রকাশ—[খাতা দেখে] ৩১ নং গনেশ হাওলাদার, ভাবগড়ের ডেটিনিউ।

হিতেন—ভাবগড় ? এখন অমনি থাক—। [ঘড়ি দেখে] সাড়ে দশটা নাগাদ ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যাবেন।

এ. এস. আই.—রক্তবমি করছে, স্যার—।

হিতেন—হুকুম পেয়েছেন, যাচ্ছেন না কেন ?

[এ. এস. আই. স্যালিউট্ করে চলে যান]

প্রকাশ—ভাবগড়ের অপরাধ ?

হিতেন—ভাবগড় আমার জন্মস্থান। ওখানের প্রত্যেকটা লোককে চিনি। প্রত্যেকে আবার আমাকে চেনে—[একটু থেমে] ভাবগড়কে ধরাপৃষ্ঠে আদৌ রাখব কিনা ভেবে দেখব—।

প্রকাশ—[হেসে] বাদশার মরজি।

[হিতেনও হাসেন, তবে সে হাসিতে একটা ক্রূরতার ছায়া পড়ে]

হিতেন—এবং বাদশার মরজিতেই উজীর সাহেবের মরজি—।

[চোবে এসে স্যালিউট্ করে দাঁড়ায়]

এ দুজন হিজলি রওনা হবে আজ সন্ধ্যের ষ্টিমারে। রেডি করে—।

[সই করে কাগজ দেন চোবেকে চোবে চলে যায়। চীৎকারটা আসে আবার—তারপর ঘড় ঘড় শব্দ করে ফুরিয়ে যায়।]

অজ্ঞান হয়ে গেল—। আজকাল দেখছি অজ্ঞান হয় তাড়াতাড়ি। আগে ফেনিতে থাকতে আটঘণ্টা দশঘণ্টা জেরার পরও দেখছি টন্‌টনে জ্ঞান। ব্যাপারটা কি ? ওটাও কি ভান নাকি ? ফাঁকি দেবার কৌশল ?

প্রকাশ—আজকাল বোধহয় খেতে পায় কম। জীবনীশক্তির একান্ত অভাব।

[ডাক্তারবাবু আসেন]

হিতেন—সলিটারি সেল্-এ গিয়েছিলেন তো ?

ডাক্তার—হ্যাঁ—।

হিতেন—রোজই যাবেন। কেমন দেখলেন ?

ডাক্তার—সারারাত জেরা করেছেন বুঝি ?

হিতেন—৭২ ঘণ্টা।

ডাক্তার—হুঁ। তাই একটু কোমার ভাব হয়েছে। হাতে পায়ে রিগর সেট করেছে—।

প্রকাশ—পেট কি বলে ?

ডাক্তার—ইন্‌টার্নাল ইনজ্যুরি হয়েছে হয়তো, বোঝা গেল না ঠিক।

প্রকাশ—ভেতরে রক্ত পড়ছে—। লিখে দিতে পারি।

[পেতলের দস্তানা দেখান একটা]

এটা আজ পর্যন্ত ফেইল করে নি,—ডাক্তার বাবু।

[দস্তানা পরে দুবার ঘুঁষি চালান শূন্যে]

ডাক্তার—ছেলেটির অসম্ভব প্রাণশক্তি। স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য। ডাক্তার হিসেবে বলছি ব্যায়াম করা শরীর—। আর শরীর এমনই সুন্দর একটা জিনিস—

হিতেন—তাহলে আরো কিছুদিন টিঁকবে তো?

ডাক্তার—[একটু চমকে ওঠেন] আজ্ঞে হাঁ,—টিঁকবে বলেই মনে হয়। তবে অত্যধিক কিছু করলে অর্থাৎ মানুষের প্রাণ তো মানে—

হিতেন—না, না, অত্যধিক করব কেন? ওকে মেরে ফেললে আমাদের কি লাভ হবে। বাঁচিয়ে তো রাখতেই হবে। তাহলে হার্ট টার্ট বেশ ভালই দেখলেন?

ডাক্তার—হ্যাঁ, সুন্দর স্বাস্থ্য।

হিতেন—ডাকুন।

[প্রকাশ উঠে বেরিয়ে যান]

ডাক্তার—সে কি? এক্ষুনি? ৭২ ঘণ্টা পরে একটু ঘুমোতে দিলে ভাল হয় না?

হিতেন—৭২ ঘণ্টা আমরাও তো জেগেছি ওর সংগে।

ডাক্তার—জিনিসটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, হিতেনবাবু।

হিতেন—আপনি কি একাধারে অশোক চাটুয্যের ডাক্তার ও উকিল?

ডাক্তার—না, না। আমি বলছি, যদি মরে যায়?

হিতেন—এই তো বললেন অটুট স্বাস্থ্য।

[ডাক্তার থেমে যান। একটু পরে বলেন—]

ডাক্তার—বলে ভুল করেছি—।

[উঠে পড়েন]

হিতেন—বসে থাকুন ডাক্তার খান—। We shall need you !

[চৌবে ও আর একজন কনষ্টেবল্ অশোককে এনে বসায়। প্রচণ্ড অত্যাচারে অশোকের মুখ বিকৃত। জামাকাপড় রক্তাক্ত। পেটের ভেতর জখম হয়েছে, তাই হাঁটতে গেলে নীচু হয়ে যায়। প্রকাশবাবু আসেন, হাতে ট্রে-তে চায়ের সরঞ্জাম।—]

Good morning, মিষ্টার চ্যাটার্জী। আগে চা খান—।

[চা ঢেলে দেন। অশোক জবাব দেয় না, কাপ ছোঁয় না। চুপ করে বসে থাকে শূন্যে দৃষ্টি মেলে। ডাক্তার উঠে পাশে এসে দাঁড়ান]

ডাক্তার—খেয়ে নিন। ভাল লাগবে।

[কাপটা তুলে ধরেন—অশোকের মুখের কাছে। অশোক চুমুক দেয়]

হিতেন—অশোকবাবু, আমাদের আর অপরাধী করবেন না, স্যার। আমরাও হুকুমের চাকর! এই পোশাকটা পরেছি পেটের দায়ে, নইলে দেখিয়ে দিতাম দেশকে ভালবাসতে জানি কি না—। আপনার অংগস্পর্শ করার যোগ্যতা আমাদের নেই—। আপনাদের বীরত্বের আর দেশপ্রেমের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা আমাদের অন্তরে আছে—। বাইরে সেটা প্রকাশ করি না, করলে চাকরি যাবে।

[অশোক কোনো কথা বলে না]

আপনি সেতার বাজান, না?

আঙুল দেখলেই বোঝা যায়। কোন্—রাগ আপনার সবচেয়ে পছন্দ?

[অশোক জবাব দেয় না]

আমার ভাল লাগে আশাবরী। আর রাত্রে কানাড়া। প্রকাশ বাবু, আপনার?

প্রকাশ—আমারো, কানাড়া।

[অশোকের মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে]

হিতেন—আমার মেয়ে দেবযানী। সেও—সেতার বাজায়। বড় মিঠে। ভোর বেলায় ত্রিতালে আলাপ করে—আহা।

[অশোকের হাসি আর একটু প্রসারিত হয়]

ডাক্তার—আলাপে তাল থাকে না—।

[হিতেন ক্রূর দৃষ্টিতে ডাক্তার খাঁকে দগ্ধ করেন]

হিতেন—আপনারা আর্টিষ্ট মানুষ, আপনারা বুঝবেন ভাল—! অশোকবাবু আপনি তো ইতিহাসের ছাত্র?

[অশোক জবাবও দেয় না, মাথাও নাড়ে না]

ইতিহাসের কোনো পাতায় দেখিয়ে দিতে পারেন? মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিপ্লবী একটা সরকারকে উচ্ছেদ করতে পেরেছে?

অশোক—(ধীরে বিকৃত স্বরে): পারি।

হিতেন—কে করেছে? কোথায় করেছে?

অশোক—আমেরিকায় ওয়াশিংটন, ইংলণ্ডে ক্রমওয়েল, ফ্রান্সে রোব্স্‌-পিয়ার, ইটালিতে মাৎসিনি, রাশিয়ায় লেনিন, আয়ার্ল্যাণ্ডে ডি-ভ্যালেরা।

হিতেন—সেটা সম্ভব হয়েছে গণজাগরণের ফলে।

অশোক—হ্যাঁ। বিদ্রোহীদের সমর্থন করেছে—জনগণ।

হিতেন—এদেশের জনতা তা করবে?

অশোক—নিশ্চয়ই।

হিতেন—আমার প্রত্যয় হয় না।

[অশোক অবজ্ঞার হাসি হাসে]

অশোকবাবু, আপনি actually ফাঁসির আসামী তা জানেন? শেষ পর্যন্ত আপনাকে মরতেই হবে। কেন এভাবে শরীর মনকে ক্ষতবিক্ষত করছেন? বলে দিন না—।

অশোক—কি বলতে হবে ?

হিতেন—শান্তি রায় কোথায় ?

অশোক—জানি না।

হিতেন—কে সে ? কেমন দেখতে ?

অশোক—জানি না।

হিতেন—আপনাদের দলের আড্ডা কোথায় ?

[অশোক জবাব দেয় না]

চট্টগ্রামের দলের সংগে আপনাদের যোগাযোগ আছে ? [জবাব নেই] কলকাতার চটকল মজদুর ইউনিয়নের সংগে আপনাদের কি সম্পর্ক ? [জবাব নেই] আপনি কি কংগ্রেসের সদস্য ? [জবাব নেই] কংগ্রেসের মধ্যে কম্যুনিষ্ট ব্লকের সংগে আপনাদের কি সম্পর্ক ? (জবাব নেই) উইলমট সাহেবকে প্রকাশ্যে গুলি করে মেরেছেন, অশোকবাবু পালাবার কোনো পথ নেই, একটি ছাড়া। রাজসাক্ষী হোন—। একটা কথা বলে দিন, মৃত্যুদণ্ড-রদ হবে।

[অশোক জবাব দেয় না, মুচকি হাসে শুধু]

আয়ু যতই কমে আসছে ততই যেন বেশি বোকা হয়ে যাচ্ছেন। নিন—আর একটু চা খান—। আপনার সিগারেট বন্ধ করেছিলাম বলে মাফ্ চাইছি—আসুন ধূমপান করুন—।

[অশোক সিগারেট ছোঁয় না। ডাক্তার এসে একটা মুখে গুঁজে দেন, জ্বেলে দেন দেশলাই দিয়ে।]

আমার মেয়ে দেবযানী বলছিল আপনার কথা। অশোকদার কাছে সেতার শিখব। মসিৎখানি গৎ ওরকম কেউ জানে না। সত্যি নাকি ? মসিৎখানি আর—রাজাখানির তফাৎটা কী অশোকবাবু ? বড় জটিল ব্যাপার—।

[অশোক চুপ করে থাকে, ঠোঁটে হাসি]

বললাম, সে তো আর সম্ভব নয় মা। অশোকবাবু আমাদের ঘৃণা করেন। দেবযানীটা এমন সাদামাটা—বলল, অশোকদার মতন শিল্পী কাউকে ঘৃণা করতে পারেন না—। মনে মনে বললাম—ঠিক কথা। লেনিনও শুনেছি অমনি কোমলপ্রাণ ছিলেন। আচ্ছা, অশোকবাবু, লেনিন ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব সম্বন্ধে কিছু লেখেন নি ?

[অশোক নীরবে হাসতে থাকে। হিতেনবাবু দেখেন প্রকাশও মুখ টিপে হাসছেন। হঠাৎ প্রাণপণে অশোকের মুখে আঘাত করে—চীৎকার ক'রে ওঠেন হিতেন]

হিতেন—চুপ করে হাসছেন কেন ?

[অশোক ব্যংগের হাসি হাসতেই থাকে। বিষম ক্রোধে ফেটে পড়েন হিতেন।]

হাসি বন্ধ করুন—।

[উন্মাদের মতন মারতে থাকেন। টেনে অশোককে চেয়ার থেকে তুলে মেঝেয় ফেলেন—হাণ্টার চালাতে থাকেন পাগলের মতন—। তারপর এক সময়ে থামেন। চৌবে এসে অশোককে তুলে আবার চেয়ারে বসায়। হাঁপাতে থাকেন হিতেনবাবু।]

Speak, you swine! জবাব দেবে কিনা ? শান্তি রায় কে ? কোথায় থাকে ?

[অশোক নীরবে হাসে]

You Bolshevic bastard। বিপ্লব করবে! ষ্ট্যালিন হয়েছে। ডি-ভ্যালেরা হয়েছে। সূর্য সেন হবার সাধ গিয়েছে। বলবে কিনা ?

[অশোকের হাসি নীরবে তাঁকে চাবুক মারে]

প্রকাশবাবু! Beat the life out of him!

[প্রকাশবাবু দস্তানা পরেন। চোবে আর অন্য সেপাই এসে অশোককে ধরে নিয়ে যায় পাশের ঘরে। পেছনে প্রকাশ।]

ডাক্তার—একটা, একটা মুখোশ খুলে গেল—ইন্‌স্‌পেক্টর দাশগুপ্ত। হঠাৎ আপনাকে স্পষ্ট, নগ্ন দেখতে পেলাম।

[পাশের ঘর থেকে আর্ত চীৎকার আসতে থাকে—একবার, দুবার, তিনবার।]

হিতেন—হাসবে! চুপ করে হাসবে! যোগেন মাষ্টারের ছেলের এতবড় স্পর্ধা।

ডাক্তার—আপনার মেয়ে না সেতার শেখে। আপনার না আশাবরী রাগ ভাল লাগে?

হিতেন—ডাক্তার মোজ্জামেল খাঁও সরকারি চাকুরে।

ডাক্তার—ঐ কথা বলে নিষ্ঠুরতার সাফাই গাই না, হিতেন। তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। এ ধরনের বর্বরতা—

হিতেন—Shut up! Or I'll turn you out!

[অশোকের অচেতন দেহটাকে হিঁচড়ে আনেন প্রকাশবাবুরা]

জ্ঞান ফেরান ওর।

[ভয়ে ভয়ে ডাক্তার ব্যাগ খুলে দেহটির ওপর ঝুঁকে পড়েন]

প্রকাশ—হ্যাঁ, চেঁচিয়েছে।

হিতেন—অর্থাৎ?

প্রকাশ—আমার বেলায় বাঁকা হাসি টেঁকে নি স্যার। চীৎকার করাতে পারলেই মনে হয় কোথায় যেন জিতে গেলাম।

[চট্ করে হিতেন ব্র্যাণ্ডি খান]

ডাক্তার—দেখি, বোতলটা।

হিতেন—দেখবেন, সবটা নেবেন না। আমার লাগবে।

ডাক্তার—গরম জল।

[একজন সেপাই বেরিয়ে যায়]

হিতেন—Get him on his feet! Quick!

[ডাক্তার দাঁড়িয়ে ওঠেন]

ডাক্তার—কতকগুলো জায়গা আছে যেখানে হুকুম দিয়ে লাভ নেই।

[সেপাই গরম জল এনে দেয়—ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে সেটা খাইয়ে দেন অশোককে।]

অশোক!

[অশোক মাথা তোলে, আবার পড়ে যায়]

অশোক! জ্ঞান ফেরাচ্ছি বলে ক্ষমা করো বাবা।

[হিতেন এগিয়ে আসেন]

হিতেন—ব্যস্, সরে দাঁড়ান।

[চৌবে এসে অশোককে ধরে দাঁড় করায় তারপর চেয়ারে নিয়ে বসায়]

অশোকবাবু! সবে শুরু হয়েছে, বুঝছেন? ভাঙতে পারি নি এমন লোক এখনো দেখি নি। মানসিক চাপ শুরু হবে, সইতে পারবেন? এটুকু বুঝলাম—আপনার শরীর শক্ত। কিন্তু এরপর যা আরম্ভ হবে, পাগল হয়ে যাবেন, চুল ক'টা সাদা হয়ে যাবে। বলে ফেলুন।

[অশোকের শূন্যদৃষ্টি। জোর করে অতি কষ্টে মুখে সেই তীব্র নীরব হাসিটা সে ফিরিয়ে আনে।]

একটি মাত্র কথা জানতে চাই—শান্তি রায় কে? কোথায় তার আড্ডা? বলে ফেলুন—আপনাকে ঘুমোতে দেব। গভীর শান্তিতে ঘুমোবেন। আচ্ছা বেশ অনেক ছোট একটি প্রশ্ন করব—উইলমটকে যে মারলেন, অস্ত্রটা পেলেন কোথায়? একটা কথা বলে দিন, আপনাকে এক্ষুনি প্রথম শ্রেণীর বন্দীদের সংগে আরামে ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

[খুব কাছে এগিয়ে আসেন হিতেন]

অশোকবাবু, আপনার স্ত্রী, মেয়ে, মা বাবা—সবার চেয়ে কি শান্তি

রায় আপন হোলো? আপনি জানেন সরকার কি ভয়ংকর। আপনার স্ত্রী শচীদেবীকে এ্যারেষ্ট করতে পুলিশ গেছে। ঐ শিশু কন্যাটিকেও ছাড়বে না সরকার। শান্তি রায় কে বলে দিন—আপনার স্ত্রীর গায়ে হাত দেয়া হবে না। এই পাশবিক পরিবেশে এইসব বর্বর সেপাইদের হাতে স্ত্রীকে ছেড়ে দেবেন?

[ধীরে মুখ তোলে অশোক—হিতেন আরো কাছে আসেন—হঠাৎ সর্বশক্তি একত্র করে থুতু ফেলে অশোক। উন্মত্ত হিতেন পিছিয়ে যান এবং পেতলের দস্তানাটা পরে এগিয়ে আসেন।]

প্রকাশ—মুখে নয়—মুখে নয়—

[বাধা দেয়ার আগেই হিতেন মেরে বসেছেন মুখে। চেয়ার থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায় সংজ্ঞাহীন অশোক।]

প্রকাশ—ওটা পরে মুখে মারতে নেই—চোয়াল ভেঙে চট্ করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

হিতেন—সেল্-এ নিয়ে যাও। ডাক্তার সাহেব সংগে যান। জ্ঞান ফেরান যত শিগ্‌গির পারেন।

[সেপাইরা অশোককে নিয়ে যায়, পেছনে ডাক্তার, হিতেন ঘড়ি দেখেন [

আশ্চর্য! এতটা ভাবি নি। সাহেব আসার সময় হোলো।

প্রকাশ—স্ত্রীর কথায় একটু যেন—

হিতেন—হবে না। লিখে দিতে পারি, হবে না। মনুষ্যত্ববোধ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। চোখের সামনে স্ত্রীকে রেপ করলেও বলবে না, বরং আরো শক্ত হয়ে উঠবে। তবু দেখি বলতে ওকে হবেই। নইলে হেরে যাব প্রকাশবাবু—ভীষণ হেরে যাব। He will have to speak!

প্রকাশ—আপনার প্রাইভেট বাহিনীও কিছু পারছে না?

হিতেন—না। নীলমণিবাবু পর্যন্ত হার মেনে গেছেন। সমস্ত ভুবনডাঙায় ওদের নেটওয়ার্ক, অথচ একটা গ্রন্থিও হাতে পড়ল

না। এক পেলাম অশোক চাটুয্যে। তা সে এমন গ্রন্থি যে খোলা যায় না। অথচ খুলতেই হবে।

[একটু থেমে]

ঐ হাসিটা অসহ্য।

[এ, এস, আই আসেন]

A. S. I.—পুলিশ সাহেব !

[সবাই উঠে দাঁড়ান। জন্‌সন্‌ ও অন্যান্য দুজন হোমরা চোমরা ঢোকেন]

জনসন—Has he spoken ?

হিতেন—Not yet Sir !

জনসন—That's very awkward ! Very awkward indeed !

হিতেন—He is a tough one, Sir. Stood 72 hours of it. Won't open his mouth.

জনসন—But I thought you know better than that. They always open their mouth in the end. He's a very special case, and even Lalbazar has its eye on him. I suggest, Dasgupta, you make some special effort.

হিতেন—I am not sparing any, Sir.

জনসন—We want results, Dasgupta, results. He has a daughter, hasn't he ? And a wife ?

হিতেন—Yes, Sir.

জনসন—Well, why not use them ?

হিতেন—I have already sent for the wife, Sir.

জনসন—Naturally, you would. I've always thought these things come more naturally to you

Indians than to us. Well, good luck, old boy—and, as I said, we want results. How you do it is your business. For all I care you can tear her limb from limb—but make him talk.

হিতেন—Yes, Sir.

জনসন—Send word round to me straight away he talks. See that he does, Dasgupta. That's the way to make every body happy.

[জনসন সদল বলে প্রস্থান করেন। হিতেন ঘাম মোছেন]

হিতেন—সোজাসুজি বলে গেলেন মেয়েটাকে রেপ করো। অথচ দায়িত্ব থাকল আমার।

প্রকাশ—ভয় দেখিয়ে গেল, স্যার। অশোক চাটুয্যে কথা না বল্‌লে আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা বিশ্রী ইংগিত করে গেল।

হিতেন—তাতে যেন আপনাকে বেশ খুসীই দেখছি।

[প্রকাশ জবাব দেন না, হাসেন]

গোঁফে তেলটা বড় শিগ্‌গির দিচ্ছেন, প্রকাশবাবু। অশোককে হয়তো কথা বলাতেও পারি।

[প্রকাশ আবার হাসেন]

আপনি খুব ভাল করেই জানেন হাসি আমার সহ্য হয় না—So shut your mouth or I will shoot you !

[শেষাংশে গর্জন করে ওঠেন হিতেনবাবু। প্রকাশ থেমে যান]

অশোক চাটুয্যেকে হাজির করুন। at once !

প্রকাশ—[মৃদুস্বরে] রামগড়ুরের বাসা।

[চলে যান এ, এস, আই এসে দাঁড়ান]

A. S. I—শচী চট্টোপাধ্যায়কে আনা হয়েছে স্যার।

হিতেন—ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রাখুন। আর শুনুন, ভদ্র ব্যবহার করবেন।

[এ. এস. আই. চলে যান। ডাক্তার আসেন]

ডাক্তার—যুদ্ধেরও একটা আইন আছে। বন্দীদের গায়ে হাত দেয়া নিষিদ্ধ। তোমরা কি আরম্ভ করেছ? আবার ডেকেছ অশোককে?

হিতেন—হ্যাঁ।

ডাক্তার—Good, I am glad! ও এখানেই মরবে, ফাঁসীকাঠ পর্যন্ত আর দেহটা টেনে নিতে হবে না।

হিতেন—মরলে আপনাকে ধরব। যতবার মরার উপক্রম করবে ততবার টেনে ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই জন্যেই গভর্ণমেণ্ট মাইনে দিয়ে আপনাকে পোষে।

[অশোককে এক রকম বহন করে আনে সেপাইরা]

অশোকবাবু, এরপর যা ঘটবে তার দায়িত্ব আপনার। শেষবার জিগ্যেস করছি—শান্তি রায় কে বলবেন কিনা? বেশ। নিজের স্ত্রীর ইজ্জৎ বাঁচাতে পারেন না—এমনি বিপ্লবী আপনারা। ডাকুন।

[প্রকাশ দরজা খোলেন—শচী এসে দাঁড়ায়, ভয়ে সে কাঁপছে। অশোক মাথা ঘুরিয়ে নেয়। প্রাণপণে সে অন্যদিকে চেয়ে থাকে।]

শচীদেবী আপনার স্বামী কথার ওপর নির্ভর করছে আপনার মান-ইজ্জৎ সব। অথচ সে কথা উনি বলছেন না।

শচী—ওরা পুতুলকেও ধরে আনবে বলছে গো।

[কাছে যাচ্ছিল, প্রকাশ বাধা দেন]

পুতুলকে মারবে বলছে। আমি মা হয়ে কি করে সেটা দাঁড়িয়ে দেখব? কি করবো তুমি বলে দাও। আমি জানি তোমার কথা কওয়া বারণ, কিন্তু তোমার মেয়েকে ওরা—। আজ ভোরে আমাকে

ধরতে গেল। বাবা প্রতিবাদ করেছিলেন, তাই একজন লাঠি দিয়ে তাঁকে—সে দৃশ্য দেখে—। এরপর যদি পুতুলকে নিয়ে আসে—আমি পারব না, সইতে পারব না।

[কাঁদতে থাকে চীৎকার করে]

ওরা মানুষ নয়। হাসতে হাসতে ওরা পুতুলের গায়ে শিকের ছ্যাঁকা দেবে আমি জানি। আমি কি করব, বলে দাও। তুমিই বলে দাও কি করব।

হিতেন—শচীদেবী, উনি কর্ণপাতও করছেন না। আপনার বা আপনার মেয়ের কি হবে না হবে সে সম্বন্ধে উনি উদাসীন। আপনাদের চেয়ে শান্তি রায় ওঁর বেশী নিকট।

শচী—অমন কথা বলবেন না। আমাকে কাছে যেতে দিন। আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলছি—ওঁর গায়ে হাত দিতে দিন। পায়ে পড়ছি আপনাদের আমাকে কাছে যেতে দিন।

[হিতেন ইংগিত করেন—প্রকাশবাবু পথ ছেড়ে দেন। শচী এগিয়ে যায় স্বামীর দিকে। সমস্ত দেহ কঠিন ঋজু করে অশোক মুখ ফিরিয়ে থাকে]

তোমার পাশে কোনদিন দাঁড়াতে পারি নি। তোমার রাজনীতি আমি জীবনে কোনদিন বুঝতেই পারিনি। আজ তোমার এই বিপদে তোমাকে আরো দুর্বল করে দেয়ার জন্যে এসেছি, আমাকে ক্ষমা করো। নিজের জন্যে ভাবি না, কিন্তু তোমার বুড়ো বাপ-মা যাঁরা আমাকেও মানুষ করেছেন, তাঁদের মুখ চেয়ে, তোমার সন্তানের মুখ চেয়ে তুমি একবার প্রতিজ্ঞা ভাঙো। জানি, মা থাকলে এমন কথা বলতে দিতেন না—কিন্তু মা এখন বৃদ্ধ স্বামীর কপালে জলপটি দিচ্ছেন আর কাঁদছেন। মায়ের চোখে জল দেখেছ কখনো? আমি দেখলাম, আর দেখা অবধি আমার বুকটা হাহাকার করে কেঁদেছে—। একবার তাকাও আমার দিকে। সন্তানের অমঙ্গল আশংকায় আমার বুক কাঁপছে। আমাকে

সান্ত্বনা দাও, দুটো কথা কও। তুমি ছাড়া কে দেবে সান্ত্বনা? তাকাও আমার দিকে—

[মুখটা জোর করে নিজের দিকে ফেরাতেই অস্ফুট আর্তনাদ করে শচী পিছিয়ে আসে। প্রাণপণে হাসি টানে অশোক।]

শচী—একি? কে আপনি?

অশোক—শচী।

শচী—এ-একি অবস্থা করেছে তোমার? তোমাকে এমন ভাবে মেরেছে! তোমার মুখটা কি ছুরি দিয়ে খুবলে নিয়েছে ওরা?

[চীৎকার করে কেঁদে ফেলে শচী]

কি নিষ্ঠুর!

[অশোকের বীভৎস মুখের উপর হাত বুলোয়]

লেগেছে না? ভীষণ লেগেছে! কি দিয়ে মেরেছে? কি দিয়ে মেরেছে গো? একটা মানুষকে আরেকটা মানুষ এভাবে মারতে পারে?

[অশোককে জড়িয়ে ধরে শচী কাঁদতে থাকে]

তোমার ব্যথাটা আমাকে দাও গো, আমার একটুও লাগবে না। আপনারা আমাকেও মারুন, থেঁতলে দিন মুখ।

অশোক—শচী, তুমি অশোক চাটুয্যের স্ত্রী। এই কথাটা মনে রেখো। কেমন?

শচী—হ্যাঁ, মনে রাখব। একটা কথাও বোলো না। এদের একটা কথাও বোলো না। মেয়ে আমার, অশোক চাটুয্যের সন্তান। তার একটুও লাগবে না। একটি কথাও বোলো না এদের।

হিতেন—Take her away.

[প্রকাশ এসে শচীর হাত ধরে টানে]

শচী—বলবে না, অশোক চাটুজ্যে একটি কথাও বলবে না।

হিতেন—আপনার ইজ্জত যাওয়ার ভয় নেই?

শচী—স্বামী কে মেরে ফেলেছেন আপনারা, আর ইজ্জতের ভয় ? এ আমি জানতাম না। এভাবে যে একটা উদারচেতা পুরুষকে আপনারা নির্য্যাতন করেছেন এ জানতাম না।

হিতেন—আপনার মেয়েকে ধরে আপনার সামনে যদি পংগু করে দিই ?

শচী—সারাজীবন সেটা তার গর্বের বিষয় হয়ে থাকবে। সে যে অশোক চাটুয্যের মেয়ে।

হিতেন—Take her away.

শচী—একবার একটা কথা বলতে দিন—ভেঙে পড়ো না, একটা কথা উচ্চারণ—

[প্রচণ্ড ধাক্কায় শচীকে পাশের ঘরে নিয়ে যান, প্রকাশ ফিরে আসেন তারপরই।]

হিতেন—সবাই সমান। হিষ্টিরিয়ায় ভুগছে। দেশপ্রেম জিনিসটাই একটা স্নায়বিক রোগ।

[অশোক নীরবে হাসে]

সত্যি হাসতে পারেন। খানিকটা জিতেছেন বইকি। তবে আর বেশিক্ষণ নয়।

[চুরুট ধরান হিতেন]

প্রকাশবাবু, কাদের ছাড়বেন শচীর ওপর ?

প্রকাশ—দেখা যাক্। যদি বলেন তো আমি নিজেই একটু কষ্ট করে—

হিতেন—না, ঐ পাঠান ওয়ার্ডারগুলোই ভাল হবে। সেই জয়া চক্রবর্তীর কথা মনে আছে ? সকালের দিকে পাগল হয়ে গেল। পাঠানরাই ভাল হবে। অশোকবাবু, সত্যিই We shall stop at nothing ! বলবেন ?

[অশোক জবাব দেয় না]

যাক্, শচী চাটুয্যের একটা হিল্লে হয়ে গেল। এবার আমার

শেষ কথাটা শুনুন। অশোক চাটুয্যে একটা দুর্দ্দমনীয় বিপ্লবী। এই কিংবদন্তীটা শেষ করে দিতে আমাদের, শেষ করব আপনার সুনাম।

[অশোক জবাব দেয় না, হাসে মুখ টিপে]

ধরুন যদি কথা রটিয়ে দিই আপনি সব বলতে শুরু করেছেন?
অশোক—আমার কমরেডরা সে কথা বিশ্বাস করবেন ভেবেছেন?
হিতেন—বিশ্বাস করাতে পারি। খুব সহজ। এই তো দেখুন না ষ্টীমারঘাটায় আপনাদের প্রেস আছে, সেটার খোঁজ পেয়েছি আমাদের সি, আই, ডির কাছে। পরশু নাগাদ রেডও করবো। এখন হানা দেয়ার সময়ে যদি আপনাকে ভাল কাপড় চোপড় পরিয়ে বসিয়ে রাখি গাড়িতে, জনসন সাহেবের পাশে? পুলিশের বড়কর্তার পাশে আপনাকে দেখে কমরেডরা কি ভাববেন? এ রকম মাসখানেক এদিক ওদিক ঘোরালেই হবে। যেখানেই পুলিশ গ্রেপ্তার করছে, খানাতল্লাসি করছে, সেখানেই অশোক চাটুয্যেকে দেখা যায় বড় কর্তার গাড়িতে। গায়ে দামী সুট। মুখে সিগারেট। নীলমণি বাবুকে যেমন শহরময় লোক চিনে ফেলেছে আমাদের ইনফর্মার হিসাবে, আপনাকে সেই স্থলে অভিষিক্ত করে তবে আমার ছুটি।

[অশোক কথা বলে না]

তখন কি হবে? যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে আপনার এত আপত্তি সেই বিশ্বাসঘাতকই বলবে আপনাকে। দল থেকে আপনাকে শুধু বিতাড়িত করবে তাই নয়, শান্তি রায় আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে। দলের লোকেরা আপনার নামে থুতু দেবে, শুধু তাই নয়, পিস্তল নিয়ে খুঁজে বেড়াবে সেই বিশ্বাসহন্তা সেপাইকে। আপনার স্ত্রী আজ মাথা উঁচু রেখে চলে গেলেন তিনি অশোক চাটুয্যের স্ত্রী বলে। সেই শচী দেবীই আপনার নামে মাথা নিচু

করবেন, সন্তানকে শেখাবেন আপনার নাম ভুলে যেতে। যোগেন বাবু এবং আপনার মা ছেলের পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করবেন। অশোকবাবু বিশ্বাসঘাতক হোন বা না-হোন, বিশ্বাসঘাতক আখ্যা আপনাকে পাওয়াবই।

অশোক—শান্তিদা ঠিক বুঝে নেবেন।

হিতেন—অসম্ভব। এতবড় দলের এত সমস্যার মধ্যে আপনাকে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। তার চেয়ে বড় দরকার আপনাকে শেষ করে দেয়া। শৃংখলা রক্ষার্থে শান্তি রায় মুহূর্ত বিলম্ব করবেন বলে আমার মনে হয় না। আপনি শেষ হয়ে গেলেন অশোকবাবু। যাদের জন্যে আপনার এই নীরব বীরত্ব তারাই ইতিহাসের পাতায় আপনার নাম মসীলিপ্ত করে রাখবে নয়া মীরজাফর রূপে।

[অশোকের মুখে এই প্রথম খেলে যায় একটা ভীত ভাব]

এখন বলা না বলা আপনার ইচ্ছে। আপনাকে শহীদ হতে আমরা দেব না। কাউকে কিছু বলতে পারবেন না। জামাই আদরে থাকবেন, আর প্রতি মুহূর্তে দেশের অভিশাপ মাথায় বর্ষিত হবে—এ শান্তি রায়কে ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। আপনার উঁচু মাথা হেঁট করে দেবে অশোকবাবু। এই চৌবে, অশোকবাবুর জন্যে প্রথম শ্রেণীর রাজবন্দীর সেল ঠিক করো। স্প্রিং-এর খাট, ফুলদানি, সেতার, গ্রামোফোন, বই, সব ব্যবস্থা করো। খাবার আসবে আমার বাড়ি থেকে।

[অস্ফুট আর্তনাদ করে অশোক মুখ ঢাকে]

এবং এই সংবাদটা ভাল করে ক্যাম্পের চারদিকে রটাও। হঠাৎ অশোক চাটুয্যেকে প্রোমোশন দেয়া হয়েছে।........অশোকবাবু, কি খাবেন, ভাত না লুচি ?

[অশোকের চোখ ফেটে জল আসতে থাকে]

দেবযানীর মা রাঁধেন বড় ভাল। খেয়ে ভুলতে পারবেন না।

অশোক —[কাঁদতে কাঁদতে] শয়তান !

[পলকে হিতেন চুরুটটা চেপে ধরেন হাতে। আর্তনাদ করে হাত সরিয়ে নেয় অশোক]

হিতেন—আগে গেলেও শালার শালা, পেছনে গেলেও শালার শালা। In any case, আপনি বিশ্বাসঘাতক বলছেনই। বৃথা শরীরটাকে ক্ষয় করবেন কেন ? সব ঝেড়ে-কেশেই বিশ্বাসঘাতক সাজুন না।

[অশোক এবার উঠে আক্রমণ করতে যায় হিতেনকে। সেপাইরা দুজনে মিলে ডাণ্ডা চালিয়ে ফেলে দেয় অশোককে।]

আঃ মারছ কেন ? উনি আমাদের জামাই ! সম্মানিত অতিথি ! ডাক্তার সাহেব, জ্ঞান ফেরান।

[ডাক্তার কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন ; এবার ঝুঁকে পড়েন ইন্‌জেকশন দিতে। হিতেন হাসেন, প্রকাশ একটু কাঁচুমাচু হয়ে পড়েন]

After all, প্রকাশবাবু, আমিই বোধহয় জিতলাম।

ডাক্তার—অশোক ! কেমন লাগছে ? অশোক।

অশোক—একটা ষ্টীমার........একটা........ষ্টীমার আলোয় আলোকিত জানলা মেঘনায় তার প্রতিবিম্ব........রাধারাণীকে বলো........ শান্তিদা, রাধারাণীকে বলো.......

[ডাক্তার প্রমাদ গণেন]

ডাক্তার—অশোক, চুপ করো, চুপ—

[হিতেন একলাফে এসে পড়েন]

হিতেন—ডেলিরিয়াম ?

ডাক্তার—আজে বাজে কথা বলছে।

হিতেন—শ্ শ্ শ্ শ্।

অশোক—ষ্টীমারের ঝক্ ঝক্, ঝক্ ঝক্ শচী, চলো চলে যাই—শান্তিদা....

[হিতেন ঝুঁকে পড়েন]

শান্তিদা, রাধারাণীর ঘরে খবর দাও, রাধারাণী....ষ্টীমারটার আলোকিত জানলা—

ডাক্তার—অশোক। কথা বলো না বাবু তুমি—

হিতেন—সাইলেন্স্।

[ইংগিত করতে প্রকাশ এসে ডাক্তারকে ঠেলে সরিয়ে দেন। হিতেন শুনছেন।]

অশোক—শান্তিদা খবর দাও........রাধার ঘরে জ্যোতিকে খবর দাও....
শান্তিদা, রাধার ঘরে খবর দিন, শান্তিদা, আমার হাত বাঁধা।

[হিতেন শুনছেন উৎকর্ণ হয়ে]

পর্দা

পাঁচ

রাধারাণীর ঘর। মেঝের মাঝখানে এক বিরাট গর্ত।
ওপাশে জানলায় চোখ লাগিয়ে রাধারাণী দাঁড়িয়ে বাইরে লক্ষ্য রাখছে।
কুমুদ আর দেবব্রতবাবু বসে কি সব নক্‌শা আঁকছেন।
বিকেল। ক্রমশ আলো পড়ে আসছে।
দেবব্রতকে কেমন যেন ক্লান্ত মনে হয়।

দেবব্রত—আর মাত্র গজ দশেক; তারপরই we shall be ready for action! অর্থাৎ কাল সকালেই।

কুমুদ—হাতে কড়া পড়ে গেছে। প্রথম দুহপ্তা কেটে রক্ত বেরুতো। এখন হাসি পায়।

দেবব্রত—বিপিনের হচ্ছে সুবিধে। মাটিকাটায় ও আনন্দ পায়।

কুমুদ—আপনাকে দেখে অবাক হয়ে গেছি মাষ্টার মশায়। ভাবিনি আপনি পারবেন।

দেবব্রত—আমিও না।

রাধা—একটা পুলিশের লোক—এদিক-ওদিক ঘুরছে কিছুক্ষণ থেকে।

[কুমুদ ও দেবব্রত একলাফে জানলায় পৌছোন]

ঐ যে;

কুমুদ—কি করে বুঝলে পুলিশের লোক?

রাধা—তাকিয়ে দেখুন কোমরের কাছটা উঁচু হয়ে আছে। বন্দুক আছে।

কুমুদ—সাবাস।

রাধা—চোখ তৈরি হয়ে গেছে।

দেবব্রত—কতক্ষণ থেকে ঘুরছে?

রাধা—আধ ঘণ্টা।

দেবব্রত—লক্ষ্য রেখো।

[দুজনে সরে আসেন]

গতিক ভাল নয়।

কুমুদ—চোলাই মদ ধরতে এসেছে হয়তো।

দেবব্রত—তবেই বাঁচা যায়। তিন দিন তিন রাত্রি অশোককে জেরা করছে ওরা। একটা কথা বেরুলেই সবাই শেষ।

কুমুদ—অশোকদা! বোধ হয় বলবে না।—তবু, ওর বাড়িতে যাওয়া উচিত হয় নি। হুকুম অমান্য করে—হি।

[দেবব্রত তাকান কুমুদের দিকে]

দেবব্রত—স্ত্রীর মুখ দেখতে ইচ্ছে করেছিল, কুমুদ। অথবা মায়ের।

কুমুদ—শান্তিদার হুকুম ছিল বাড়িতে যেন না-যায়।

দেবব্রত—হুকুম! হ্যাঁ!

[একটু নীরবতা]

কুমুদ, তুমি পরশু সন্ধ্যেয় দেবযানী দাশগুপ্তের সংগে দেখা করেছিলে কেন?

[কুমুদ চমকে ওঠে]

কুমুদ—কেমন করে জানলেন?

দেবব্রত—শান্তিদার চোখ এড়ায় নি। সেটাও তাঁর আদেশ-বিরুদ্ধ জানো?

কুমুদ—আমি পারি নি, মাষ্টারমশাই, নিজেকে সামলাতে পারি নি। আর দু এক দিনের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড ঘটে যাবে। তার আগে একবার—

দেবব্রত—শৃংখলা ভেঙেছ, কুমুদ।

কুমুদ—[চেঁচিয়ে] বেশ করেছি। ব্রহ্মচর্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছি। কিন্তু আমরাও মানুষ।

দেবব্রত—তুমি অত চেঁচাচ্ছ কেন?

কুমুদ—I am sorry ! এ ক'মাসের দিনরাত্রি পরিশ্রম আর উদ্বেগে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দু দণ্ড শান্তি পেতে গিয়েছিলাম দেবযানীর কাছে। অপরাধ করে থাকি, শাস্তি দিন আপনারা।

দেবব্রত—শাস্তি দেবেন শান্তিদা।

[জ্যোতির্ময় ও বিপিন উঠে আসে গহ্বর থেকে। মাটিমাখা চেহারা]

জ্যোতির্ময়—শিফ্‌ট্ শ্যাষ হইছে। যান আপনারা। একটা কোদালের ব্লেড নড়বড় করতে আছে। সাবধানে কোপাইবেন।

[কুমুদ ও দেবব্রত গহ্বরে নামেন তৎক্ষণাৎ]

আবার দিকভ্রম কইরা ঢাকা অভিমুখে যাইয়েন না।

[বিপিন তক্তপোষে সটান শুয়ে পড়ে]

বিপিন—জল দিতি পারো ?

[রাধা জল দিয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে যায়]

জ্যোতির্ময়—শহরের সিচুয়েশন কি ? [উঁকি দিয়ে] ১৪৪ ধারার প্রকোপে কিঞ্চিৎ কোয়ায়েট। সেদিন টোপর-শুদ্ধ এক বররে ধইরা লইয়া গেছিল। মিছিল কইরা ব্রাইডগ্রুম কন্যাবাটি যাইতে আছিল।

বিপিন—ক্যান্ যে মস্করা করিস ? কেউ শোনেও না, বোঝেও না।

জ্যোতির্ময়—হেই হইছে জ্বালা। সময়ের আগে বর্ণ্ হইছি।

বিপিন—অশোকরে তাহলি ভাঙতি পারে নাই অখনো।

জ্যোতির্ময়—অশোক ! ইমপসিবল্ ! মইরা যাইব গা, বাট স্পীক করব না।

বিপিন—কেমনে বুঝতিছ ?

জ্যোতির্ময়—স্পীক কইরা ফেললে এদ্দিনে সবকয়ডা জেইলে যাইয়া বইস্যা থাকতাম না ?

বিপিন—ভবিষ্যতে যে কবে না তার কি নিশ্চয়তা ?

জ্যোতির্ময়—আরে কচু—তাও জানো না ফার্স্ট কয়ডা দিনই বা ভয়। তারপর বীটিং খাটতে খাটতে গায়ে পশুর শক্তি আইস্যা পড়ে—এনিম্যাল রেসিস্‌টেন্স। সেই কণ্ডিশনে গাঁয়ের নিতাই বাগ্দী ও সূর্য স্যানে কোনো ডিফারেন্‌স্ থা'কে না। শিব! শিব! কর্পূরগৌরম্ করুণাবতারম্ সংসারসারম্ ভুযগেন্দ্রহারম্।

বিপিন—দিন যায়, দিনের পর রাত আসে—ক্রমশ ঘনায়ে আসে কালরাত্রি।

জ্যোতির্ময়—ভগবানরে ডাকো। প্রে টু গড্ ফর অশোক।

রাধা—সিরাজুল আসছে।

[রাধা দরজা খোলে। সাইকেলের ঘণ্টাবাজে। সিরাজুল ঢোকে।]

সিরাজুল—মাষ্টারমশাই কই ?

জ্যোতির্ময়—বিলো। মাটি কাটতে আছে।

সিরাজুল—ডাকো। শান্তিদার পত্র। ঘাটায় বইসা আছি ; ইস্কুলের সুধা দপ্তরী আইসা দিয়া গেল।

জ্যোতির্ময়—না, কাউরে ডাকা চলব না। কর্ম ইন্‌টেরাপ্ট করা বারণ আছে।

সিরাজুল—কইল জরুরী পত্র।

জ্যোতির্ময়—দেখি।

[চিঠি খুলে পড়ে। শিউরে ওঠে। গম্ভীরস্বরে—]

বিপিন, মাষ্টার মশাইরে ডাক।

[বিপিন গহ্বরমুখে একটা ঘণ্টা বাজায়]

বিপিন—কি লেখ্‌ছে পত্রে।

জ্যোতির্ময়—বিপিন অশোক সব বইলা দিছে। হি হ্যাজ্ স্পোকেন।

রাধা—এ হতে পারে না। মিথ্যে কথা।

জ্যোতির্ময়—শান্তিদার খবর ভুল হয় না।

[বিপিন বসে পড়ে তক্তপোষের ওপর]

সিরাজুল—অশোক! অশোকদাদা বিশ্বাসঘাতক!

জ্যোতির্ময়—লোন্‌লিনেস! একাকীত্ব! বোঝো? পুলিশ ক্যাম্পের মইধ্যে সম্পূর্ন একা আর চাইরদিকে রক্তলোভী নিশাচর। অতি বড় বিপ্লবীরও নার্ভ শেক কইরা যায়।

[মাস্টারমশাই আর কুমুদ বেরিয়ে আসেন]

দেবব্রত—কি? কি হয়েছে?

[জ্যোতির্ময় কোনো কথা না বলে চিঠিটা বাড়িয়ে দেয়। পড়তে পড়তে দেবব্রত চলে যান]

এ-এ যে স্বপ্নের অতীত!

কুমুদ—কি? কি হয়েছে?

জ্যোতির্ময়—অশোক।

কুমুদ—(শিউরে উঠে) বলে দিয়েছে?

জ্যোতির্ময়—হ।

রাধা—বিশ্বাস করি না।

কুমুদ—আমিও না।

দেবব্রত—(পড়েন): বন্দীকে রাজসমাদরে রাখা হইয়াছে। ছাপাখানা খানাতল্লাসের সময়ে তাহাকে দেখা যায় জন্‌সনের গাড়িতে। হিতেন রাধার ঘরে যাইবে, আজই। প্রস্তুত থাকিবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখিবে। তাহার পর লড়াই করিবে। ধরা পড়িবে না। মনে রাখিও নিতান্ত আক্রান্ত না হইলে একটি টোটাও ব্যবহার করিবে না।

কুমুদ—হিতেনবাবু আসছেন।

বিপিন—মরতি হয় ওরে নিইয়ে মরবো।

দেবব্রত—(পড়েন) "বিশ্বাসঘাতককে যে শাস্তি দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছ তাহা প্রদান করিতে হইবে। যে যেখানে তাহাকে দেখিবে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিবে এবিষয়ে বিস্তৃত মতামত আহ্বান করিবে।—শান্তিদা।"

জ্যোতির্ময়—অশোকরে স্বহস্তে—! এ হুকুম মানিনা।

কুমুদ—না, কক্ষনোনা।

দেবব্রত—যে মারতে অস্বীকার করবে সেই বিশ্বাসঘাতক।

[দেবব্রতর গম্ভীর স্বরে সবাই থেমে যায়]

পিস্তলগুলো বার করো, কার্ট্রিজ ভরো। সমস্ত জিনিষ সরাও এখানে থেকে।

[কয়েক পিপে বারুদ ছিল চটে ঢাকা, সেগুলো গহ্বরে নামানো হয়, কিছু কাগজ পোড়ান দেবব্রত।]

[জ্যোতির্ময় পিস্তল বিলি করে। দেবব্রত বিলি করে ছোট ছোট ক্যাপস্যুল]

ধরা পড়বে না। এই নাও। পাতলা কাঁচ, এক কামড়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

রাধা—হিতেন দাসগুপ্ত!

[সব জিনিষ সরাবারও সময় নেই। তবু যা পারে ঠেলে গহ্বরে ফেলে সবাই লাফিয়ে পড়ে নিচে, সিরাজুল ও রাধা ছাড়া। সিরাজুল একটা চাটাই এনে গর্তটা চাপা দেয়। তার ওপর রাখে একটা টেবিল। তারপর দুজনে গভীর প্রেমে মত্ত হয়ে ওঠে। দরজাটা ধড়াস করে খুলে যায়। হিতেন প্রবেশ করেন।]

কি চাই?

[হিতেন সিরাজুলকে আপাদমস্তক দেখেন]

হিতেন—কি নাম?

সিরাজুল—সিরাজুল ইসলাম, হুজুর।

হিতেন—কি কাজ করিস?

সিরাজুল—এমারেল্ড ইষ্টিমারে সেকেণ্ড সারেং।

হিতেন—এখানে কি?

[সিরাজুল অর্থপূর্ণ একটা হাসি ছাড়ে কিন্তু হিতেনের রোষ-কশায়িত দৃষ্টির সামনে হোঁচট খেয়ে থেমে যায়।]

যা!

[সিরাজুল রওনা হয়। রাধা পেছন থেকে জামা ধরে ফেলে]

রাধা—পয়সা দিয়ে যা মিন্‌সে,—মরণ হয়না তো ?

[তাড়াতাড়ি টাকা ফেলে সিরাজুল পালায়]

এ দরিদ্রের ঘরে হুজুর কি মনে করে ?

হিতেন—তুমিই বুঝি রাধারাণী ?

রাধা—লোকে আমাকে তাই বলে বটে, ওটা আমার আটপৌরে নাম।

[কাছ ঘেঁষে আসে]

যারা আমাকে ভালবাসে তারা আমাকে অন্য নামে ডাকে, জানো ?

হিতেন—কি নাম সেটা ?

রাধা—সেটা শুধু একজন জানে, আর কাউকে সে নাম বলব না কথা দিয়েছি।

হিতেন—আমাকেও না ?

রাধা—না, তোমাকেও না। (হাসে) না, না, বলছি। কাউকে বোলো না। বলো, বলবে না ?

হিতেন—না, বলব না। কি নাম ?

রাধা—খেঁদি।

হিতেন—তোমার রেট্‌ কতো ?

রাধা—এক একজনের এক এক রকম। আমার যদি ভাল লাগে তবে কম। আর না লাগলে দশ টাকা।

হিতেন—কদ্দিন এঘরে আছ ?

রাধা—তিনবছর। কি খাবে ?

হিতেন—কি আছে ?

রাধা—তুমি তো আবার পুলিশ সাহেব। কি আছে বলে দিলে ধরে নিয়ে যাবে যে !

হিতেন—না, না, পুলিশ নই, এখন পুলিশ নই। পুলিশ হলে কি তোমার ঘরে আসি ?

রাধা—তাহলে বাংলা খাও। ভাল জিনিষ। দু' নম্বর।

হিতেন—গেলাস ভাল করে ধুয়ে নিয়ো। ঐ বেলচাটা এখানে কেন ?

রাধা—বাগান করি।

হিতেন—কোথায় ?

রাধা—ঘরের পেছনে।

হিতেন—কিসের বাগান ?

রাধা—ফুলের।

হিতেন—বস্তীর মধ্যে ফুলের বাগান ?

রাধা—হ্যাঁ।

[রাধা বোতল গেলাস বার করে একটা হাঁড়ির মধ্যে থেকে। হিতেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ঘরটাকে পরীক্ষা করতে থাকেন।]

হিতেন—বাঃ, তুমি তো জিনিষপত্র বেশ লুকিয়ে রাখতে জানো খেঁদি।

রাধা—কেন ?

হিতেন—হাঁড়ির মধ্যে থেকে বোতল বেরুলো। আরো কোথা থেকে কি বেরুবে কে জানে ?

রাধা—তোমাদের আবগারির লোক বড় জ্বালায়। লুকিয়ে না রাখলে রক্ষে আছে ?

[হিতেন পায়চারি করতে থাকেন। চাটাইয়ের চারপাশেই তার লক্ষ্য বেশি]

এস, খাও। এ জিনিষ কখনো খেয়েছ ? হলপ করে বলতে পারি, কখনো চাখোওনি।

হিতেন—আমি তো খাবো না খেঁদি।

রাধা—কেন ?

হিতেন—এতে কিঁ মিশিয়ে দিয়েছ কে জানে ?

[চম্‌কে ওঠে রাধা]

তুমি আগে খাও, তারপর আমি খাবো।

[এক মুহূর্ত রাধা ভয়ে কাঁপে। তারপর হাসি ফুটিয়ে গেলাস তুলে নেয়।]

রাধা—বাবা, বাবা ! এত ভয় ?

[মুখে ছোঁয়াতেই হিতেন বাধা দেন]

হিতেন—থাক, ঠিক আছে। খাবো'খন। তুমি কি ঘরের মধ্যেও বাগান করো ?

রাধা—(গেলাস নামিয়ে) মানে ?

[হিতেন নিচু হয়ে খানিকটা মাটি কুড়িয়ে নেন মেঝে থেকে]

হিতেন—এটা কি, রাধা ?

রাধা—ঐ বেলচার সংগে এসে পড়েছে হয়তো।

হিতেন—বস্তীর মধ্যে বাগান, ঘরের মধ্যে মাটি, হাঁড়ির মধ্যে বোতল, রাধার নাম খেঁদি এর একটাও যে আমার ভাল লাগছে না, রাধা।

[এক টানে টেবিলটা সরিয়ে ফেলেন। রাধা চম্‌কে ওঠে। নিচু হয়ে চাটাইটা পরীক্ষা করছেন হিতেন]

রাধা—ওকি করছ ?

হিতেন—এখানে মাটি খুঁড়েছ কেন ?

[একটানে চাটাই সরান। রাধাও কুলুঙ্গি থেকে পিস্তল নিয়ে জামার মধ্যে পোরে।]

তক্তা দিয়ে গর্তটা ঢেকে রেখেছ কেন, খেঁদি ?

রাধা—ওর মধ্যে, বুঝলে পুলিশ সাহেব চোলাইয়ের সরঞ্জাম আছে।

হিতেন—খোলো তো দেখি।

রাধা—আমি খুলব কিগো ? পাঁচজন লোক লাগে ওটা সরাতে। দোহাই ধর্ম পুলিশ সাহেব, ওটা সরিও না।• আমার দলের লোকেরা আমাকে মেরে ফেলবে।

[হিতেন বেলচা দিয়ে তক্তার ফাঁকে চাড় দিতে সুরু করেন]

ওখান থেকে সরে দাঁড়াও !

[পিস্তল বার করে দুহাতে সেটাকে চেপে ধরে রাখে রাধারাণী। হিতেনের হাত থেকে বেলচা পড়ে যায়। কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকেন তিনি। তারপর হাসেন মৃদুস্বরে।]

হিতেন--ওরে বাবা! এ যে রীতিমত বীরাংগনা দেখছি। তা গুলি করো না, খেঁদি। গালির মোড়ে সেপাই দাঁড়িয়ে আছে, শব্দ হ'লেই ছুটে আসবে। করো, গুলি করো। সবশুদ্ধ ধরা পড়বে। কই, ফায়ার করলে না?

[এগিয়ে যেতে থাকেন]

মারো, ঘোড়া টেপো! কি হোলো? শব্দ হওয়ার সংগে সংগে চারদিক থেকে ছুটে আসবে। বস্তী ঘিরে রেখেছে সেপাইরা। কি হোলো? সাহস উবে গেল?

[একলাফে হাত চেপে ধরেন রাধার, পিস্তল কেড়ে নিয়ে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেন দুবার তিনবার, রাধা পড়ে যায়।]

কি বোকা তুমি খেঁদি। ত্রিসীমানায় কোনো সেপাই নেই। হুঁ, জার্মন মেক, মাউজের। এবার তাহলে চলি খেঁদি? কি বলো? এবার সত্যি সেপাই ডাকতে হয়!

[রাধা হঠাৎ হাসতে সুরু করে। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হাসি]

হিতেন—কি হোলো, রাধা? হাসির কি হোলো?

রাধা—বড় মজা! জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ।

হিতেন—অর্থাৎ?

রাধা—তোমরা আমাকে ধরবে আমি স্বদেশী বলে, আর স্বদেশীরা মারবে আমাকে আমি বিশ্বাসঘাতক বলে।

হিতেন—সে কি? তুমি ওদের কমরেড, ওদের সাথী—

রাধা—আমি? বাবুদের কথাবার্তা আমি কি বুঝি? ওরা কি সব বলে, কি সব করে আমি কি তার বুঝি, পুলিশ সাহেব?

হিতেন—তা ঠিক। তোমার কাছ থেকে অতটা আশা করা যায় না।

রাধা—জাতব্যবসায়ী আমরা, তিন পুরুষ এই কাজ করছি। আর আজ দেখ কি ঘটে গেল ?

[রাধা হাসতে থাকে]

মাথার কাছে বন্দুক ধরে বলল, তোমার ঘরে কাজ করতে দাও, নইলে খুলি উড়িয়ে দেব।

হিতেন—সব ছেড়ে তোমার ঘরের ওপর ওদের এত টান কেন বিবিজান ?

রাধা—কারণ আছে সাহেব, নইলে শুধু শুধু এই ঘরে এসে আস্তানা বেঁধেছে ?

[হিতেন কৌতূহলী হলেন]

হিতেন—কি কারণ ?

[রাধা ওকে জানলায় নিয়ে যায়]

রাধা—ঐ দেখ। কবরখানা।

হিতেন—দেখলাম। তাতে কি হোলো ?

রাধা—সাহেব, মাথায় একটু বুদ্ধি নেই ? ভাবো। এই নাও, নক্সা। ওরা তৈরী করেছে। এই আমার ঘর। এই সুড়ংগ। এই কবরখানার বটগাছতলা, এইখানে সব সাহেবরা জড়ো হয়।

[দেখতে দেখতে বিষম উত্তেজনায় হিতেন কাঁপতে থাকেন]

হিতেন—এসব—এসব কদ্দিন আগে শুরু হয়েছে ?

রাধা—তিন মাস।

হিতেন—তার মানে সুড়ংগ কাটা শেষ হয়েছে ?

রাধা—হ্যাঁ।

হিতেন—(চাপা উত্তেজিত স্বরে) এইখান থেকে বটগাছ তলা ?

রাধা—হ্যাঁ। একটা সর্ত আছে। সব তো বলছি ; আমি কী পাব ?

[হিতেন গহ্বর মুখে এসে দাঁড়ালেন]

হিতেন—কি চাই ?

রাধা—ঐ স্বদেশীদের হাত থেকে আমায় বাঁচাতে হবে। ওরা আমায় মেরে ফেলবে।

হিতেন—কে মারবে ? সবাইকে তো জেলে পুরব।

রাধা—সবাইকে ধরতে পারবে ? অসম্ভব। কেউ না কেউ পালাবেই। আর তার হাতে আমাকে মরতে হবে, আমি জানি। ঐ অশোক চাটুজ্যেকে যেমন মরতে হবে।

হিতেন—সে খবরও পেয়ে গেছ তোমরা ?

রাধা—হ্যাঁ।

হিতেন—কি করে পেলে ?

রাধা—সে তো জানিনা। বাবুরা সব বলাবলি করছিল। বলো, কথা দাও আমাকে বাঁচাবে।

হিতেন—হ্যাঁ, বাঁচাব, সব যদি বলো।

রাধা—বলছি তো। সব বলছি।

হিতেন—কে কে আসে এখানে ?

রাধা—একজনের নাম শুনেছি দেবব্রত ঘোষ, তাকে সবাই মাষ্টার মশাই বলে ডাকে।

হিতেন—Good heavens! আমারো মাষ্টারমশাই তিনি। তিনি ঐ ডাকাতদের দলে। আর কে ?

রাধা—জ্যোতির্ময় লাহিড়ী।

হিতেন—জানতাম। এর ওপর নজর আছে আমাদের। আর ?

রাধা—কুমুদ মুখুজ্যে। বাচ্চা ছেলে।

হিতেন—কুমুদ! জগন্নাথ মুখুজ্যের ছেলে কুমুদ। আমার মেয়েকে চিঠি লিখতো! সে! আশ্চর্য্য [আনন্দে] আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, খেঁদি! আর কে ?

রাধা—আর শান্তি রায়।

হিতেন—এ্যাঁ! এ ঘরে ?

রাধা—হ্যাঁ। রোজ আসেন।

হিতেন—কে সে? কেমন দেখতে?

রাধা—রাজপুত্রের মতন চেহারা। আর কী গায়ের জোর!

হিতেন—কে সে?

রাধা—কেমন করে জানব বাবু? তিনি আসেন, আর সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে নমস্কার করে। এইটুকু দেখেছি।

হিতন—আবার কখন আসবে এরা?

রাধা—কাল সকালে। ভোরবেলায়।

হিতেন—বেশ।

[উত্তেজনায় হিতেন ঘেমে ওঠেন, রুমালে মুখ মোছেন]

এই সুড়ংগটার উদ্দেশ্য কি জানো? বুঝেছ কিছু?

রাধা—বারুদ টারুদ দিয়ে কি একটা অগ্নিকাণ্ড করবে শুনেছি। বুঝতে পারিনি ঠিক। কাল বিকালে কয়েক পিপে বারুদ নামিয়েছে গর্তের মধ্যে।

হিতেন—বাঃ বাঃ! ভেবেছিলাম একটা Unimportant den, এখন দেখছি hornet's nest! রাধা, কাল ভোরে আবার দেখা হবে, বুঝেছ? শান্তি রায় থাকবে তো?

রাধা—তাই তো শুনেছি।

হিতেন—হুঁ। [প্রস্থানোদ্যত হ'ন]

রাধা—যেওনা, একা ফেলে যেওনা।

হিতেন—ব্যবস্থা করতে হবে তো সব। সেপাই টেপাই। সাহেব নিজেও আসবেন বোধ হয়।

রাধা—অনেক সময় আছে। একটু বোসো। খাও একটু। আমার বড় ভয় করে, বুঝলে? অন্ধকার হলেই গা ছম্ ছম্ করতে থাকে।

হিতেন—আর ভয় নেই, রাধা। এবার আমরা বাঁচাবো তোমাকে। তোমার শান্তি রায় বুঝি দেখতে খুব সুন্দর, না? কতটা লম্বা হবে।

রাধা—তা, এতটা। বোসো।

[হিতেন বসেন, একটা গেলাস এগিয়ে দেয় রাধা, একটা নিজে তোলে]

হিতেন—আমাদের তাহলে একটা সন্ধি হোলো, কেমন!

[রাধা গেলাস মুখে তোলে। হিতেনবাবু ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেলেন। রাধা চট করে গেলাস নামিয়ে রাখে]

বাঃ, বেশ তো। কড়া।

[রাধা আবার দিতে যায়। হিতেন বাধা দেন]

না। ডিউটিতে আছি, আর খাব না। এতক্ষণ পরে দেখছি তুমি দেখতে খুব সুন্দর তো!

[রাধা আস্তে আস্তে উঠে দরজার কাছে চলে যায়]

ওকি! কাছে এস। আমায় সব বলে ফেললে কেন রাধা? ভয়ে? আমাকে ভয় করোনা। সবাই ভয় করে আমাকে। এটাই হোলো আমার ট্র্যাজেডি। আমার স্ত্রী—দেবযানীর মা। সেও আমাকে ভয় করে। আর আমার হয়ে যায় রাগ। মারি, তবু সে আমাকে ভালবাসে না। মেয়ের গা পুড়িয়ে দিই তার মাকে ব্যথা দেয়ার জন্যে। পরে নিজেরই এমন কান্না পায়। আসলে কি জানো? ওরা সবাই আমাকে ঘৃণা করে। খাবার নেই কিছু? খাবার দাও না।

[রাধা এক প্লেট কাবাব ধরে দিয়ে আবার দূর থেকে লক্ষ্য করে হিতেনকে]

একি? এক গ্লাসে এমন নেশা? (হাসে) খালি পেটে খেয়েছি তাই। কাছে এস না। দূরে দূরে ছোঁয়া বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? (খাও একটু) চমৎকার! কাল সকালেই তোমার মুক্তি। তোমার কোন ভয় নেই। আমি বাঁচাবো। আমি দেখতে খারাপ? বলো তুমি।

রাধা—না, সুন্দর চেহারা তোমার।

হিতেন—শান্তি রায়ের চেয়ে সুন্দর?

রাধা—ন্ ন্ ন্—না।

[হিতেন হাসেন]

হিতেন—কিন্তু আমার ভেতরটা সুন্দর। কেউ সেটা বুঝলোনা। অনেক কাজে লাগতে পারতাম কিন্তু। দেখবে? আমি কি চীজ দেখবে, আমার সাহস কারুর চেয়ে কম নয়। দেখবে?

[পিস্তল বার করেন। সব টোটা বার করে নেন]

এইবারে একটা পুরে দিলাম—এই দেখ। ঘুরিয়ে দিলাম চাকাটা।

[সেই অবস্থায় হঠাৎ রিভলভার বন্ধ করে নিজের মাথায় ঠেকিয়ে ঘোড়া টেপেন। রাধা বিচলিত হয়ে পড়ে]

মরেও যেতে পারতাম। টোটাভরা ফুটোটা ঘুরতে ঘুরতে হ্যামারের লাইনে এসে যেতে পারত। One chance in five! সাহস নেই আমার?

রাধা—আছে।

হিতেন—মাথাটা অসম্ভব ঘুরছে। কাছে এস না, রাধা। খেঁদি নামটা জঘন্য। রাধা। জয়দেবের রাধা। কলেজে থাকতে কবিতা লিখতাম। এস না তোমার উষ্ণ দেহের স্পর্শে আমাকে একটু স্বপ্ন দেখতে দেবেনা? এই জড় পাষাণদেহে একটু প্রাণ! ও, বুঝেছি। তুমিও আমাকে ঘৃণা করো। তুমি একটা বেশ্যা, রূপোপজীবিনী তুমিও দেশদ্রোহীকে ঘৃণা করো। তুমিও নিজেকে—।

[হঠাৎ চোখ পড়ে রাধার গেলাসের দিকে]

একি? তুমি খাওনি কেন?

[তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বুঝতে পারেন তিনি প্রবঞ্চিত হয়েছেন। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। পড়ে যান হুড়মুড় করে]

শয়তান বেশ্যা!

[রিভলভার বার করেন, কিন্তু হাত কাঁপছে। তুলে ধরেন দুহাতেও রাখতে পারেন না পিস্তল, পড়ে যায় সেটা। এবার কষ্টেসৃষ্টে বার করেন হুইস্‌ল। ঠোঁটে তোলেন সেটা। রাধা এগিয়ে এসে এক আঘাতে সেটা মুখ থেকে ফেলে দেয়।]

চৌবে, পুলিশ ?

[আওয়াজ হয়না, ঘড়্ ঘড়্ শব্দ বেরোয় গলা থেকে। পড়ে যান মাটিতে। রাধা হাঁপাতে থাকে। একটা ঝড় বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। তারপর সম্বিৎ ফিরে পায় সে। ছুটে গিয়ে কাঠের তক্তার ওপর আঘাত করে তিনবার দ্রুত একটু থেমে আর একবার। পাটাতন তুলে বেরিয়ে আসে বিপ্লবীরা।]

রাধা—বিষ। অজ্ঞান হয়ে গেছে। সব জেনে গেছে ও। ওকে মেরে ফেলুন। এঘর থেকে ওকে জ্যান্ত বেরুতে দেবেন না। ওকে সব বলেছি। সব বলে ফেলেছি। নইলে খেতনা কিছুতেই।

দেবব্রত—আস্তে! থামো! মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি ?

জ্যোতির্ময়—আস, হালা। মারব না আর ? ধর্।

[পিস্তল টোটা প্রভৃতি বার করে কুমুদকে দেয়]

বিপিন—নিচে নিইয়ে চল্।

জ্যোতির্ময়—এ্যাঁ ?

বিপিন—সুড়ংগের মধ্যে নামায়ে শেষ করতি হবে।

জ্যোতির্ময়—ইন্ কোল্ড ব্লাড খুন করব ?

দেবব্রত—নইলে কি ছেড়ে দেবে নাকি ?

জ্যোতির্ময়—বন্দী কইরা রাখলে হয় না ? প্রিজোনার ?

দেবব্রত—Don't be silly ! কোথায় রাখবে ?

জ্যোতির্ময়—In the tunnel ! সুড়ংগের মধ্যে রাইখ্যা দিমু।

বিপিন—আকামের কথা বলতিছ নে, ধর্ কুমুদ!

[কুমুদ পিছিয়ে যায়]

ধর্!

জ্যোতির্ময়—দেবযানীর ফাদার! কুমুদরে ধরতে কইয়া আর ক্রুয়েলটি দেখাইওনা। ইনসেন্‌সেট্‌ ক্রীচার!

বিপিন—এই জানোয়ার অশোকের বউরে ধর্ষন করায়েছে। এরে মারতি আবার কওয়া লাগে। ধর্‌ জ্যোতি!

[জ্যোতির্ময় ও বিপিন টেনে লাস নিয়ে যায় নিচে। কুমুদ চুপ করে এক পাশে গিয়ে বসে। রাধা কাছে এসে গায়ে হাত দেয়। সজোরে সে হাত ছুঁড়ে দেয় কুমুদ]

কুমুদ—I am sick of it all! খুনোখুনি, রক্তপাত—উঃ! বমি আসে।

[জ্যোতির্ময় সোজা কুমুদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়]

জ্যোতির্ময়—হ্যামলেট ওফিলিয়ার ফাদারের বডি লুকাইয়া আইস্যা কইল সেফ্‌লি স্টোরড! পুরুষ হও, কুমুদ, নইলে পাগল হইয়া যাইবা।

দেবব্রত—Enough of this sentimental drivel! শান্তিদাকে খবর পাঠাতে হবে। সিরাজুলকে পাঠিয়ে দাও এই কাগজ দিয়ে।

[রাধা কাগজ নিয়ে বেরিয়ে যায়]

বড়জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা নিশ্চিন্ত। তারপরই হিতেন দশগুপ্তের স্যাঙাৎদের টনক নড়বে। এখানে কাজ এখুনি শেষ করতে হবে। অশোক চাটুয্যেকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক এই প্রস্তাব রাখলাম।

[সবাই চুপ করে থাকে]

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হোলো ধরে নিতে পারি?

জ্যোতির্ময়—একটা প্রশ্ন থাইক্যা যায়।

দেবব্রত—কি প্রশ্ন থাইক্যা যায়?

জ্যোতির্ময়—অশোক সব কয় নাই। আঁচ পাইছিল মাত্র। নইলে সেপাই লইয়া সারাউণ্ড কইরা ফেলত। অগার মতন চেক করতে আসত না।

বিপিন—এটা ঠিক। রাধার ঘরের খোঁজ পেয়েছে, কিন্তুক ঐ পর্যন্তই।

দেবব্রত—That is enough।

বিপিন—মারের চোটে একটা কথা ঝরায়ে ক্ষতি পারে। ক্ষতি তো কিছু হয় নাই. তার জন্যে একেবারে মৃত্যুদণ্ড ?

দেবব্রত—একটা কথাই বা বেরোবে কেন ? মরতে পারেনি ? আত্মহত্যা করতে পারেনি ? ধরা পড়ল কেন ? হাতে পিস্তল ছিলনা ? তার ওপর সমস্ত নির্দেশ লংঘন করে সে বাড়ি গেল কেন ? জানে না, নীলমনি নিজে ও বাড়ির ওপর নজর রেখেছে ?

[কেউ কথা বলে না কিছুক্ষণ]

জ্যোতির্ময়—মিস্‌টেক যে করছে এটা তো মানতেছিই।

দেবব্রত—Who says we can afford the luxury of a mistake, শান্তিদার দলে আছ, এটা শেখোনি এতদিন ?

[নীরবতা]

তাকে রাজার হালে রাখা হয়েছে ক্যাম্পে। হিতেনের বাড়ি থেকে তার খাবার আসে। ছাপাখানায় রাস্তা দেখিয়ে পুলিশকে নিয়ে গেছে সে। He is a traitor and ever there was one !

কুমুদ—আর মনে আছে যেদিন প্রথম প্ল্যান বল্‌লেন মাষ্টার মশাই, অশোকদা—অব্‌জেক্ট করে ছিল। ওর কথাবার্ত্তা সেদিন অত্যন্ত সন্দেহজনক বলে মনে হয়ে ছিল।

বিপিন—উইলমটরে মারার পর থেকেই কেমন ধারা বদলাতি লাগল অশোক।

[রাধা ফিরে এসে দাঁড়ায়]

দেবব্রত—তাহলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। হাত তোলো সবাই।

[ঈষৎ কম্পমান ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় পর পর হাত তোলে সবাই। রাধা কেঁদে ফেলে]

গৃহীত হোলো। যে যখন যেখানে দেখবে অশোক চাটুয্যেকে তৎক্ষণাৎ কুকুরের মতো গুলি করে মারবে তাকে। এবার বারুদ সাজাও গে সবাই।

জ্যোতির্ময়—এ্যাণ্ড্ প্রে টু গড্ ফর অশোক।

[দেবব্রত ও রাধা ছাড়া সবাই নেমে যায়। বিস্মিত রাধা দেখে মাষ্টার মশাই কাঁদছেন। চোখে মুখে রুমাল গুঁজে ভেঙে পড়েন দেবব্রত ঘোষ]

পর্দা

ছয়

অশোকদের বাড়ি।

আবার একটা রাত ঘনিয়ে এসেছে।

যোগেনবাবু চুপ করে পাথরের মতন বসে আছেন ' মাথায় ব্যাণ্ডেজ।

পায়ের কাছে, অদূরে বংগবাসী দেবী।

একমাত্র গোপা চট্টোপাধ্যায়ই বোধহয় বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কি ঘটেছে, তাই সে ঘরময় খেলে বেড়াচ্ছে। অনেকক্ষণ কেউ কথা বলে না।

বংগবাসী—আর লিখছ না কেন?

যোগেন—হ্যাঁ। কি বলেছিলেন?

শচী—এট্রাস্কান মৃৎশিল্পের বৈশিষ্ট্য যেমন লাল কালো রং এর সমাবেশ সেইরূপ—

যোগেন—লেখো। সেইরূপ সাদা ও নীলের ব্যবহারই গৌড়ে প্রাপ্ত ইয়মানি মৃৎ-পাত্রের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্ব কালের প্রথমার্ধে—

[যোগেনবাবু থেমে যান, খেই হারিয়ে গিয়ে চুপ করে থাকেন]

অসাড় কীটদষ্ট পুরাতনী! কি লাভ এসব ঘেঁটে!

বংগবাসী—(কঠোর স্বরে) ঐ বইটা শেষ করা হচ্ছে এখন আমাদের একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজ নেই কোন চিন্তা করব না।

যোগেন—আমি আর পারছি না আজ।

বংগবাসী—কেন? মাথায় যন্ত্রনা হচ্ছে?

যোগেন—না, মাথায় নয়, মনে। আমি বিশ্বাসঘাতকের জন্মদাতা।

শচী—অমি বিশ্বাস করিনা।

যোগেন—আর অবিশ্বাসের সুযোগ নেই মা। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে সাহেবের সঙ্গে গাড়িতে বসে সে সহযোদ্ধাদের ধরিয়ে দিয়েছে।

একদিনে তিন জায়গায় পুলিশের সঙ্গে তাকে দেখে গেছে। (একটু থেমে) নিজে মরবে ফাঁসীকাঠে, আমাদের মারল লজ্জায় আর অপমানে। কে জানে, ফাঁসীকাঠে হয়তো নাও মরতে পারে। জনসন সাহেবের বন্ধু হয়েছে, বাড়ি সাজিয়ে বসবে হয়তো, নীলমণি যেমন বসেছে।

শচী—পুলিশ ক্যাম্পে আমি তার মুখ দেখেছি। মরে গেলেও বিশ্বাস করব না সে বিশ্বাসঘাতক। আমার ইজ্জত যাওয়ার কথায়ও সে এতটুকু কাঁপে নি। অবশ্য ইজ্জত ওভাবে যায়না আমি জানি। বিপ্লবীর বাড়ীর লোক আমরা, সব ঝড়ঝাপটা সইতে হবে। তবু রক্ত মাংসের মানুষ নিজের স্ত্রীর চরম অপমানে খানিকটা বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ও কাঁপে নি। এতটুকু মাথা নোয়ায় নি। আজ কিসের জন্যে নিজের ইজ্জত বেচবে ?

যোগেন—প্রাণের ভয়ে। অথবা মারের চোটে। অথবা অর্থলোভে। প্রলোভনের অন্ত নেই। মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, যেতে পারে। অশোকেরও ভেঙেছে।

বংগবাসী—এ বাড়িতে ঐ নাম করা বারণ—! আমাদের ছেলে ছিল একটা। গত মঙ্গলবার তার মৃত্যু হয়েছে। লেখো শচী বইটা শেষ করতে হবে।

যোগেন—শচীর ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তারপর ও কি করে লিখবে, কি করে দৈনন্দিনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবে ?

বংগবাসী—খাওয়াতেই হবে। এবাড়ির কাজকর্ম আচারব্যবহারে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি চলবে না। যে মরে গেছে তার জন্যে ভেবে ভেবে আমাদের দিন কাটবে না।

শচী—কিন্তু পুতুল ? ওর বাবা মরে গেছে একথা ওকে কে বলবে ?

বংগবাসী—অনেকেরই বাবা মরে যায়। সেটা জগতের নিয়ম। তুই

না বলতে পারিস, আমি বলব। যা মুখ ধুয়ে আয়। ঠাণ্ডা পড়েছে, গায়ে জল দিবিনা। পুতুলকে আমি খাওয়াচ্ছি।

[গোপাকে নিয়ে বংগবাসী চলে যান। শচী অবাক হয়ে বসে থাকে।]

যোগেন—যাও শিগ্‌গির, নইলে মেরে বসতে পারে।

শচী—মাকে যত দেখছি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

যোগেন—অশোককে ভালবাসে রে, প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে। তাই এতটা আঘাত পেয়েছে। না, অশোককে ভালবাসে বললে ভুল হবে, ভালবাসে সেই ছন্নছাড়া বিপ্লবীটাকে চৌদ্দ বছর বয়স থেকে যে অনুশীলন সমিতির সদস্য। সেই অশোকের অন্য কোন চেহারা সে সইতে পারবে না। আয় আর একটু লিখি।

[শচী কলম তুলে নেয়। ঠিক এমনি সময়ে দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা যায়। শচী কলম ফেলে অস্ফুট চীৎকার করে ঘরের কোণায় সরে যায়—থর থর করে কাঁপছে সে]

কে? কোন ভয় নেই শচী। কে ওখানে?

[আবার করাঘাত হয়]

শচী—[ভীত আর্ত্তস্বরে] এত রাত্রে কে এল? পুলিশ না? হিতেন দাশগুপ্ত?

যোগেন—সাহস চাই মা, পুলিশ হলে লুকিয়ে কি করবে? ওগো শুনছ, কে দরজায় ঘা দিচ্ছে।

[বংগবাসী আসেন সোজা গিয়ে দরজা খুলেই একপা পিছিয়ে আসেন। প্রবেশ করে অশোক। মুখে ষ্টিকিং প্লাষ্টারের রাশি, কিন্তু গায়ে ফর্সা ধুতি, পাঞ্জাবি—একটু ঢিলে হয়েছে পাঞ্জাবিটা। কিছুক্ষণ কেউ কথা বলে না।]

মা—কি চাই এখানে?

অশোক—আমি—আমি অশোক।

মা—কে অশোক ? অশোক নামে কাউকে চিনিনা, চিনতে আমরা ঘৃণা বোধ করি। কি প্রয়োজন এখানে ?

[অশোক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর আসে]

যোগেন—অনাহূত ঘরে ঢুকছেন কেন ? কে আপনাকে এঘরে ঢোকার অনুমতি দিল ?

[অশোক বিদ্যুৎপৃষ্টের মতন একটু পিছিয়ে যায়। তারপর ম্লান হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।]

অশোক—তোমরাও শুনেছ তাহলে ?

যোগেন—হ্যাঁ, লুকিয়ে রাখতে পারো নি। শহরের সবাই জেনেছে।

অশোক—জানি। কতকগুলো ছোকরা রাস্তায় ঢিল মারল এক্ষুনি।

যোগেন—ঠিক নীলমণিকে যেমন মারে।

বংগবাসী—কেন এসেছ এখানে ?

অশোক—শচীকে দেখতে।

বংগবাসী—শচীকে দেখতে !! যে শচী নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিলিয়ে দিল তোমার জন্যে, তার সম্মান বিলিয়ে দিয়ে এসেছ পুলিশের কাছে। তারপরও শচীর মুখ দেখার মনের জোর আছে তোমার ?

যোগেন—শুধু শচী নয়। শচীর চেয়েও বড় তোমার সমিতি, তোমার নেতা শান্তিদা। তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি এ বাড়ীতে আশ্রয় পাবে আশা করো ?

অশোক—আশ্রয় পেতে তো আসিনি। তোমাদের কোন ভয় নেই, আমি এক্ষুনি চলে যাব।

যোগেন—ভয় নেই, তোমার পেছনে পুলিশ আছে কিনা কি করে বলব ? সঙ্গে সেপাই আনোনি ? এই বৃদ্ধ লেখকের মাথা ফাটিয়ে দিতে ?

[অশোক এগিয়ে যায় কাছে]

অশোক—কোথায় লেগেছিল ? কেমন আছ এখন ?

যোগেন—সরে যাও, দূর হও। সস্তা সহানুভূতি জ্ঞাপন ক'রে নিজের পাপ ঢাকতে চেষ্টা করোনা।

[ব গবাসীও এসে পড়েন মাঝে]

বংগবাসী—তোমারই নেতা শান্তি রায়ের আদেশ আছে তোমাকে এখানে জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করতে দেয়া চলবে না। তুমি চলে যাও এখান থেকে।

অশোক—শান্তিরায়ের সঙ্গে আমার মোকাবিলা হবে আলাদা। এখানে আসার আর একটি উদ্দেশ্য আছে। কয়েকটা কথা বলব। যদি অনুমতি দাও।

বংগবাসী—না, অনুমতি দিলাম না। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

শচী—না, বলো তুমি। সব বলো। মনের ভার হাল্কা করে যাও। জানি তোমার বুকে পাথরের মত চেপে আছে দুশ্চিন্তার রাশি।

[শচীর সারল্যে বংগবাসী প্রতিবাদ করতে পারেন না]

যোগেন—শচী !

অশোক—না, দুশ্চিন্তার রাশি টাশি সব বাজে Romantic self deception, আত্মপ্রবঞ্চনা। জীবনটাকে বাঁধতে হবে কড়া গণ্ডা হিসেব করে। যা দরকার তাই করতে হবে। যা দরকার নয় তা করার দরকার নেই। তবু আজকে একটু আবেগ যে বুকে নেই, তা নয়। একটু রোম্যানটিসিজম্ যে এসে পড়েছেনা তা নয়। হঠাৎ মনে হোলো আমার যারা প্রিয়জন তারা যেন আসল কথাটা জানতে পারে। আর কারুর জানা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার মেয়েকে যেন সারা জীবন এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়াতে না হয়।

[চুপ করে যায় অশোক]

যোগেন—পাঁচ বছর আগে কলেজ ময়দানের সেই জনসভা থেকেই জানি জ্বালাময়ী বক্তৃতায় তুমি দক্ষ। ওসবে চিঁড়ে ভিজবে না, অশোক।

অশোক—কি চাইছি আমি তোমাদের কাছে? করুণা? কক্ষনো না। সম্মান? না তাও না—তোমরা যা করছ ঠিক করছ। বিশ্বাসঘাতক বলে যাকে জেনেছ তাকে ঘৃণা করবেই তোমরা। তা নইলে আমার পিতা মাতা বলে তোমাদেরকে স্বীকারই করতাম না। আজ যদি তোমরা সটান দরজা খুলে আমাকে গ্রহণ করতে, যেন কিছুই হয়নি এই ভাব দেখিয়ে মা যদি আজ পায়েসের বাটি এগিয়ে দিতেন, তবে বুঝতাম তোমাদেরও পতন হয়েছে। যে পবিত্র আবহাওয়ায় আমি মানুষ হয়েছি, সে আবহাওয়া কলুষিত হয়েছে। না, তোমরাও একটু টলোনি আদর্শ থেকে। ছেলেকে তোমরা ক্ষমা করোনা—এটা জানতে পেরে আজ আমার মন আনন্দে নেচে উঠছে, বার বার তোমাদেরকে প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে। মনে হয়েছে. হ্যাঁ এঁদের সন্তান হয়ে জীবন ধন্য হয়েছে।

[এইবার বংগবাসীর চোখে জল আসে। সেটাকে ঠেকাতে গিয়েই তিনি ধমকে ওঠেন।]

বংগবাসী—ন্যাকামি রেখে আসল কথা বল।

[মার রুষ্টস্বরে কাতরতার স্পর্শ অশোকের কান এড়ায় না। সে হাসিমুখে এগিয়ে আসে কাছে। দৃঢ়স্বরে বলে—]

অশোক—বিশ্বাসঘাতক বলতে যা বোঝায় আমি তা নই।

[একটু নীরবতা। অশোককে বিশ্বাস করতে চাইছেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কিন্তু পারছেন না।]

যোগেন—এ কথার অর্থ?

অশোক—যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে সজ্ঞানে তার দেশকে বিকিয়ে দিয়েছে একথা তুমি বিশ্বাস কর?

যোগেন—হ্যাঁ করি। শান্তি রায়ের কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছি আমরা। তোমার চাইতে তাঁকে আমরা বেশি বিশ্বাস করি।

অশোক—শান্তি রায় তাঁর দলকে রক্ষা করছেন, বিপ্লবকে রক্ষা করছেন, দেশকে রক্ষা করছেন। তিনি মহান, তিনি বিরাট, আক্রমণের সম্ভাবনাতেই তাঁকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। অশোক চাটুয্যে সেই বিরাট প্রস্তুতির মধ্যে সামান্য একটা বিন্দু মাত্র, একটা জ্যামিতিক বিন্দু। কিন্তু তোমাদের কাছে আমি একটা পূর্ণাংগ, সম্পূর্ণ মানুষ। তোমাদের গায়ের রক্তে মাংসে আমার দেহ গড়ে উঠেছে। শান্তি রায়ের পক্ষে যে মানুষটাকে বোঝা অসম্ভব, তোমাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না?

[এবার বাবা মা কেউই কোন জবাব দিতে পারেন না]

আমার বিশ্বাস ঘাতকতার পুরো কাহিনীটা ওদের একটা ভাঁওতা, আমার মন ভেঙে দেয়ার একটা ষড়যন্ত্র। এবং ওরা কৃতকার্য যে হয়নি একথা বলতে পারিনা। রাতের পর রাত আমার চোখে ঘুম নেই। আমি নিঃসংগ, একা। দিন হলেই এইসব কাপড় জামা পরিয়ে বসিয়ে দেয় জনসন সাহেবের গাড়িতে। কিন্তু কেউ কি জানে তখন আমার পা থাকে সীটের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা? পাশে থাকে সশস্ত্র প্রহরী? তারপর যখন ওরা জানতে পারল আমি দল থেকে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, তখন আমাকে ছেড়ে দিতে আরম্ভ করল। জানে এখন আর আমার যাওয়ার জায়গা নেই। যেখানেই যাই, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই প্রাণভয়ে ভীত মানুষটা পালিয়ে আসবে পুলিশ ক্যাম্পে, কারাগার তার কাছে আশ্রয় এখন। বন্ধুর হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় শত্রুর কারাগার।

যোগেন—তুমি যে আমাদের ছলনা করছ না তার কি প্রমাণ?

অশোক—প্রমাণ !

যোগেন চাটুয্যের ছেলে বিপ্লবী অশোক চাটুয্যের মুখের কথাই প্রমাণ। আমার কাছে প্রমাণ চেয়ে নিজের পিতৃত্বের অসম্মান কোরো না, বাবা। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ওদের অমানুষিক পীড়ন যে সহ্য করেছে মিথ্যে কথা বলার সংকীর্ণতা তার মধ্যে আর থাকে না।

[একটু চুপ করে থাকে]

আবার অবৈজ্ঞানিক আবেগ আজ এসে পড়েছে। আসা উচিত নয়। বিশ্বাস করতে হয় করো, না করতে চাইলে কোরো না।

শচী—আমি বিশ্বাস করি। প্রত্যেকটা কথা বিশ্বাস করি।

অশোক—আমি জানতাম তুমি করবে, তুমি পাশে থাকো বলেই আমি জোর পাই। মা, সেই রিভলভারটা চাই।

বংগবাসী—কেন ?

অশোক—নিজেকে আর বিশ্বাস করতে পারছিনা। ক্রমশ মাথার মধ্যে পারম্পর্যের খেই হারিয়ে যাচ্ছে' আমি বোধ হয় ঘুমের মধ্যে কথা বলতে শুরু করেছি। আজ কাল তাই প্রাণপণে চেষ্টা করি না ঘুমোতে—দাঁড়িয়ে থাকি, ছুটে বেড়াই সেল্ এর মধ্যে, দেয়ালে মাথা ঠুকি যাতে ঘুম না আসে। কিন্তু দু রাত তিন রাত পর ঘুম আসে। কখন যেন মাটিতে পড়ে যাই। যখন ঘুম ভাঙে, দেখি শকুনের মতন আমার ওপর ঝুঁকে রয়েছে সাব্-ইন্স্পেক্টর প্রকাশ মুখুটি। তাই আর তো ঝুঁকি নেয়া চলে না। কি বলে ফেলব কে জানে ? কি বলে ফেলেছি তাই বা কে জানে ?

বংগবাসী—তা বলে পিস্তল নিয়ে কি করবি ?

অশোক—ধুতি দিয়েও হোতো, কিন্তু ক্যাম্পে ফেরামাত্র ধুতি খুলে পায়জামা পরিয়ে দেয়া হয়।

বংগবাসী—কি····কি বলছিস !!

অশোক—পিস্তলটা নিয়ে এস।

[শচী কেঁদে ফেলে]

শচী—তুমি কি একেবারে নির্দয় ?

অশোক—ওসব বাজে সেন্টিমেণ্টের সময় নেই। ভেবো না আত্মগ্লানিতে আত্মঘাতী হচ্ছি। ফলাফল হিসেব করে খুব ঠাণ্ডা মাথায় বাধ্য হয়েই এ সিদ্ধান্তে এসেছি। বেঁচে থেকে সমিতির জন্যে যা করতে পেরেছি, মরে গিয়ে তার চেয়ে বেশি করতে পারব। মরাটা এখন সমিতির জন্যেই দরকার। একটা ভীষণ বিপদ কেটে যাবে শান্তিদার। আরো মজা কি জানো ? শান্তিদা যে কে সারা জীবন একবার জানতেও পারলাম না, দেখা তো দূরের কথা।

[শচী ছুটে আসে কাছে]

[প্রকাশ মুখুটি প্রবেশ করেন, গায়ে পাঞ্জাবি, ধুতি। অশোক থেমে যায়। শচী অস্ফুট আর্তনাদ করে সরে যায়—পিতা মাতা অবাক হন]

প্রকাশ—অশোক বাবু চলুন, আর কতক্ষণ ? কিছু পেলেন information ?

যোগেন—এ ভদ্রলোক কে, অশোক ?

অশোক—ইনিই সাব ইন্‌স্‌পেক্টর প্রকাশবাবু।

[এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বোমার মতন ফেটে পড়েন যোগেন]

যোগেন—ও বুঝেছি। কি অপূর্ব তোমার অভিনয়। কতকগুলি হতভাগ্য প্রাণীর মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে গেলে। ইনফর্মেশন যোগাড়ে বেরিয়েছ, না ? সংগে রয়েছেন বিশ্বস্ত বন্ধু।

অশোক—না, না, কি বলছ বাবা ? ইনি সব সময়েই সংগে থাকেন। আমি এসেছিলাম—মানে তোমরা বুঝতে পারছ না—

বংগবাসী—সব বুঝতে পেরেছি আর কিছু বোঝার দরকার নেই।

প্রকাশ—আপনারা কেন এত উত্তেজিত হয়েছেন বুঝতে পারছি না, অশোকবাবু আমাদের সাহায্য করছেন। ওঁর জীবন শান্তি রায়দের হাতে বিপন্ন তাই ওঁকে রক্ষা করার কাজেই আমি নিযুক্ত।

যোগেন—বাঃ exeellent, অশোক। বডিগার্ড নিয়ে ঘুরছ বাপমায়ের সংগে দেখা করার সময়েও ?

অশোক—বডিগার্ড ! ইনি আমার সংগ ছাড়েন ভেবেছো ?

যোগেন—কি বোকা আমরা না অশোক ? তোমাকে বিশ্বাস করে বসেছিলাম আর একটু হলে।

অশোক—শোনো বাবা, আমার কথাটা ....

যোগেন—(চীৎকার করে) বেরিয়ে যাও। ইনফর্মার, স্পাই।

বংগবাসী—শচীর সর্বনাশ করেছে যারা তাদের নিয়ে এ বাড়িতে এসেছ এতবড় স্পর্ধা তোমার !

প্রকাশ—ও ব্যাপারটার জন্যে আমরা আন্তরিক দুঃখিত, কিন্তু অশোকবাবু নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। উনি এখন নিজের জীবন বিপন্ন করেও আমাদের সাহায্য করছেন। তাই না, অশোকবাবু ?

[অশোক ম্লান হাসে]

অশোক—আপনাকে বাইরে দাঁড়াতে বলেছিলাম প্রকাশবাবু ভেতরে এলেন কেন ?

যোগেন—এই কি আমাদের ছেলে ? ছি, ছি, ছি,।

প্রকাশ—আমরা দুজনে বর্ত্তমানে শান্তি রায়ের আইডেণ্টিটি বার করার চেষ্টা করছি। উনি বললেন আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে জেনেছেন, তাই এখানে আসা।

[অশোক কপালে করাঘাত করে]

নইলে আপনাদের এভাবে ডিস্‌টার্ব করতাম না।

বংগবাসী—ও, তুমি শান্তি রায়কে খুঁজতে বেরিয়েছ ?

অশোক—ও কথা না বললে বাড়ি আসতে দিত না।

বংগবাসী—শান্তি রায় কে আমরা জানি না। যিনিই হোন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমাদের মত শয়তানদের হাতে যেন না পড়েন।

যোগেন—আরো প্রার্থনা করছি তাঁর নিরপত্তার জন্যে আমাদের ছেলে অশোক চাটুয্যের যেন অতি শীঘ্র মৃত্যু হয়।

অশোক—কি বললে ?…………………মা, তোমারো কি সেই প্রার্থনা ?

[বংগবাসী কেঁদে ফেলেন]

যোগেন—কাঁদছ কেন ? এই নরাধম দেশদ্রোহী পুত্রের জন্যে চোখের জল ?

বংগবাসী—চিরকাল তো ও এরকম ছিলনা—একদিন ছিল যেদিন দেশের ডাকে……..

[মা কাঁদতে থাকেন]

অশোক—শচী, তুমি ? তুমিও আর বিশ্বাস করছ না না ?

শচী—না, আমার বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছ তুমি।

অশোক—আমার যে—আমার যে আর দাঁড়াবার ঠাঁই রইল না।

[গোপা ঢোকে—ঘুম থেকে উঠেছে সে]

গোপা—বাবা, কখন এলে বাবা ?

অশোক—এই তো।

গোপা—পুঁতির হার এনেছ ? লাল ?

অশোক—হ্যাঁ।

[বার করে দেয়]

শচী—ফেলে দে গোপা।

[গোপা অবাক হয়]

ফেলে দে।

[গোপা ফেলে দেয়—চলে আসে মা'র কাছে]

বংগবাসী—গোপার বাবা মরে গেছে।

অশোক—তোমার মুখ থেকে ঐ কথাটা শোনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। চলুন।

[পুঁতির হার কুড়িয়ে নিয়ে সে চলে যায়]

প্রকাশ—আমি ওঁকে আগেই বলেছিলাম বাড়ি গেলে আঘাত পাবেন। সেটাই ফলে গেল। এভাবে ওঁকে কথার চাবুক মারার কোনো দরকার ছিল ?

যোগেন—দেখুন, আপনাদের আমি ঘৃণা করি। বয়স থাকলে সত্য বলছি আমার সব বই পুড়িয়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম এই বিপ্লবে, একবার—একবার দেখে নিতাম অশোক চাটুয্যের কত বড় বুকের পাটা।

প্রকাশ—ঠিক আছে। আপনারা যাঁকে দূরে ঠেলে দিলেন, আমরাই তাকে তুলে নিলাম সাদরে। পিতা মাতা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে আপনাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

[চলে যান প্রকাশ। শচী কেঁদে ফেলে গোপাকে জড়িয়ে ধরে]

যোগেন—প্রকাশ মুখুটি তাকে তুলে নিল সাদরে। এও দাঁড়িয়ে শুনতে হোলো। এ এক ভীষন দানব। ঘর বাড়ি সুখ সাচ্ছন্দ্য সব কেড়ে নিয়েছে। এবার কেড়ে নিল আমাদের সন্তান। আমাদের বুকের রক্তে মানুষ করা সন্তান। আমাদের স্বপ্নের আদর্শ দিয়ে গড়ে তোলা সন্তান। আমাদের বেঁচে থেকে আর লাভ নেই, আমাদের সন্তান চলে গেছে।

পর্দা

সাত

একটা পোল। তলায় লৌহজাল। লোহার বীমগুলি একটা জালের নক্‌সা সৃষ্টি করেছে।

কুয়াসার ওপর চন্দ্রলোক পড়ে চারিদিক আবছা। পোলের তলায়, লোহার অরণ্যের তলায়ও জমে আছে কুয়াশার রাশি।

মজে যাওয়া ইসলামপুরের খালের ওপর এই পোল।

পোলের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন দেবব্রত ঘোষ।

ধুমপান করছেন।

আর মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছেন।

একটা পদধ্বনি নিকটে আসে, দেবব্রত উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন।

জ্যোতির্ময় আসে।

জ্যোতির্ময়—অগ্রেই আইছেন ?

দেবব্রত—হ্যাঁ।

জ্যোতির্ময়—এইখানে মীট করার কম্যাণ্ড কেন দিলেন জানেন নি ?

দেবব্রত—বলছি। সবাই আসুন। মাল এনেছ ?

জ্যোতির্ময়—হ। বিক্রমপুরের জ্যোতির্ময় লাহিড়ী যখন পেণ্টুলোন পরে তখন হেই পেণ্টুলোনে পকেট থাকে। আর পকেট যখন থাকে তখন তার মইধ্যে—শীতটা চাগাইয়া পড়ছে। তলের জল থেইক্যা হু হু কইর‍্যা কোল্ড উঠতে আছে।

দেবব্রত—আজ একজনকে হালাল করতে হবে, তাই এই নিশীথ অভিসার।

জ্যোতির্ময়—সেকি ? টাইম দেয় না প্রিপারেশনের ?

দেবব্রত—কিসের প্রিপারেশন ?

জ্যোতির্ময়—মনের। মাইণ্ডটার প্রিপেয়ার করা লাগে। জীবহত্যার পূর্বে কালীপূজা শিবপূজা কইরা মনটার ষ্ট্রং করা লাগে। কারে মারতে হইব ?

দেবব্রত—বলছি। কবরখানার প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ার পর এটাই বড় রকমের একটা একশন।

জ্যোতির্ময়—একশন। একটা প্রচণ্ড একসাইটমেণ্টের মধ্যে বাঁচতে হইবে, যেমন হউক। মোহমাদকতা। একশন থেইকা একশনে।

দেবব্রত—কি বলছ ?

জ্যোতির্ময়—না, নাথিং। যখন ছোট আছিলাম বিক্রমপুর জেলার হাতি বাঁধা গ্রামে ফাদার একদিন কইল, জ্যোতি, জীবন ক্ষণস্থায়ী অনন্ত গড্'রে উপলব্ধি কর। ব্যস, এক নুতন কনশাস্নেস্ আইস্যা —মানে আমার মা আমারে বার্থ দিতে গিয়া মইরা যাওয়ার কারণে জগতে আইলাম সব চেয়ে প্রিয়জনের মার্ডার কইরা। ভালবাসা পাই নাই। মাস্টার মশাই ঈশ্বর মানেন ?

দেবব্রত—না।

জ্যোতির্ময়—শান্তিদা মানেন ?

দেবব্রত—না।

জ্যোতির্ময়—সমিতির কেউ মানে না। তাই অশোক যেমন পোলিটিক্যাল কারণে লোনসাম আছিল, আমিও আমার রিলিজিয়ন হেতু বড় একা।

[কেউ একটা আসছে। তড়িৎবেগে দুজনে দুপাশে সরে যায়]

দেবব্রত—হল্ট ! পাসওয়ার্ড।

কুমুদ—যুগান্তর।

দেবব্রত—পাস্ ফ্রেণ্ড।

[কুমুদ ঢোকে]

দেবব্রত—কার্ট্রিজ এনেছ ?

কুমুদ—হ্যাঁ। ....অশোকদাকে দেখলাম আজ। প্রকাশ মুখুটির সংগে গাড়িতে। স্কাউণ্ড্রেল।

দেবব্রত—সে সব কথা সবাই জানে কুমুদ, বারবার বলতে হবে না।

কুমুদ—না বলে উপায় কি মাষ্টার মশাই ? একটা লোকের বিশ্বাস-ঘাতকতায় পুরো সমিতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন সকাল ঘুম থেকে উঠি আর ভাবি আজকের কাজটা কি ?

দেবব্রত—বলছি !

কুমুদ—আমার মতে অশোক চাটুয্যেকে আগে না সরিয়ে কোনো কাজে হাত দেয়াই উচিত নয়। একশন নেয়া মানেই পুলিশের নজরে পড়া। আর প্রত্যেকের নাম এতক্ষণে অশোকদার কল্যাণে প্রকাশ মুখুটির খাতায় উঠে গেছে।

জ্যোতির্ময়—তাইলে আমরা এরেষ্ট হই না ক্যান ?

কুমুদ—আণ্ডার গ্রাউণ্ড আছি বলে। খুঁজে পাচ্ছে না বলে।

জ্যোতির্ময়—রাধা এরেষ্ট হয় না ক্যান ? হে তো দিব্য এবাভ্ গ্রাউণ্ড বইস্যা আছে।

দেবব্রত—রাধার ঘরটাকে ওয়াচ করছে। যদি আমরা কেউ যাই। রাধাকে ধরে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ হারাবে কেন ?

[বিপিন ও সিরাজুল আসছে]

দেবব্রত—হল্ট ! পাসওয়ার্ড !

বিপিন—আরে আমরা—আমরা—অত মিলিটারি মেজাজ দেখান ক্যান ? শুনিছ গোরা পল্টনের ঝাঁক আসতিছে ? সহর প্রায় ঘিইরে ফেলায়েছে। ছাউনি পড়েছে মসজিদের মাঠে আর বাবুবাড়ির জাঙালে।

দেবব্রত—ওদিকে রাধা একা পাহারা দিচ্ছে। কেমন একটা থমথমে ভাব চারিদিকে। একি ? ভয় পেলে নাকি ?

কুমুদ—ভয় ? কখনো না।

জ্যোতির্ময়—শুধু নিজেরে জিগায় কুয়ো ভাডিস ? জ্যোতির্ময় কই যাও ?

দেবব্রত—তার মানে ?

জ্যোতির্ময়—শহর ঘিইরা ফেলেছে শোনলেন না ?

দেবব্রত—তবু যে কাজ হাতে নিয়েছ করে যেতে হবে।

জ্যোতির্ময়—কি লাভ ? গেইন কি হইব ?

দেবব্রত—তার মানে ? সপ্তকাণ্ড রামায়ন পড়ে এখন—

জ্যোতির্ময়—মাষ্টার মশাই, মৃত্যু অবধারিত। তখন হেই ডেথ এর মুখোমুখি আইস্যা ভাবি কেমনে বাঁচি ? অশোক কইত life is beautiful ! অখন বুঝি। বুঝি যে সত্যই বাঁচবার চাই। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ জীবন।

দেবব্রত—কাওয়ার্ড। শেষ মুহূর্ত্তে পিছিয়ে যাচ্ছ। বিশ্বাসঘাতক !

জ্যোতির্ময়—কথা। Words। শুইনতেও মন্দ লাগেনা ! যে কাজ দিছে শান্তিদা, করুম। কিন্তু মনরে আর ডিসিভ করুম না। হ, ভয় পাইতেছি—ভীষণ ভয়ে আন্তরাত্মা কাঁপতে আছে। এবং I am not ashamed ! জীবন ভালবাসি হেই কথা কইতে আর লজ্জা পাই না।

কুমুদ—কী বীরত্ব ! কাপুরুষ, সেকথা স্বীকার করতে লজ্জা পাই না।

দেবব্রত—বিপিনেরও কি সেই মত ?

বিপিন—মাষ্টার মশাই, ভয় আমি পাইনা। কিন্তু অশোক এক প্রশ্ন তুলি দেছে তার জবাব পাইনা।

দেবব্রত—কি প্রশ্ন ?

বিপিন—এমনি ধারা খুন করতি করতি কি মানুষরে জাগায়ে তোলা যাবে ? নাকি অন্ধকারে পথ হাতড়ায়ে মরতিছি সকলে মিলি।

কুমুদ—তোমরা সব ট্রেটর ! তোমাদের বিশ্বাস করে ভুল করেছেন শান্তিদা ! শেষ মুহূর্ত্তে পেছন থেকে ছুরি মারতে চাও তোমরা।

বিপিন—খবরদার। মুখ সামলায়ে কথা কও কুমুদ।

কুমুদ—সত্যি কথা বলবই। কি করবে তোমরা?

দেবব্রত—তাহলে পিস্তল গুলো বার করো সবাই। নিজেদের ওপরই ব্যবহার করা যাক। ফিরিংগি মারার ইচ্ছে যখন নেই।

[সবাই থেমে যায়]

আজকের একশন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারুর কোনো অবজেকশন থাকলে এখনই বলো। জনসন চণ্ডীগ্রাম থেকে ফিরবে এই পথে। রাত দেড়টায়, শান্তিদার আদেশ, এই পোলের ওপর শেষ করতে হবে তাকে।

[নীরবতা]

সিরাজ—খোদ জনসন?

দেবব্রত—হ্যাঁ।

বিপিন—সংগে বডিগার্ড কয়জন আসতিছে?

দেবব্রত—চারজন পেছনের সীটে।

কুমুদ—গুলি, না বোমা?

দেবব্রত—বোমা। কেউ বেঁচে গেলে গুলি। আমি নিজে মারব বোমা। তোমরা থাকবে দু' পাশে ঝোপে—জ্যান্ত কাউকে বেরোতে দেবে না গাড়ি থেকে। অল রাইট?

জ্যোতির্ময়—ইয়েস, সার্টেনলি।

[নীরবতা]

দেবব্রত—হ্যাভ এ স্মোক, নাও।

[কেউ কেউ সিগারেট বিড়ি ধরায়]

জ্যোতির্ময়—ঠিক মারার মুহূর্তটাই অত্যন্ত আনপ্লেজেণ্ট্।

দেবব্রত—কেন?

জ্যোতির্ময়—ঠিক হেই মুহূর্তে জনসন তো আমার শত্রু নয়। হে ব্রেক বৃটিশ মজুরের বাচ্চা—অসহায় একটা টার্গেট। ব্যাটেলফীল্ডে

মারার ভিন্ন সেনসেশান—কিন্তু এযে ইশে কি কয় নিরস্ত্র এ্‌উকগা মানুষ—

বিপিন—না, ফিরিংগি মানুষ্য না—। মানে নিজের দেশে মনুষ্য, এইখানে না।

[হুইস্‌ল্‌ বাজে দূরে]

দেবব্রত—পুলিস পেট্রল। ডাউন এভ্‌রিবডি, পোলের তলায়।

[সবাই পোলের তলায় আশ্রয় নেয়। পোলের ওপর এসে দাঁড়ায় বন্দুকধারী শান্ত্রীদের সংগে প্রকাশ ও অশোক]

প্রকাশ—দেখুন দিকি—এখানে কখনো এসেছিলেন কিনা। মনে পড়ে?

অশোক—না।

প্রকাশ—আমার ধারণা ছিল এ দিকটা শান্তি রায়দের প্রিয় লীলাক্ষেত্র। যা নির্জন—। ভেবে দেখুন না—মীটিং হয়নি কখনো?

অশোক—না।

[প্রকাশ হেঁট হয়ে দুটো দেশলাইয়ের কাঠি কুড়িয়ে নেন]

অশোক—কি করছেন?

প্রকাশ—দুটো পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি কি করে এল?........সার্জেণ্ট। Take a good look around. Suspicious.

[অশোক মৃদু হাসে]

হাসছেন? শান্তি রায়ের সাঙাৎদের চেনেন না। জনসন ফিরবেন এখুনি। সাবধানের মার নেই।

অশোক—আবার মারেরও সাবধান নেই।

প্রকাশ—যা বলেছেন।

সার্জেণ্ট—হল্ট—হু কাম্‌স্‌ হিয়ার।

নীলমণি—আই কাম্‌স্‌ হিয়ার।

প্রকাশ—পাস হিম।

[নীলমণি আসেন]

আসুন। কি মনে করে?

নীলমণি—বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়লাম আর কি। মানে—সাহেব ফিরবেন শুনলাম—চোখ খুলে রাখা ভাল, কি বলেন ?

প্রকাশ—নিশ্চয়ই। কিছু চোখে পড়ল ?

নীলমণি—হ্যাঁ, দুটো শেয়াল, একটা গোসাপ। কে ও, অশোক না ? চোয়ালের ব্যথা গেছে ? পেটের ?

অশোক—এঁদের পরিচর্যায় সুস্থ হয়ে গেছি।

নীলমণি—ভাল, ভাল, সুমতি হয়েছে তাহলে ? ভাল কথা, হিতেনবাবুকে দেখছি না আজকাল ?

প্রকাশ—তদন্তে বেরিয়েছেন। ওঁকে জানেন তো। তিন চারদিন উধাও। আবার একদিন উদয় হবেন।

নীলমণি—হ্যাঁ, হ্যাঁ—অ-ক্লান্ত।

প্রকাশ—লোক বড় কম, কি যে করি—চারিদিকে শান্ত্রী মোতায়েন করতে করতেই গেলাম। নীলমণিবাবু একটা উপকার করবেন ?

নীলমণি—বলুন, বলুন।

প্রকাশ—ঐ রাধারাণী দেবীর ঘরের ওপর নজরটা রাখবেন ? সতীসাধ্বী বিপজ্জনক এলিমেণ্ট।

নীলমণি—বেশ, বেশ। কাল থেকেই। বেশ কথা। ঐ রাধারাণী দেখতেও তো শুনেছি—বেশ, বেশ। অশোক, কেন গরু খোঁজা করাচ্ছ বাবা ? শান্তি রায় কে বলে দাও না। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।

অশোক—আমি জানিনা শান্তি রায় কে।

নীলমণি—যাঃ, এটা কি একটা কথা হোলো ? আচ্ছা জানলে বলতে ?

প্রকাশ—নিশ্চয়ই। শান্তি রায় বেঁচে থাকা মানে অশোকবাবুর প্রাণ নিয়ে টানাটানি। চলুন এগোই। সার্জেণ্ট, ফরওয়ার্ড এণ্ড শার্প ওয়াচ, প্লীজ।

[পেট্রল চলে যায়। একে একে উঠে আসেন সবাই]

কুমুদ—দু দুটো স্পাই একসঙ্গে। ওদের আগে শেষ করে তবে অন্য কথা।

জ্যোতির্ময়—এই বিভীষণ গো লাইগাই রেভোলিউশন বানচাল হইয়া

যাইব গা। বারবার ইতিহাস যেমন হইছে। কনটেম্‌টিব্‌ল্‌।

বিপিন—এমন জোর টহল দিতেছে ক্যান ? কিছু জানি ফেলল নাকি ?

দেবব্রত—অসম্ভব ! সময় হয়েছে সবাই পোজিশন নাও।

কুমুদ—এবার আসবে ?

[দেবব্রত কুমুদের মাথায় হাত রাখেন]

দেবব্রত—ভয় করছে ?

কুমুদ—না, একটুও না।

দেবব্রত—Don't be ashamed of fear। আয়ার্ল্যাণ্ডের ড্যান ব্রীন বলতেন fear is not cowardice। ভয় মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি, কাপুরুষতা পশুর লক্ষণ।

কুমুদ—আচ্ছা মাষ্টারমশাই, শান্তিদা দেখা দিচ্ছেন না কেন ?

জ্যোতির্ময়—হ, হেইটা ইম্পর্টেণ্ট কোশ্চেন। অ-দেখা দেবতার মতন দৈববানী কনফার করেন ক্যান ? একশনের পূর্বে সাক্ষাৎ হইলে অনেকটা কনফিডেন্‌স্‌ লইয়া আগাইতে পারতাম।

দেবব্রত—দেখা দিলে অশোক ধরিয়ে দিত না ? তোমাদের কেউ ধরা পড়লে নির্য্যাতনে বলে ফেলতে না ?

জ্যোতির্ময়—শিব ! শিব !

[গাড়ির শব্দ। দ্রুত সবাই বেরিয়ে যায়। মাষ্টার মশাই একা দাঁড়িয়ে। গাড়ি থামে। মাষ্টার হাত তোলেন। জ্যোতির কণ্ঠ শোনা যায়—]

মাষ্টার মশাই ! ডোণ্ট্‌ ! ডোণ্ট্‌ থ্রো।

[বলতে বলতে মাষ্টার মশাই বোমা ছোড়েন—বিস্ফোরন। ধোঁয়ার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসেন ফাদার ফ্লানাগান। দুহাতে চোখ ঢাকেন মাষ্টার মশায়, জ্যোতিরা ছুটে ঢোকে। ফাদার পড়ে যান।]

ফাদার—God bless you, my children !

দেবব্রত—ক্ষমা করো আমায় ! তোমায় মারতে চাইনি।

ফাদার—Let us beat our swords into and there will be no more war.

পর্দা

আট

রাধার ঘর।

দেবব্রত জ্বরের ঘোরে বেহুঁস।

কপালে জলপটি দিচ্ছে রাধা।

বিপিন ও জ্যোতি অদূরে বসে। কুমুদ একটা মিক্‌স্চার ঢালছে।

জ্যোতির্ময়—মাষ্টারমশাইরে এই ঘরে আনার হুকুম ক্যান দিলেন শান্তিদা আই ডু নট আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড। কাল শুইন্যা আইলাম নীলমণি নিজে নজর রাখব এই ঘরের উপর।

বিপিন—শান্তিদারে দেবা ন জানন্তি, কুতঃ মনুষ্যাঃ।

রাধা—মাষ্টারমশাই। মাষ্টারমশাই কেমন লাগছে এখন ?

[দেবব্রত হঠাৎ উঠে বসার চেষ্টা করেন—বিপিন ও জ্যোতি চেপে ধরে তাঁকে]

দেবব্রত—ফাদার! ফাদার ফ্লানাগান! সরে যান ওখান থেকে! সরে যান!

[ধীরে ধীরে তিনি আবার শান্ত হয়ে আসেন]

কুমুদ—অধ্যাপক—বইয়ের জগতেই বাস করতেন ভদ্রলোক, আজ এ সব সইবেন কি করে ?

বিপিন—আমাদের সমস্ত ব্যাপারটার কোথায় একটা শূন্যতা আছে নইলে ফাদার সাহেবরে মরতি হতো না।

কুমুদ—ভুল মানুসেরই হয়। দেখে এলাম ফাদারের লাস নিয়ে গেছে জনসনের বাড়িতে। ফুল দিয়ে সাজিয়েছে তাঁর দেহ। বেঁচে থাকতে তাঁকে দেখতে পারত না সাহেবেরা। এখন পূজোর কি ধূম। আরো কি জানো কালো মানুষের ভিড় বেশী। যেন তাদের আপন জন মারা গেছে।

রাধা—সেই যেবার ওলাওঠা লাগল—ফাদার বস্তিতে এসেছিলেন। মুখখানায় কি যেন মায়া মাখানো কি বলব ?

বিপিন—এ ভুল হলো কেমনে ? জনসনরে মারতি যেয়ে মারলাম দেবতুল্য দীনবন্ধু পাদ্রী সাহেবরে। এ ভুলের ক্ষমা আছে ?

কুমুদ—একই রাস্তা ধরে একই রকমের গাড়িতে আসছিলেন ফাদার। একসিডেণ্ট ছাড়া কি বলব একে ?

জ্যোতির্ময়—আগুন লইয়া খেলা করলে অমন একসিডেণ্ট ঘটে। প্লেইং উইথ ফায়ার।

কুমুদ—অর্থাৎ ?

জ্যোতির্ময়—চতুর্দিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে আছে—ডার্কনেস। অন্ত পাই কই ? পুলিশের কানের কাছে বইস্যা আছে রিটায়ার্ড বিপ্লবী অশোক চাটুয্যে ! প্ল্যানের পর প্ল্যান লইতে আছি, প্রত্যেকটা মিসফায়ার করতে আছে। আর ভুবনডাঙা ভইরা উঠতে আছে গোরা পল্টনে।

কুমুদ—অশোকদাকে না শেষ করতে পারলে একটা মাছিও গলতে পারবে না ভুবনডাঙা থেকে। ঘিরে ধরে মারবে আমাদের।

বিপিন—স্ স্ স্।

[সবাই পকেটে পিস্তল চেপে ধরে প্রস্তুত হয়ে থাকে। উঁকি মারে বিপিন]

নীলমণি ঘরের সামনে হাঁটতিছে।

জ্যোতির্ময়—শান্তিদার লীলা—আই ডু নট আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড্। এই পরিত্যক্ত ডেন-এ ক্যান যে পুনরায় সমবেত হইতে কইলেন। সব কয়ডা জেইলে যাইয়া আড্ডা গাড়ুম কইয়া দিতেছি।

বিপিন—স্ স্ স্। কাছে আসতিছে।

কুমুদ—ঘরে ঢুকবে নাকি ?

বিপিন—দেখা যাউক।

জ্যোতির্ময়—রাশ কইরা তারে ওভারপাওয়ার কইরা ফেললে হয় না ?

বিপিন—স্ স্ স্। একেবারে দরজার সামনে।

দেবব্রত—সরে যান, ফাদার। সরে যান ওখান থেকে। ফাদার ফ্ল্যানাগান, ফরগিভ আস। পুয়োর ক্রীচার্স।

[রাধা আর কুমুদ তাঁর মুখ চেপে ধরে]

বিপিন—এইদিকে তাকিয়ে আছে।

কুমুদ—শুনতে পেয়েছে ?

জ্যোতির্ময়—সার্টেনলি। যা চীৎকার। এলাকার সব গর্ভজাত শিশুও শুনছে।

বিপিন—আসতিছে।

জ্যোতির্ময়—রেডি। ডু অর ডাই।

[সবাই একদিকে সরে গিয়ে আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়। দরজা দিয়ে মাথা গলান নীলমণি—তারপর প্রবেশ করেন। সংগে সংগে দুদিক থেকে তাকে জাপটে ধরে বিপ্লবীরা, মুখ গুঁজে দেয় রুমাল, কপালে ঠেকায় পিস্তলের নল। রাধা উঠে হেসে ওঠে।]

ইউ আর অলরেডি এ ডেড ম্যান। ইউ মীরজাফর।

রাধা—কি করছ সবাই ? খোলো—নামাও ওটা মুখ থেকে—

জ্যোতির্ময়—তার মানে ? একটা স্পাই—

রাধা—থামো, থামো, হয়েছে। ইনিই শান্তিদা।

[বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন সবাই পিছিয়ে যায়। দীর্ঘ নীরবতা। শান্তি রায় ঘাড়ে হাত বুলোন]

শান্তি—উঃ যা রদ্দাটা মারলি না বিপিন। অসভ্য।

[সবাই ধীরে ধীরে প্রণাম করে]

বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকো।

জ্যোতির্ময়—আপনিই শান্তিদা ? এদ্দিন আমাগো কমপ্লিটলি ফুল করছেন। আপনারে গুপ্তচর ভাইব্যা....

কুমুদ—ভুল করে যে গুলি ক'রে বসিনি কপালের জোর বলতে হবে।

শান্তি—কার কপালের জোর? তোদের, না আমার? কেমন আছেন?

রাধা—খুব জ্বর। রাত্রে খুব কষ্ট পেয়েছেন।

শান্তি—এই নে, টেম্পারেচারটা দেখ্ তো

[থার্মোমিটার বার করে দেন]

আর এই ওষুধ। আর দেখ্ গরম চা কর্, আর ফুলুরি।

[জাঁকিয়ে বসেন শান্তি রায়]

তা সবাই অমন বাংলার পাঁচের মতন মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? অমন জুলজুল ক'রে দেখছিস কি? আমি কি একটা একজিবিশন? বোস।

[সবাই বসে পড়ে]

জ্যোতির্ময়—না, আপনারে ডিফারেণ্টেলি কনসীভ করছিলাম, হেই আর কি।

শান্তি—কনসীভ তুই করবি কিরে, কনসীভ করেছিলেন আমার মা। মাষ্টার মশায়ের এ অবস্থা হোলো কি করে?

জ্যোতির্ময়—ফাদাররে মাইরাই সারা দেহে কম্পন আরম্ভ হইল। ভোরের দিকে দেখি জ্বরে গা পুইড়া যাইতে আছে—যেমন ফীভার তেমনি এগু! আর থাইকা থাইকা হেই মর্মভেদী চীৎকার। আমার হার্টে প্যালপিটেশান হয়।

[রাধা চা এনে দেয়]

শান্তি—দে, দে।

বিপিন—গরীবের বন্ধু পাদ্রী সাহেবরে হত্যা করি ভাঙি পড়েছেন মাষ্টার মশায়।

[শান্তি রায় চোখ তোলেন]

শান্তি—সেটা একটা দুর্ঘটনা। মনের অগোচরে পাপ নেই। ওঁকে মারার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না। সেজন্য যে ভেঙে পড়ে সে সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়। দেশের চেয়ে তো আর ফাদার ফ্ল্যানাগান বড় নন।

জ্যোতির্ময়—তবু মনে লাগে শান্তিদা। মন তো আর পোলিটিকাল প্যামফ্লেট পড়ে না।

শান্তি—বাঃ, অপূর্ব বেগুনী। নে, নে ফুলরি গেল—গোয়িং লাইক হট কেক্‌স। তা তোমার মন কি বলছে?

জ্যোতির্ময়—নির্ভয়ে কমু?

শান্তি—হ্যাঁ।

জ্যোতির্ময়—আপনার রাজনীতি ভুল। অবশ্যই হেই সৃষ্টিছাড়া ভুলগুলি আপনারেই মানায়। দে স্যুট ইউ। তবু ভুল।

শান্তি—কোনটা তবে সঠিক রাজনীতি!

জ্যোতির্ময়—হে কি জানি? ত'বে এ রাজনীতি করেক্ট হইতে পারেনা। আমরা যে ম্যাকবেথ হইয়া গেলাম শান্তিদা—একটারে বাঁচাইতে আরেকটা তারপর আরেকটা। প্রথমে ডানকান, তারপর ব্যাঙ্কো, তারপর ম্যাকডাফের বউ। মহাকবি চিনিছিল ঠিকই।

শান্তি—উপমাটা জব্বর টেনেছিস তো জ্যোতির্ময়। হ্যাঁ। তা কি আর করা যাবে? এসে যখন পড়েছিস এই বিপ্লবের মাঝখানে, তখন্ শেষ মুহূর্তে তো আর কি বলে........

বিপিন—আপনি যদি হুকুম করেন, মানব, তবে—

[হঠাৎ চীৎকার ক'রে ওঠেন শান্তি রায়]

শান্তি—Who am, I for heaven's sake, that I should command? সবাই একদিন এক আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে এক পথের পথিক হয়েছিলাম, আজ হঠাৎ আমার মুখ থেকে হুকুম বার করে আমাকে একলা ক'রে দেয়ার কি অর্থ? আমাকে তোমরা

প্রতিষ্ঠা করেছ দেবতার ভয়াবহ একাকীত্বে, আমি আর তোমাদের কমরেড নই, আমি একটা দেবতা। কেন? কি অপরাধ করেছি তোমাদের কাছে?

[কেউ জবাব দেয় না—শান্তি রায় হাসেন]

শান্তি—ভাইরে, সংশয় কি আমাকেও বিদ্ধ করে না? তবু লড়ে যেতেই হবে। দেশের কাজটা এমনই খচরা।

কুমুদ—এবার কি কাজ শান্তিদা? ভুবনডাঙার কাজ কি ফুরোয়নি এখনো?

শান্তি—ফুরোবে কি রে? সবে শুরু।

বিপিন—অশোক বাঁচি থাকতে ভুবনভাঙার কাজ করব কেমনে শান্তিদা?

শান্তি—অশোক ঘূণাক্ষরেও জানতে পারবে না এমনি নূতন কাজ সুরু করতে হবে ভাই। রাধা, দেখ তো উঁকি মেরে আবার বাসর ঘরে আড়ি পাতে কি না। তাহলে বলি?

জ্যোতির্ময়—কয়েন।

শান্তি—মানবে?

জ্যোতির্ময়—ক্যান লজ্জা দ্যান নীড্‌লেসলি?

শান্তি—কবরখানায় ব্যাটাদের ট্র্যাপ করতে পারলাম না। ঠিক আছে—এবার যাবো ষ্টিমার কোম্পানির তেলের গুদামে—ঐ পেট্রলের ট্যাংকগুলোর পাশে। জনসন ঢাকা যাবে রবিবার—মানে যাওয়ার কথা। ষ্টিমারে উঠতে যাবে— এই সময়ে কে বা কাহারা ঐ তেলের ট্যাংকে ডায়নামাইট প্রদানপূর্বক জাহাজঘাটা ভস্মীভূত, তথা জনসনকে ছাইয়ে পরিণত করে ফেলবে। ক্লিয়ার? রবিবার রাত দুটোয় তেলের গুদামে মীট করবে আমাকে সবাই। টিন পড়ে আছে শম্ভু গাড়োয়ানের বাড়ীর পেছনে। কুলি সেজে টিনে করে

এক এক থলি ডাইনামাইটের ষ্টিক। যাও' কেটে পড়ো। এখানে ভেড়ার পালের মতন একসংগে থাকাটা উচিত হবেনা।

[বিপিন আর জ্যোতির্ময় উঠে পড়ে। বেরিয়ে যায়। মাষ্টার মশাই গোঙান একটু]

দেবব্রত—ফাদার ফ্লানাগানকে মারলে কে? এ্যাঁ?

শান্তি—এ তো বিপজ্জনক পরিস্থিতি। থেকে থেকে সব ফাঁস করে দিচ্ছে। মুখে রুমাল গুঁজে দেব নাকি?

রাধা—না, না! জ্বর! হুঁস নেই!

শান্তি—আরে ঠাট্টা করছিলাম। কুমুদ, তোর পকেটে কি?

[চমকে ওঠে কুমুদ]

কুমুদ—আমি....আমি শৃংখলা ভেঙেছি শান্তিদা, আমাকে শাস্তি দিন।

[শান্তি উচ্চহাস্য করে ওঠেন]

শান্তি—কি মুস্কিল! শাস্তি আবার কেন? প্রেমপত্র লিখবেনা? তবে যৌবনটা আছে কি করতে?

কুমুদ—কিন্তু, ও যে হিতেন....

শান্তি—দেবযাণী তো, বড় মিষ্টি মেয়ে। হিতেন বেচারি তো অতি চালাকিতে কি বলে গলায় দড়ি হয়েছে।—তা এসব চুকে যাক। পিতৃহীনা মেয়েটিকে উদ্ধার কোরো আর আমাদের একপেট খাইয়ে দিও। দেখি স্কেচটা।

কুমুদ—আপনি ....আপনি চটছেন না?

শান্তি—দেখে কি মনে হয়? রাধা, চা করনা মা।

কুমুদ—কিন্তু মাষ্টারমশাই যে বলতেন —

শান্তি—আচ্ছা আমাকে তোরা ভাবিস কি বলতো? বাইরে কাঠখোট্টা হলে কি হবে? এককালে জয়দেব মুখস্ত বলতে পারতাম, জানিস? ভেতরে রস টগ্‌বগ্ করছে।

রাধা—শান্তিদা, আমাকে কোনো কাজ দিতে পারেন না?

শান্তি—কাজ করছিস তো।

রাধা—এ কাজ নয়। বসে থাকার কাজ নয়—এমন একটা কাজ বাঁচব্ না মরব ঠিক নেই, যেখানে রক্ত দিয়ে—।

[লজ্জা পেয়ে থেমে যায়]

শান্তি—পাঞ্জাবে ভগৎ সিং-রা কি গান গাইতেন জানিস? শির ফরোশি কা তমন্না হ্যায় আজ দিলমে। বুকে আমার জেগেছে আজ জীবন-দানের অভিলাষ। আঃ কি অনুবাদটাই না করলাম! দেখলি কুমুদ!

কুমুদ—আচ্ছা শান্তিদা মানে আপনাকে জানতে ইচ্ছে করে। আপনি জেলে গেছেন?

শান্তি—হ্যাঁ, এগারো বছর ডিটেনশন ক্যাম্পে কাটিয়েছি। জানিস আমাদের সেলের ঠিক সামনে একটা হাস্নুহানার ঝোপ ছিল আর তাতে একটা চন্দনা পাখী রোজ এসে বসতো।

কুমুদ—আচ্ছা আপনার দেশ কোথায়?

[এক মুহূর্তে শান্তি রায়ের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। কুমুদ একটু ভয় পেয়ে যায়]

শান্তি—Curiosity killed the cat. অত জানতে চেওনা বাপু।

রাধা—আচ্ছা, অশোক যদি আপনাকে চিনত ধরিয়ে দিত?

শান্তি—হ্যাঁ।

রাধা—এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন?

শান্তি—হ্যাঁ। কেন, তুমি করো না?

রাধা—জানিনা শান্তিদা। চেনাজানাগুলো উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। কি বিশ্বাস করব কি চিন্তা করব, কিছুরই খেই পাচ্ছিনা।

শান্তি—দিনবদলের পালা এসেছে। যুগলক্ষণ।

[দরজায় প্রচণ্ড করাঘাত। শান্তি রায় একলাফে উঠে দাঁড়াল। কুমুদ ঢুকে পড়ে গর্তের মধ্যে। শান্তি রায় চশমা এঁটে নীলমণি হয়ে গেছেন। রাধা গিয়ে দরজা খোলে। সদলবলে প্রকাশ প্রবেশ করেন—সংগে অশোক। অশোকের চুল সাদা হয়ে গেছে।]

নীলমণি—আসুন। এইযে। কি মনে করে?

প্রকাশ—একবারে ভিতরে ঢুকে বসে আছেন ?

নীলমণি—মা লক্ষ্মীর সংগে একটু গল্প করছিলাম।

[বিশ্রী স্বরে হেসে ওঠেন]

প্রকাশ—তোমার নাম রাধারাণী দেবী ?

রাধা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রকাশ—ওখানে কে পড়ে আছে ?

রাধা—একজন খদ্দের।

নীলমণি—প্রচণ্ড ধেনো খেয়ে কুপোকাৎ হয়ে গেছে। [চাদরটা আধখানা তোলেন] কি—দুর্গন্ধ !

অ—সহ্য !

প্রকাশ—ঠিক আছে। তাহলে কি information ভুল ? অশোকবাবু !

নীলমণি—কি ? কি information পেয়েছেন ?

প্রকাশ—এই ঘরে লুকিয়ে আছেন অধ্যাপক দেবব্রত বোস ফ্ল্যানাগান হত্যার আসামী।

রাধা—(হেসে) এই তো ঘর ! দেখুন !

নীলমণি—কাল থেকে নজর রেখেছি, কই তেমন কিছু তো। অ-সম্ভব। অশোক ভুল খবর দিয়েছে।

প্রকাশ—আমার তা মনে হয় না।

[এদিক ওদিক ঘুরতে থাকেন]

নীলমণি—অশোক। হয়রানি করাচ্ছো কেন বাপু ? পালের গোদাটাকে হ্যাণ্ডওভার করো না বাপু।

অশোক—কি করে করব ?

নীলমণি—কেন ? চেন না ?

অশোক—এদ্দিনে বোধ হয় চিনেছি।

[নীলমণি ও অশোক পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন]

নীলমণি—আবার তোমাদের সমিতির আইনশৃংখলাও তো শুনেছি ভীষণ নাকি ? বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি নাকি মৃত্যুদণ্ড !

অশোক—হ্যাঁ শান্তি রায়ের ট্রিগার টেপা আঙ্গুলের আকার দেখলেই তা বোঝা যায়।

[নিজের অলক্ষ্যেই নিজের আঙ্গুলে হাত বোলান নীলমণি]

নীলমণি—আবার শান্তি রায় তো একা নয় ! সাংগপাংগ প্রচুর। এই মুহূর্তেই হয়তো তোমার বুক লক্ষ্য করে কারো বন্দুক বাগানো রয়েছে।

[চমকে চারদিক দেখে নেয় অশোক]

ধরিয়ে দাও না শান্তি রায়কে। এ্যাঁ ? দেবে না ?

অশোক—বিশ্বাস করুন ধরিয়ে আমি দেব না।

নীলমণি—এতটুকু সাহস নেই ? বৃথাই শান্তি রায়ের দলে ঢুকেছিলে।

প্রকাশ—নাঃ ভুল খবর পেয়েছি।

অশোক—খবরটা দিয়েছিল কে জানেন নীলমণিবাবু ? শান্তি রায়দেরই দলের—

প্রকাশ—না, না, ওসব নাম এলোপাতাড়ি উচ্চারণ করাটা কি উচিত ? দেয়ালেরও কান আছে।

নীলমণি—আমাকে বললে পারতেন। আমি তো ঘরের লোক।

প্রকাশ—ঘরজামাই। খাকী না পরলে ঘরের লোক ঠিক বলা যায় না।

নীলমণি—অ-ভদ্র।

প্রকাশ—চলুন।

[সবাই এগোয়—সবাই বেরিয়ে গেছে, প্রকাশ যেতে উদ্যত হয়েছেন—]

দেবব্রত—ফাদার ফ্ল্যানাগান সরে যান সরে যান ওখান থেকে—

[দাঁড়িয়ে পড়েন প্রকাশ—এক মুহূর্ত —]

প্রকাশ—সার্জেণ্ট ! রাজেনবাবু কুইক।

[পুলিশ ঢোকে আবার। টেনে তোলে দেবব্রতকে—]

এইতো গোকুলকুলনিধি।

দেবব্রত—কে ? কে মেরেছে ঐ আপনভোলা দীনবন্ধু ফাদারকে। ফাদার। সরে যান। সরে যান ওখান থেকে।

[তাঁকে হিঁচড়ে নিয়ে যায় পুলিশ]

রাধা—আস্তে। দোহাই তোমাদের ! ওঁকে মেরো না ! উনি অসুস্থ, পায়ে পড়ি তোমাদের।

প্রকাশ—এইসব খুনী ডাকাতরা তোমার খদ্দের ?

রাধা—খুনী ডাকাত ওরা নয়, তোমরা।

প্রকাশ—এ্যারেস্ট করো !

[সার্জেণ্ট এসে হাতকড়া পরায়]

কোমরে দড়ি।

[দড়ি পরানো হয়]

এস মা লক্ষ্মী ! ক্যাম্পে চলো, তারপর দেখ তোমার কি অবস্থা করি। আর আপনিই বা কোন ধরনের ওয়াচ করছিলেন ?

নীলমণি—মেয়েছেলে ! মেয়েছেলে আমাকে ভোলাবে ! আমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। আমাকে গুল দিয়েছে। অ-সভ্য। অ-কাষ্ঠ। এতবড় বজ্জাত মাগী, আমাকে বোকা বানিয়েছে।

রাধা—চললাম, নীলমণিবাবু। অশোক, তুমি এতদিনেও মরতে পারোনি ?

অশোক—শোনো রাধা আমাকে তোমরা—

প্রকাশ—Out, take him out !

[রাধা রওনা হয়। হঠাৎ ঘুরে এসে নীলমণিবাবুর পায়ের ধূলো নেয়]

নীলমণি—(মৃদুস্বরে) শির ফরোশি কা তমন্না হ্যায় আজ দিলমে।

প্রকাশ—বাবা !. এত ভক্তির ঘটা কেন ?

রাধা—বড় বড় খদ্দেরদের পেন্নাম করাটাই নিয়ম।

নীলমণি—মাগীর মরার পালক উঠেছে।

প্রকাশ—শেষকালে এর খদ্দের বনে গেলেন !

[পুলিশরা সবাই হেসে ওঠে—তারপর চলে যায় বন্দীকে নিয়ে]

নীলমণি—অ-সহ্য !

[নীরবতা। পা দিয়ে মেঝেতে আঘাত করেন। কুমুদ উঠে আসে।]

কুমুদ—বিশ্বাসঘাতক অশোক চাটুয্যে। আমাদের কারুর নিস্তার নেই, শান্তিদা, ঐ শয়তানকে শেষ না করলে নিস্তার নেই।........কি ভাবছেন ?

শান্তিদা—ভাবছি My comrades are falling by the wayside, one by one হাতকড়া ছিল বলে প্রণামটাও করতে পারল না। এমন—এমন প্রচণ্ড আঘাত হানবে শান্তি রায় যে, দেশমাতৃকার শৃংখল একবার ঝন ঝন ক'রে উঠবে। আরো কি জানিস ? দেশমাতৃকা আমার কাছে একটা নিছক কল্পনা নয়। সে একটা রক্তমাংসের মানুষ। বাংলা দেশের সব মায়েদের মতন তার মুখ। ঠিক—ঠিক ঐ রাধার মতন সে দেখতে।

পর্দা

নয়

বৃটিশ ইণ্ডিয়া অয়েল কোম্পানীর গুদামের অভ্যন্তর।

একপাশে টাল করা টিন।

দূরে বাইরে ট্যাংক এর সারি।

[প্রকাশবাবু ও একাধিক বন্দুকধারী পুলিশ আসেন। কাউকে খুঁজছেন টর্চ জেলে। কুমুদ বেরোয় আড়াল থেকে।]

কুমুদ—স্-স্-স্।

প্রকাশ—এই নোট্‌টা আপনি পাঠিয়ে ছিলেন থানায়?

কুমুদ—হ্যাঁ।

প্রকাশ—আপনার নাম?

কুমুদ—কুমুদ মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশ—কখন আসবে সবাই?

কুমুদ—রাত দুটোয়।

প্রকাশ—সত্যি কথা বলছেন তো?

কুমুদ—একটু পরে স্বচক্ষেই দেখবেন।

প্রকাশ—মিথ্যে হলে বুঝবেন ঠেলা। শান্তি রায় থাকবে?

কুমুদ—হ্যাঁ। তবে চিনতে পারবেন না, আমি জানি।

প্রকাশ—কেন?

কুমুদ—সে আপনাদের প্রিয়পাত্র, বন্ধু নীলমণি বাঁড়ুয্যে।

[সবাই সচকিত]

প্রকাশ—তাহলে! তবে—। ভালরে ভাল! চিঠিতে আরো বলেছেন ইন্‌স্‌পেক্টর হিতেন দাশগুপ্ত সম্বন্ধে তথ্য জানতে পারব। কি তথ্য?

কুমুদ—তাকে গুম করা হয়েছে। রাধারাণীর ঘরে।

প্রকাশ—দেবব্রত ঘোষের লুকিয়ে থাকার খবরটাও আপনিই দিয়েছিলেন ?

কুমুদ—হ্যাঁ।

প্রকাশ—থ্যাংকস্। [ঘড়ি দেখেন] সময় বেশি নেই।

কুমুদ—লুকিয়ে পড়ুন। দোহাই আপনাদের, লুকিয়ে পড়ুন। ওরা আসবার আগে।

[প্রকাশ মৃদুস্বরে নির্দেশ দেন। বন্দুকধারীরা এদিক ওদিক গা ঢাকা দেয়]

প্রকাশ—কেন এ কাজ করছেন ?

কুমুদ—কি ?

প্রকাশ—এ কাজ করছেন কেন ?

কুমুদ—সেটা আপনার না জানলেও চলবে।

প্রকাশ—একটা দেশপ্রেমিক বীরকে আমাদের হাতে সঁপে দিচ্ছেন ?

কুমুদ—অপেনি না পুলিশ অফিসার ?

প্রকাশ—ওহো ! সেটা ভুলে গেসলাম। ভেতো বাঙালী তো, বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ হঠাৎ।

কুমুদ—আমার সর্বনাশ করছে ওরা। আমার সব কেড়ে নিয়েছে। মানুষের মনকে ওরা বিকৃত করে দেয়।....লুকিয়ে পড়ুন। আর দেখুন, আমি সিগনাল না দিলে ঢুকবেন না—প্লীজ !

প্রকাশ—এত ভয় কিসের ?

কুমুদ—সব্যসাচীর টিপ। এক গুলিতে আমার বুক ছ্যাঁদা করে দেবে।

[প্রকাশ একটু হাসেন—তার পর যেতে উদ্যত হ'ন]

আর শুনুন ! আমি কি পাব ?

প্রকাশ—কেন, দশ হাজার টাকার যে পুরস্কার ঘোষণা—

কুমুদ—আপনাদের টাকায় আমি থুতু দিই।

প্রকাশ—তবে ? কি চান ?

কুমুদ—আমার গায়ে হাত দেয়া হবে না এই প্রতিশ্রুতি চাই।

প্রকাশ—সে তো বটেই। আপনি রাজসাক্ষী হবেন,
আপনাকে টর্চার করব কেন ?

[চলে যান প্রকাশ—প্রায় সংগে সংগেই জাহাজের ভোঁ বাজে॥ গোডাউন ক্লার্ক আসেন—পেছনে একসার কুলি—প্রত্যেকেরই মাথায় একটা টিন। এই কুলিদের মধ্যেই জ্যোতি, সিরাজ ও বিপিনকে দেখা যায়।]

ক্লার্ক—তিন নম্বর—দশ গ্যালন—। চার নম্বর—দশ গ্যালন।

[কুলিরা টিন নামায়, বাবুর কাছে ছোটে, চিট পায়—চলে যায়। বাবু টিনে আঘাত ক'রে দেখেন। নীলমণি আসেন।]

নীলমণি—এই যে যুগলবাবু। আছেন কেমন ?

যুগল—পাঁচ নম্বর—দশ গ্যালন ! ছ নম্বর।

[ছ নম্বর জ্যোতি—টিনে আঘাত ক'রেই যুগল চমকে ওঠেন। টিনটাকে একটু নাড়েন]

নীলমণি—কত রাতের মাল, কত জায়গায় পৌঁছয়। ভালয় ভালয় চুকে গেলেই—শান্তি !

[যুগল একটু তাকান—তারপর বলেন—]

যুগল—ছ নম্বর—দশ গ্যালন।

[চিট দেন। পরপর হেঁকে চলেন নম্বর। কুলিরা চলে যায়। বিপ্লবীরা শুধু বসে গামছা দিয়ে হাওয়া খান। যুগলবাবু নীলমণির কাছে আসেন]

জনসন সাহেব ঢাকা যাচ্ছেন আজ।

নীলমণি—তাই নাকি ? ষ্টিমার ছাড়ে কখন ?

যুগল—দুটো কুড়ি।

[যুগল নমস্কার ক'রে চলে যান। নীলমণি মজুরদের কাছে আসেন]

নীলমণি—তার পাতো।

[বিপিন ও সিরাজ হামাগুড়ি দিয়ে তার পাততে সুরু করে [

একস্‌প্লোডার ঠিক করো।

[জ্যোতি একস্‌প্লোডার বাক্‌স ফিট করতে সুরু করে]

কুমুদ, তুমি ওদিকটায় সরে বোসো। এসব দেখার বয়স হয়নি এখনো।

[যুগল ছুটে ঢোকেন]

যুগল—পুলিশ অফিসার, সাবধান।

[মজুররা আবার হাওয়া খায়]

নীলমণি—না, না, আমার মাল গেল কোথায়? দুগাঁট পাট গেল কোথায়? মগের মুল্লুক। অ-সভ্য।

[যুগল ও এ, এস, আই আসেন]

এ, এস, আই—না একটা সিকিউরিটি চেক। সাহেব যাচ্ছেন আজ! নীলমণিবাবুর কি খবর?

নীলমণি—মশাই, কোম্পানী এবার লাটে উঠবে। পাটের কনসাইনমেণ্ট পেলাম কাল দুগাঁট কম।

যুগল—আঃ হা, এটা তেলের গুদাম। পাটের গোডাউন ওপাশে।

নীলমণি—ওখান থেকে পাঠাচ্ছে এখানে। এখান থেকে ওখানে। আমি এইখানেই বসলাম মাল পৌঁছে দিয়ে যান, নইলে ভাল হবেনা। অ-ব্যবস্থা।

[এ, এস, আই ও যুগল চলে যান]

গেট টু ওয়ার্ক, কুইক। মিনিট পনেরো মাত্র সময়।

[সকলে আবার কাজে লাগে]

জ্যোতির্ময়—শান্তিদা, মাষ্টারমশাইয়ের কি খবর? রাধার?

শন্তি—মাষ্টারমশাই কাল মারা গেছেন ক্যাম্পে।

[সবাই এক মুহূর্ত কাজ বন্ধ করে আবার হাত চালায়]

রক্তবমি। রাধাকে মারছে রোজ।

বিপিন—এর দায়িত্ব অশোকের—হালারে একবার পালি হয় —

শান্তি—পাবই। একদিন না একদিন পাবই। এখন হাত চালাও। কুমুদ, রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও। জন্‌সনের মোটর দেখলেই ছুটে এসে খবর দেবে।

[কুমুদ চলে যায়]

সিরাজ—জয়েণ্টটা ঠিক হইতেছে না।

[শান্তি পাশে গিয়ে বসেন। ‍ুগল ছুটে আসেন]

যুগল—আবার আসছে।

[শান্তি সরে আসেন এক লাফে]

নীলমণি—কই পেলেন পাটের গাঁট ?

যুগল—আরে কি আশ্চর্য !

[এ, এস, আই নিজের মনে কি হিসেব মেলাতে মেলাতে আসেন—হাতে খাতা]

এস, এস, আই—এখনো পাট ?

নীলমণি—নইলে পাটের পাট চুকিয়ে দেব ?

এ, এস, আই—[মৃদুস্বরে] শুনুন, জনসন আসবে না। You have been betrayed ! চারিদিকে আর্মড পুলিশ—ঘিরে ফেলেছে।

[বলেই চট করে চলে যান এ, এস, আই। এক মুহূর্ত চুপ করে থাকেন শান্তি রায়। তারপর লাফিয়ে কোণায় গিয়ে বসেন—সবাইকে ডাকেন হাতছানি দিয়ে। সবাই চলে আসে।]

শান্তি—হোলো না—failure again ! চারিদিকে ঘিরে ফেলেছে। break—through করে পালাতে হবে।

জ্যোতির্ময়—আবার বিশ্বাসঘাতকতা !

সিরাজ—তৈলের ট্যাংক উড়াইয়া দিই—হেই গণ্ডগোলে—

জ্যোতির্ময়—না। আমরা কয়জন সোজা চার্জ কইরা বারাই—শান্তিদা হেই সুযোগ ঐ পথে —

শান্তি—না, শির ফরোশি কা তমন্না হ্যায় আজ দিলমে। শেষ লড়াইয়ের মুহূর্ত এসে গেছে ভাই। সবাই একসংগে গুলি করতে করতে বেরুবো। হাতে হাত দেরে—তোদের সংগে কাজ করতে পেরে ধন্য হয়েছি।

[সবাই প্রণাম করে শান্তিদাকে]

now we wait!

[কণ্ঠস্বর ভেসে আসে]

প্রকাশ—শান্তি রায় সারেণ্ডার করুন! আপনাদের বাঁচবার কোনো আশা নেই, চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে গেছেন। অস্ত্রগুলো ফেলে দিয়ে বাইরে আস্থন এক এক করে। দু'মিনিটে সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে আত্মসমর্পন না করলে আমরা গুদামের ভেতরে ঢুকবো।

[কেউ কোনো জবাব দেয় না]

শান্তি—যাক্ কুমুদটা নেই। বাচ্ছা ছেলে তো ওর বাঁচা দরকার। ওরাই ভবিষ্যৎ।

মাইক—শান্তি রায়, অতগুলো লোকের জীবন আপনার হাতে! এখনো সময় আছে, আত্মসমর্পন করুন।

জ্যোতির্ময়—সোয়াইন! আসো রিপ্লাই দিই —!

[বন্দুক তোলে

শান্তি—না। আগে ওরা—তারপর আমরা।

মাইক—বেশ, তাহলে মরুন। ফায়ার।

[হুইস্‌ল্ বাজে—সংগে সংগে গুলি বর্ষণ সুরু হয়]

শান্তি—বন্দে মাতরম্!

সবাই—বন্দে মাতরম্!

[শান্তি রায়ের নেতৃত্বে সবাই ছুটে যায় দরজাগুলির দিকে। টর্চের আলো এসে পড়ে একাধিক—গুলি ধোঁয়া চীৎকার স্লোগান। ছুটে আসে অশোক।]

অশোক—শান্তিদা! এই দিকে, This way গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে!

[শান্তি রায় ঘুরে দাঁড়ান—অবাক হয়ে দেখেন অশোক সামনে দাঁড়িয়ে।]

অশোক—চলে আসুন—ভাববার সময় নেই —এই দিকে—

[চক্ষের পলকে পিস্তল টেনে গুলি করেন শান্তি রায়]

You fool, ভুল! ভুল করছ! আমি বিশ্বাসঘাতক নই! আমাকে ওরা বিশ্বাসঘাতক সাজিয়েছে!

শান্তি—কি বলছ ?

অশোক—আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোনি। শুধু ডেলিরিয়ামে রাধার ঘরের—উঃ।

[শান্তি রায় এসে অশোকের মাথা কোলে তুলে নেন]

শান্তি—তবু তুমি বিশ্বাসঘাতক। বাড়ি গিয়েছিলে কেন ?

অশোক—মা-বাবাকে দেখতে।

শান্তি—মা-বাবাকে দেখতে এত আগ্রহ তো এ পথে এসেছিলে কেন ? তারপর পুলিশের হাতে পড়লে কেন ? তোমার কাছে সায়ানাইডের শিশি ছিল না ? জবাব দাও, বিষ খাওনি কেন ?

অশোক—Because life is beautiful !

জ্যোতি—শান্তিদা! আসেন। Break-through! দুষমণ পিছু হটতে আছে। They are retreating।

[মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অশোক। জ্যোতির্ময় আসে]

[শান্তি রায় উঠে পড়েন—দু চোখে আগুন। চলে যান ছুটে। জ্যোতির্ময় গুলি খায়—ঠিকরে পড়ে যায় তার মৃতদেহ। ভীষণ শব্দে ফেটে যায় পেছনের ট্যাংকগুলো। আগুন, ধোঁয়া, গুলির শব্দ—ক্রমশ থেমে আসে। কুমুদ ঢুকেছে—বিস্ফারিত দৃষ্টি। রক্তাক্ত দেহ শান্তি রায়। ছুটে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসে কুমুদ।]

কুমুদ—বলুন শান্তিদা।

শান্তি—অশোক betray করেনি রে! সেটা শুনে আমার যে কি আনন্দ আজ! অশোক শহীদ হয়েছে। আমি নিজের হাতে তাকে গড়ে তুলেছিলাম। আজ নিজের হাতে তাকে মেরেছি রে। এখান থেকে বেরুবো কি করে কুমুদ ?

কুমুদ—ষ্টিমারে শান্তিদা। ছাড়ার সময় হলেই আপনাকে নিয়ে যাব।

শান্তি—ষ্টিমারে, না কুমুদ? তারপর....আমার ছুটি। ষ্টিমার কখন ছাড়বে রে?

কুমুদ—এক্ষুনি ছাড়বে শান্তিদা।

শান্তি—অশোক বিশ্বাসঘাতক নয়, সবাইকে বলিস। কিন্তু কে তবে? কে বিকিয়ে দিল সমিতিকে, দেশকে, তার নেতাকে?
জেলের মধ্যে হাস্নুহানার ঝোপে—বুঝলে কুমুদ—
একটা পাখী এসে বসত—
চন্দনা। রোজ আসত সকালে শিষ দিত। জেলের প্রাচীরের মধ্যে সে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কুমুদ!

কুমুদ—কি শান্তিদা?

শান্তি—দেবযানীকে যখন বিয়ে করবে, আমাকে বলতে ভুলো না কেমন?

কুমুদ—ভুলব না, শান্তিদা।

শান্তি—দেবযানীকে সেতার শিখিও, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে। অশোককে বলেছিলাম শেখাতে—ও এমন গোঁড়া। বলে পুলিশের বাড়ি যাব না। কি বোকা, দেখ। একটা ফুলের মতন সুন্দর মেয়ে চাইছে সংগীত শিখতে। সংগীত কি জানিস? সংগীত হোলো দেবতাদের ভাষা।

[কুমুদ সরে যায় এক পাশে কি যেন দেখে তারপর ফিরে আসে শান্তিদার পাশে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তাঁর মুখের দিকে। ঝক্ ঝক্ করে জল কেটে আলোকোদ্ভাসিত স্বপ্নের মতন বহু ঈপ্সিত ষ্টিমার অবশেষে এসে হাজির হয়।]

চলো। এসে গেছে ষ্টিমার। চলো কুমুদ। ইতিহাস কি বলবে কে জানে?

[কুমুদ হঠাৎ একছুটে সরে যায় দূরে। বন্দুকধারী পুলিশ ঢোকে, উদ্যত রাইফ্‌ল অসহায় শান্তি রায়ের চারপাশে। পুলিশের লোকগুলো কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে।]

কুমুদ। ষ্টিমার এসে গেছে ভাই।

[গুলিবর্ষন সুরু হয়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শান্তি রায়ের দেহ। গুলিতে ঝাঁঝরা। অকারণে তবু গুলিবর্ষণ করে পুলিশ। শান্তি রায়ের দেহ ছিট্‌কে ছিট্‌কে যায় এদিক থেকে ওদিক। তারপর সব চুপ।]

প্রকাশ—উঃ! যাক্‌, শেষ হয়েছে।

কুমুদ—আমার—আমাকে এখান থেকে সরিগে নিন।

প্রকাশ—বডি এখানেই থাকবে এখন। চৌবে, এখানে পাহারা দাও।

[পুলিশ বেরিয়ে যায়। ষ্টিমার এসে দাঁড়ায়। সিরাজুল ও কয়েকজন নেমে এসে ঘিরে দাঁড়ায় লাস। আরো লোকজন জমে, একটি ভুটি। কোথায় যেন কে গাইছে—একবার বিদায় দাও মা, ঘুরে আসি। বৃষ্টি পড়ছে বোধহয়—সবাই ছাতা খোলে। ছাতার অরণ্য]

১—শহীদ হইছেন শান্তি রায়।

ছিদাম—কে শান্তি রায়? এ কক্ষনো না। আমি চিনি তারে। অন্য কারে মাইরা আইনা ফালাইয়া গেছে— এইখানে।

২—শান্তি রায় হইতেই পারে না।

৪—শান্তি রায় অমর। শান্তি রায়ের মৃত্যু নাই।

পর্দা

মিনার্ভা থিয়েটারে লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপ কর্তৃক

প্রথম অভিনীত

কুশীলব

যাত্রাওয়ালা—পরেশ গোস্বামী

ব্রজেন চৌধুরী—জমিদার—অরবিন্দ চক্রবর্তী

হরিশ—পণ্ডিত মশাই—রমাবন্ধু চৌধুরী

শেঠজী—পাটের ব্যবসায়ী—কৃষণ কুমার

নীলমণি—জনৈক মীরজাফর—উৎপল দত্ত

ফ্ল্যানাগান—পাদ্রী—নিমাই ঘোষ

উইলমট—পুলিশ সুপার—বিধান মুখোপাধ্যায়

হিতেন দাশগুপ্ত—ইনস্‌পেক্টর—হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশ মুখুটি—সাব-ইনস্‌পেক্টার—অরুণ রায়

কনষ্টেবল্‌—সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

এ. এস. আই—অনিল মণ্ডল

দেবব্রত ঘোষ—মাষ্টার মশাই—সুনীল রায়

অশোক চট্টোপাধ্যায়—বিপ্লবী—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতির্ময়— ঐ —সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কুমুদ— ঐ —নির্মল গুহরায়

বিপিন— ঐ —কমল মুখোপাধ্যায়

সিরাজুল— ঐ —সমর নাগ

রাধারানী—একজন বারাংগনা—নীলিমা দাস

জনৈক ইলেক্‌ট্রিসিয়ান—ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

যোগেশ চট্টোপাধ্যায়—বুদ্ধিজীবী—ভোলা দত্ত

বংগবাসী দেবী— ঐ স্ত্রী—শোভা সেন

শচী—অশোকের স্ত্রী—তপতী ঘোষ

গোপা—ঐ মেয়ে—সুমিতা চট্টোপাধ্যায়

জয়কেষ্ট—কৃষক—তিমু ঘোষ

জব্বর—ঐ —বীরেশ্বর সরখেল

ছিদাম—ঐ —হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী

জনতা—মৃণাল ঘোষ

প্রলয় বসু

দেবেশ চক্রবর্ত্তী

যোগেশ জোয়ারদার

দেবতোষ চক্রবর্ত্তী

অরূপ বক্‌সী

স্বপন দত্ত

উদ্‌ভ্রান্ত যুবক—নির্মল গুহরায়

কিশোরী—শংকরী মৈত্র

কর্মীবৃন্দ

পরিচালনা : উৎপল দত্ত

সংগীত সৃষ্টি : রবিশংকর

বিশেষ কলাকৌশল : তাপস সেন

দৃশ্যসজ্জা : নির্মল গুহরায়

শব্দ গ্রহণ : প্রভাত হাজরা

আলোকসম্পাত : রবিন দাস

মঞ্চকুশলী : অশ্বিনী প্রামাণিক

সুধীর রায়

সুকুমার চক্রবর্ত্তী

কালিপদ দাস (১)

অমর বসু

শ্যামাপদ চিত্রকর

কালিপদ দাস (২)

মঙ্গল চিত্রকর

[illegible]থ রায়

কালাচাঁদ সোম

রঙ্গলাল শর্মা

বাবুলাল ঘোষ

হরিপদ দাস

অমর বন্দ্যোপাধ্যায়

তপন সেন

কানাইলাল দাস

মোহন প্রসাদ

নারায়ণ মোহান্ত

শব্দ প্রক্ষেপ : শ্রীপতি দাস